( সামাজিক নাটক )

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট • কলিকাতা - ৬

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী

৬ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৩২ সাল।

চতুর্থ সংস্করণ

ভাদ্র, ১৩৬২ সাল।

দাম : আড়াই টাকা

৪২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ২৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ শ্যামসুন্দর প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

# ভূমিকা

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত,—আমার "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" নামে নাটিকার ভূমিকায় যদিও আমি এই "বাঙালী" নাটকসম্বন্ধে একরকম সমস্ত কথাই ব'লেছি,—তথাপি, সে সম্বন্ধে আরও গুটিকতক কথা না ব'লে থাকতে পার্চ্ছিনা। "বাঙালী" সম্পূর্ণ নাটকখানি এত বৃহৎ হ'য়েছিল যে,—তার শুধু প্রস্তাবনাংশটুকু নিয়ে একখানি নাটিকা(কৃতান্তের বঙ্গদর্শন) প্রায় তিন ঘণ্টা সময় নিয়ে অভিনীত হ'য়ে থাকে। বাকী যে অংশটি ছিল, তার যদি বাদ না দিয়ে ( as it is ) অভিনয় করা হয়,—তাহ'লে দুখানি বড় নাটকের অভিনয়ের সময় লাগে। মিনার্ভা থিয়েটারের সত্বাধিকারী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় উক্ত "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" নাটিকাভিনয়ে আশাতীত সাফল্য দেখে... এই "বাঙালী" সম্পূর্ণ নাটক থেকে আর একটি অংশ নিয়ে দুই অঙ্কে সমাপ্ত—সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে আর একখানি নাটকের অভিনয় ক'রতে ইচ্ছা ক'রেছিলেন। পরে, নানা সুহৃদের পরামর্শে ও বিস্তর তর্কবিতর্কের পর,—স্থির হয়,—"বাঙালী" নাটককে আর কিস্তিবন্দীতে সাধারণসমক্ষে বের না ক'রে—একেবারে সম্পূর্ণ নাটকই অভিনয় করা হবে। হ'য়েছেও তাই।

"বাঙালীকে"—অর্থাৎ—একটা মস্ত জাতিকে নিয়ে নাড়াচাড়া কর্তে ব'সেছি,—সুতরাং, সে জিনিষ যে,—লেখার মুখে বৃহৎ ব্যাপারে দাঁড়াবে সেটা বোধ হয় কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বোঝাতে হবেনা। এ ব্যাপারে

তাহাকে যত দোষের আধার বলিয়াই জগতে প্রচার করুক,—আপনা
কাছে সে কথনই অনাদৃত হইবে না। দয়াময়। বাঙালী দীন ভক্তে
"বাঙালী" শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন,—তাহার জীবনজনম সার্থক হোক্

ইতি,

আপনার শরণাগত—

প্রথম প্রকাশ—১৩৩২

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যা

# চরিত্র পরিচয়

## পুরুষ

| | | |
|---|---|---|
| …দাস মুখুয্যে | … … | কলিকাতার জনৈক গৃহস্থ ভদ্রলোক। |
| …দাস মুখুয্যে | … … | ঐ ধনবান্ কনিষ্ঠ ভ্রাতা। |
| …য় | … … | ঐ জ্ঞাতি যুবক। |
| …থ | … … | ব্যারিষ্টার মিঃ জে, ব্যানার্জির পুত্র। |
| …রণ | … … | সুখদাসের পুত্র। |
| …লোচন | … … | সুখদাসের নিঃস্ব মামাশ্বশুর। |
| …ত্যবাবু | … … | এটর্ণি। |
| …, সিধু<br>…ব, যাদব,<br>…, সুবোধ<br>…ত | … | দীনদাসের পুত্রগণ। |
| …জা | … … | জনৈক কৃপণ। |

ভগবৎসিং, ঝুম্মন, জ্ঞানমহম্মদ, ইন্‌সপেক্টর ও পাহারাওয়ালাগণ প্রভৃতি

## স্ত্রী

| | | |
|---|---|---|
| …গিন্নি | … … | দীনদাসের স্ত্রী। |
| …ট গিন্নি | … … | সুখদাসের স্ত্রী। |
| …লতা | … … | কিরণের স্ত্রী। |
| …রাণী | … … | দীনদাসের কন্যা। |
| …রা | … … | বারাঙ্গনা। |

ভিখারিণী, তেলিবৌ, বামুন ঠাকরুণ, বারাঙ্গনাগণ,

স্বদেশসেবিকাগণ ইত্যাদি।

## "বাঙালী" নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীতে অভিনয় সংক্রান্ত ব্যক্তিগণঃ—

| | |
|---|---|
| নাট্যপ্রযোজক | শ্রীযুত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এ। |
| রিহার্স্যাল্ মাষ্টার | শ্রীমন্মথ নাথ পাল (হাঁদু বাবু)। |
| অপেরা মাষ্টার | শ্রীভূতনাথ দাস। |
| ড্যান্সিং মাষ্টার | শ্রীসাতকড়ি গাঙ্গুলি (কড়িবাবু)। |
| হারমোনিয়াম্ প্লেয়ার | এস্, সি, পাল (বিদ্যাভূষণ)। |
| ক্ল্যারিয়নিষ্ট | শ্রীলালবিহারী ঘোষ। |
| ষ্টেজ ম্যানেজার | শ্রীপরেশ চন্দ্র বসু (পল্টুবাবু)। |
| সঙ্গতকার | শ্রীনুটবিহারী মিত্র। |
| প্রম্পটার | শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বসু। |
| দীনদাসের ভূমিকায় | শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী। |
| সুখদাসের ,, | শ্রীমন্মথ নাথ পাল (হাঁদুবাবু)। |
| রামলোচনের ,, | শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দে। |
| নিশীথের ,, | শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দে। |
| অজয়ের ,, | শ্রীজিতেন্দ্র নাথ ঘোষ। |
| বিধুর ,, | শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়। |
| সিধুর ,, | শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাল। |
| মাধবের ,, | শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু। |
| যাদবের ,, | শ্রীঅহীন্দ্র নাথ দে। |
| কৃষ্ণের ,, | শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়। |
| প্রবোধের ,, | শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র। |
| ললিতের ,, | শ্রীমতী রেণুবালা। |
| জজ্জার ,, | শ্রীঅহীন্দ্র নাথ দে। |

| | |
|---|---|
| এটর্ণি নেত্যবাবুর ভূমিকায় | শ্রীনরেন্দ্র নাথ সিংহ (নন্তু বাবু) |
| ইন্‌স্পেক্টরের ” | শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য। |
| গুণ্ডাত্রয়ের ” | শ্রীবিজয়লাল মিত্র।<br>শ্রীনবকুমার ঘোষ।<br>শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস। |
| ভগবৎ সিংহের ” | শ্রীনবকুমার ঘোষ। |
| ঝুম্মনের ” | শ্রীকালীদাস গোস্বামী। |
| জান মহম্মদের ” | শ্রীপঞ্চানন দাস। |
| পাহারাওয়ালাগণের ” | শ্রীজগৎ জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়।<br>শ্রীবিষ্ণুপদ সেন।<br>শ্রীপাঁচুগোপাল বসু। |
| বড়গিন্নীর ভূমিকায় | শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা। |
| ছোটগিন্নির ” | শ্রীমতী প্রকাশমণি। |
| ভিখারিণীর ” | শ্রীমতী সুবাসিনী। |
| লবঙ্গলতার ” | শ্রীমতী শশীমুখী। |
| পদ্মরাণীর ” | শ্রীমতী আশমানতারা। |
| ফ্লোরার ” | শ্রীমতী মনোরমা (কাপ্তেন মোগো |
| তেলিবৌ ও<br>বামুন ঠাকরুণের ” | শ্রীমতী শরৎকুমারী। |
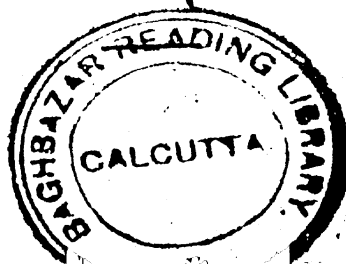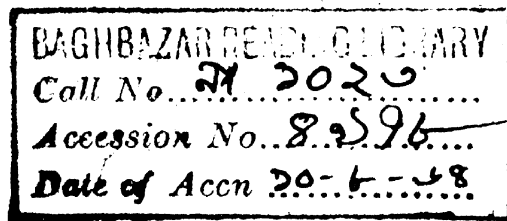
# বাঙালী

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

গৃহস্থ দীনদাস মুখুয্যের বাটীর প্রাঙ্গণ পশ্চাতে প্রাচীরগাত্রে সদরদ্বার দেখা যাইতেছে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধু ও বড়গিন্নী।

(চায়ের বাটী লইয়া চা পান করিতে করিতে) কি বিশ্রী চা-ই আজকাল হচ্ছে মা! না একটু বেশী ক'রে দুধ,—না একটু মিষ্টি পড়েছে,—জলটাও তেমন গরম হয়নি! এতদিন ধরে চা ক'চ্ছ—আজও ঠিক মনের মত চা-টি তৈরী কর্ত্তে শিখ্‌লে না!

কি ক'র্‌ব বাবা? ঘরে কি আর বেশী চিনি আছে—না গয়লায় দুধ দিয়ে গেছে? তার ওপর বেলা ন-টা বাজে, তোদের বেরুবার বেলা হ'ল! ভাত ডাল চড়িয়েছি, হাঁড়ি নামিয়ে অনবরত চায়ের জল গরম করি কি ক'রে বল্‌?

বল্লেই তো বিস্তর ওজর দেখাবে, সে তো আমার জানা আছে! গয়লায় এত বেলায় দুধ দিয়ে যায়নি কেন?

ব-গি। আজ থেকে বোধ হয় দুধ বন্ধ ক'রে দেবে, তা,—তার অপরাধ কি? তিন মাসের টাকা পাওনা—এক পয়সাও দেওয়া হয় নি!

বিধু। দেওয়া হয়নিই বা কেন?

ব-গি। হ্যাঁরে বিধু! বলিস্ কিরে? সাধ ক'রে কি দেওয়া হয়নি বা[illegible] ১০০৲ টাকায় এত বড় সংসারটা এ বাজারে কি চলে? ক[illegible] যে আর পেরে উঠছেন না! তুই ৫০।৬০ টাকা মাইনে পা[illegible] —সংসারে দিস্ মোটে দশটী টাকা!

বিধু। তা আবার কত দিতে হবে? দশ টাকায় একজনের দুবেলা দুমু[illegible] ভাত হয় না? ফের্ যদি অমন কথা বল, তা'লে কাল থে[illegible] আমি হোটেলে বন্দোবস্ত ক'রবো।

ব-গি। রাগ করিস্ কেন বাবা? তুই বড় ছেলে, তুই যদি সংসা[illegible] মুখ না চাইবি, তাহ'লে আমাদের কি দশা হবে বল্ দিকি[illegible] কর্ত্তা বুড়ো হয়েছেন, সংসারের টানাটানিতে দেনার জা[illegible] —মেয়ের বিয়ের দুর্ভাবনায়—দেহ তাঁর একেবারে ভে[illegible] প'ড়েছে! এতদিন ধ'রে চাক্‌রী কচ্ছেন, আর কি খা[illegible] পারেন? তবু ছুটে ছুটে—আফিস যাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছি[illegible] বুড়ো হয়েছেন ব'লে আর মাইনেপত্তর তো বাড়বেই না, উ[illegible] কোন্ দিন না বলে—"তুমি আর অফিসে এসোনা"! তা হ'[illegible] তো সর্ব্বনাশ। সপরিবারে অনাহারে মরতে হবে আর কি[illegible] (চক্ষে অঞ্চল প্রদান)

তা আমি একাই কি চোরদায়ে ধরা পড়েছি নাকি? তোমার তো আরও সব ধোঁৎকা ধোঁৎকা ছেলেরা রয়েছে,—তারা রোজগার ক'রে এনে দিতে পারে না? আমার তো এই ৫৫টা টাকা মাইনে, এতে আমার নিজেরই খরচ কুলোয় না—তা তোমাদের দেবো কি?

তোর আবার নিজের এত কি খরচ যে ৪০।৪৫৲ টাকাতেও কুলোয় না?

এই ধর,—দুদিন অন্তর এক কৌটো ফাইভ ফিফ্‌টি ফাইভ সিগারেট—আমি ও বিড়ি ফিঁড়ি খেতে পারি না; শনিবার শনিবার শ্বশুর বাড়ী যেতে, এখানে সেখানে বন্ধু বাড়ীতে নেমন্তন্ন যেতে—তার একটা খরচ আছে,—সেও মোটর ভাড়াতে, ট্রেণ ভাড়াতে, জিনিষপত্রে, সপ্তাহে ৫।৭৲ টাকার কম হয় না। তার ওপর এসেন্স আছে, সাবান আছে,—জামা আছে, জুতো, ডাইং ক্লিনিংএর ওখানে কাপড় কাচানো আছে, গন্ধতেল সপ্তাহে এক শিশি ক'রে খরচ আছে; এ সব বাদে আফিসের প্রত্যহ জলখাবার আর বাসের ভাড়া চৌদ্দ পয়সা; —হিসেব ক'রে দেখ দিকি—ঐ ৪০।৪৫৲ টাকাতে কি করে কুলোয়?

তা তো সত্যি—এ সব না হ'লে বুঝি আজকালকার দিনে চলে না বাবা?

কিছুতেই না। ভদ্রলোকের এ সব না হলে সমাজে সে ভদ্রলোক ব'লে খাতিরই পায় না।

( একটু আগে পদ্মরাণীর প্রবেশ )

পদ্ম। হ্যাঁ বড়্ দাদা,—বাবার তো কই তোমার মতন এ সব এসেন্স চুরুট্-সাবান-গন্ধতেল দরকার হয় না,—বাবা কি তা হ'লে ভদ্রলোক নন্?

বিধু। আরে বাবা হ'ল সেকেলে "ওল্ড ফাদার, ডোণ্ট কেয়ার"! বাবা কোন্ সমাজে গিয়ে বসেন? কটা লোকের সঙ্গে মেশেন?

ব-গি। হ্যাঁ মা পদু,—ঝি মাগী আজ আসেনি?

পদ্ম। না। তার বোন্ ব'লে গেছে—সে তারকেশ্বর যাবে—দু'দিন আস্‌তে পার্ব্বে না।

ব-গি। এই দেখ—রাঁধতে রাঁধতে আবার এক বিভ্রাট! এক বোঝা বাসন এঁটো পড়ে রয়েছে—যাই মাজিগে।

পদ্ম। সে আমি মেজে ধুয়ে সাফ করে রেখেছি! তুমি রান্না ঘরে যাও।

বিধু। মা শিগগির ভাত বাড়ো—সকাল সকাল বেরুতে হবে! এক নতুন সাহেব এসেছে, অ্যাটেন্‌ডেন্স নিয়ে ভারি গোলযোগ আরম্ভ ক'রেছে! আজ এ বেলা আমাকে মাছের ঝোল দিও না, শুধু দুখানা ঝাল দিয়ে মাছ রেঁধে দিও।

পদ্ম। মাছ এখনও জেলের ঘরে! ঝালে ঝোলে খাবে কোত্থেকে?

বিধু। এঁ্যা—সে কি! ৯টা বাজে এখনও বাজার হয় নি?

ব-গি। কোথা থেকে হবে বাবা? কর্ত্তা ওবাড়ীতে ঠাকুরপো'র কাছে টাকা ধার করতে গিয়েছিলেন;—সেখানে পেলেন না। শেষে পদ্মর দুগাছি চুড়ি রেখে, টাকা ধার ক'রে দিই—তা এই হুম্‌কো ধুম্‌কো হ'য়ে বাজার ছুটলেন! এখুনি এলেন বলে।

তোর নাইতে কর্ত্তে মাছ রান্না হ'য়ে যাবে এখন! ডাল-চচ্চরী ভাজা সব রান্না হ'য়ে গেছে—

[ বড়গিন্নীর প্রস্থান।

না।—এ হতভাগা সংসারে দেখছি আর ভদ্রস্থ নেই! ৯টা বাজতে চ'ল্লো—এখনও বাজার হ'ল না! ছি—ছি—এমন সংসারের মুখে আগুন!

প। শো বার বড়দা! যে সংসারে সাত সাতটা হোঁৎকা হোঁৎকা ছলে থাকৃতে বুড়ো বাপকে বাজার কর্ত্তে ছুট্‌তে হয়, অর্দ্ধেক দিন বুড়ো বাপকে না খেয়ে আফিস কর্ত্তে হয়, সে সংসারের মুখে শুধু আগুন নয় বড়দা—বাসি আকার ছাই পর্য্যন্ত দিতে হয়।

তুই যে এক ফোঁটা মেয়ে—বড্ড কথা শিখেছিস্‌রে পদী!

কথা কি আর অম্নি শেখে বড়দা—তোমাদের আক্কেল দেখে শুনে —কথা আপনি গজিয়ে ওঠে! আচ্ছা—নিজে পয়সা দিয়ে গতর দিয়ে তো বুড়ো বাপ মার কোনও উপকার কর্ত্তে পার না! বলি—কিসের জন্যে বৌদিকে ৮।৯ মাস বাপের বাড়ীতে ফেলে রেখেছো বলত? যাও না—তাকে ঘাড় ধরে নিয়ে এসনা,—মা যে একা খেটে খেটে ম'ল!

কি বল্লি? বৌকে নিয়ে আস্‌বো? এই রাবণের গুষ্টির হাঁড়ি ঠেল্‌তে আর সকাল সন্ধ্যে বাসন মাজতে? সে সব হবে না— সে সব হবে না! জানিস্‌—তার শরীর ভাল নয়, রোজ রোজ জ্বর আস্‌ছে।

পদ্ম। কেন? ছ'মেসে ধরেছে নাকি?

বিধু। ছ্যাখ্‌ পদ্ম! বাপমার আদরে তুই বড় বেড়ে উঠেছিস্‌! মুখ সামলে কথা কোস্‌ বলে দিচ্ছি! নইলে দেখতে পাবি মজা!

( ২য় পুত্র কুস্তিগীর সিধুর মাটী মাখিয়া প্রবেশ )

সিধু। কি বড়দা? তুমি পদীর সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে চাও? পদী কেন আও হামারা সাথ—এক হাত লড়াই হো যায়!

বিধু। যাঃ যাঃ সিধে—এখানে গুণ্ডামী কর্ত্তে হবে না! সকাল বেলা মাটি মেখে এক হনুমান সেজে এলো!

সিধু। খবরদার! মু সামাল্‌কে বাৎ করো! নইলে দেখছো ( তাল ঠুকিয়া ) এক ঠুসাসে যদন বিগাড় দেঙ্গে!—হুঁ—

বিধু। চল্‌ পদী—ও গুণ্ডাকে বিশ্বাস নেই। ষাঁড়ের মতন কচ্ছে দেখছিস্‌ না? এখুনি গুঁতিয়ে টুঁতিয়ে দেবে! চ—আমার চান কর্ব্বার তেল দিবি—

পদ্ম। "হারাধনের দশটী পুত—পাঁচটী দানা, পাঁচটি ভূত!"

[ বিধু ও পদ্মরাণীর প্রস্থান

সিধু। হাম্‌রা সাথ লড়নেওয়ালা বাংলামে কৌন্‌ হ্যায়? গোটাকতক ডন্‌ বৈঠক কনি! কি কর্ব্ব—তেমন খোরাক পাচ্ছি না,—নইলে একবার সব দেখিয়ে দিতুম। ওস্তাদ মারা গিয়ে খানা দানা সব বন্ধ হ'য়ে গেছে! ভাগ্যে কিরণদা ছিল, তাই মাঝে মাঝে ভাল খাওয়া দাওয়াটা হয়। রোজ দেড় সের মাংস, খেয়ে

মেহন্নতের ইজ্জত থাকে। নইলে কড়ায়ের ডাল, ভাত, লাউ ডাঁটার চচ্চড়ী আর কুঁচো চিংড়ীতে কি পালোয়ানের খোরাক হয়? ছিঃ—এ কমবক্ত্ বাঙালীর ঘরে কেন এসে জন্মেছিলুম? ওরে পদী—ওরে পদী! মম্ মুখপুড়ী—কালা হ'য়ে গেলি নাকি? অ—মা—মা! আরে বাড়ীতে সবাই মরেছে নাকি? ওরে ঝি! ওরে ও হারামজাদী ঝি—ঝি—

( বাটীর ভিতরের জানালা হইতে পদ্মরাণী। )

কেন মেজদা—ঝিকে ডাক্‌ছো কেম? ঝি কি বাড়িতে আছে নাকি?

বাড়ী শুদ্ধু কি তোরা সব মরেছিস্ নাকি? ডেকে ডেকে আমার গলা ফেটে গেল! ওস্তাদজী বলেছিল—"জোয়ান ভাই! চিল্লাও মৎ!"

কি ব'লছ—বল! ওস্তাদি কথা শোন্‌বার আমার এখন সময় নেই!

মাকে জিজ্ঞাসা কর্—আমার কাঁচা দুধ—মিছরির আর বাদামের সরবৎ কোথায় রেখেছে। আমি মেহন্নত শেষ ক'রে গিয়ে এখুনি খাব।

সে সব দোকানেই আছে! গতর খাটিয়ে দোকানে যাওনা—পাবে এখন। গেরস্তো বাড়ীতে সে সবতো অম্‌নি আসে না।

কি—ই? আসেনি কেন?

রোজ রোজ অম্‌নি আসবে তোমার জন্যে? পয়সা দিয়ে যেতে, তাহ'লে আমিই আনিয়ে বন্দোবস্ত ক'রে গুছিয়ে রাখতুম্!

সিধু। আমি কি রোজ পয়সা দিই ? মুখপুড়ী,—হতচ্ছাড়ী !

পদ্ম। বাবার অত বাড়তি পয়সা নেই যে রোজ রোজ তোমার জন্যে সব কিনে এনে মজুত ক'রে রাখবেন, আর তুমি মো গুঁতোগুতি ক'রে এক গা কাদা মাটী মেখে এসে কোঁৎ কে করে গিলবে ! [ প্রস্থান

সিধু। ছাখ—মেরে ফেল্‌বো—মেরে ফেল্‌বো বল্‌ছি—আমায় রাগাস —যেখানে থেকে পারিস্ মিছরি দুধ আর বাদাম হাজির ক নেহিতো সব তোড় ডালেঙ্গা—তোড় ডালেঙ্গা—

( কাগজ পেন্সিল হাতে লইয়া ৩য় পুত্র মাধবের প্রবেশ )

মাধব। নাঃ—কবিদের সংসারে বাস করা চলবে না বাবা ! এমন ভা জমাটটা বেঁধেছিল,—গাঁক্ গাঁক্ ক'রে চেঁচিয়ে—দিলে মাটী ক'রে ! আঃ—কি হয়েছে ? অত চীৎকার ক কেন মেজদা ?

সিধু। খবরদার—আও পাঞ্জা লড়ে ! আও—চলা আও—

মাধব। "তুয়া লাগি বঁধুয়ারে জাগত ভৈ—সারা নিশি করতু হৈ হৈ —উহুঁ" —

সিধু। এই মেধো—শোন্—এক কাজ কর দিকি—

মাধব। ব্রজবুলি না মেশালে মিষ্টিই হবে না—কিন্তু বুলিটা তে দোরস্তো নেই—"তুয়া লাগি সারা নিশি—জাগই রহল বসি— "রহল বসি"—মানে কি "আমি বসে রইলুম" ঠিক হয় ?

সিধু। কি বিড় বিড় ক'রে বকছিস ? শুনতে পাচ্ছিস্ আমার কথা দেসো মুদির দোকান থেকে যা দিকি চট্ ক'রে আধসের মিছ

—আর খোসা ছাড়ানো বাদাম এক পোয়া ধারে নিয়ে আয় দিকি—

সে আমি পার্ব্ব না! "তুঁয়া লাগি প্রাণ বঁধু—জাগত জাগত শুধু"—মন্দ হয় না,—কেবল ওর ভেতর সুড়ুৎ ক'রে "রাত্রি" কথাটা যদি ঢোকানো যায়—

কি বল্লি—পার্ব্বি না?—যত বড় মুখ তত বড় কথা?

কি? তোমার যত বড় মুখ—যত বড় দেহ—তত বড় আস্পর্দ্ধা? আমায় বল কি না অর্থাৎ কবিকে হুকুম কর কি না—বাজার থেকে মিছরি আন্‌তে—তা'ও ধারে? "ওরে দুরাচার হিন্দু কুলাঙ্গার, অবলারে বধ একি ব্যবহার!"

তোর পদ্মর বাপের শ্রাদ্ধ ক'রেছে! (মাধবের গলা টিপিয়া ধরিল)

উঃ—উঃ—লাগে—লাগে—"আর ঘুমায়োনা দেখ চক্ষু মেলি, দেখ দেখ চেয়ে অবনী মণ্ডলী"—পাহারোলা—পাহারোলা!

(বাজারহস্তে হাঁফাইতে হাঁফাইতে দীনদাসের প্রবেশ ও বাজার মাটীতে রাখিয়া ভূতলে উপবেশন)

ভায়ে ভায়ে ঝগড়া মারামারি আরম্ভ করেছ? হ্যাঁ—ঐটে আর বাকী থাকে কেন?

বাবা! আমার মিছরি আর বাদাম এনেছ?

আজ আর ঘুরতে পারিনি বাবা, তাড়াতাড়ি বাজার ক'রে নিয়ে আস্‌ছি! এদিকে ৯॥ টা হয়ে গেছে—

দাও তবে—এখুনি একটা টাকা দাও বল্‌ছি—নইলে—

দীন। নাঃ—আর 'নৈলেভে' কাজ নেই! যতক্ষণ আছি—এই নাও যাও—আর গোলমাল কোরোনা—আমায় একটু রেহাই দাও!

সিধু। মাসকাবারি বাজারের সঙ্গে আমার মিছরিটা আর বাদামটা এক মাসের মতন এনে রাখ্‌লেই তো হয়।

দীন। কি কর্ব্ব বাবা—সব সময় বুদ্ধিতে কুলিয়ে ওঠে না! এখন যাও টাকা পেয়েছো তো?

সিধু। দেখি গয়লা বেটা দুধ নিয়ে এল কি না—

[ সিধুর প্রস্থান।

দীন। মেধো—যা দিকি—বাজারটা বাড়ীর ভেতর দিয়ে আয়—আর গিন্নীকে বল্—

মাধব। আক্কেল যা হোক্ তোমার! ওর বেলায় বেরুল টাকা—ও যণ্ডাগুণ্ডা কিনা! আর আমি নিরীহ কবি—যার জন্য তোমার বংশোজ্জ্বল—মুখোজ্জ্বল—তোমার নয়নোজ্জ্বল—তোমার আগা-পাশতলা জ্বল্ জ্বল্,—তার বেলায়—"যা তো বাজারটা বাড়ীর ভেতর দিয়ে আয় তো—"

দীন। ঝক্‌মারী হ'য়েছে বাবা—আর কাজ নেই। ও পদ্দ—অ মা পদ্মরাণী—( নেপথ্যে পদ্ম।—যাই বাবা। )

( বড়গিন্নী ও পদ্মরাণীর প্রবেশ )

ব-গি। হ্যাঁগা—এখানে ব'সে পড়লে যে?

দীন। বড্ড রদ্দুরটা লেগেছে—অনেকটা ঘুরে এয়েছি—তার ওপর বুড়ো বয়সে মোট ঘাড়ে ক'রে—

ব-গি। - পদ্দ—যা তো মা—একখানা পাখা চট্ ক'রে নিয়ে আয়—

পাখা থাক্—এখানে বেশ হাওয়া দিচ্ছে! এক গ্লাস জল নিয়ে এসো দিকি—

খালি পেটে জল খাবে বাবা? হ্যাঁ মা, একটু মিষ্টি টিষ্টি ঘরে নেই?

দোকান থেকে আন্‌তে হবে! অ বাবা মাধু—যানা—এই চারটে পয়সা নিয়ে চট্ ক'রে রাধু ময়রার দোকান থেকে—ছুটো সন্দেশ এনে দেনা বাবা—

না: —এদেশের আর ভদ্রস্থ নেই—সত্যিই নেই! কবিকে সবাই বাজার যেতে বলে! দুত্তোর সংসার! "বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার, রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন, হও অগ্রসর—"

[ মাধবের প্রস্থান।

গিন্নী কেন মান খোয়াতে যাও বল দিকি? ও সব কি ছেলে? আমার যেমন দুঃসময়—ঠিক তেম্নি সব দুষমণ এসে জুটেছে! যা মা পদ্ম—আমি খুব জিরিয়ে নিয়েছি। এক গ্লাস জল এনে দে, আর আমার আফিসের জামাটা আর উড়ুনিটা নিয়ে আয়

[ পদ্মরাণীর প্রস্থান।

হ্যাগা—ভাত খাবে না?

আর ভাত খাব কখন? এদিকে প্রায় ৯টা ৪০ মিনিট হয়ে গেছে! স-দশটায় হাজ্‌রে দিতে হবে!

তা ব'লে এই আষাঢ় মাসের বেলা, সমস্ত দিন উপুসী থাক্‌বে?

আফিসে যা-হোক কিছু খাব এখন!

খাবার আনি না? অফিসে খাবে তো ঢের।

( পদ্মরাণীর কয়েকখানি বাতাসা, এক গেলাস জল ও জামা চাদর লইয়া পুনঃ প্রবেশ )

ব-গি। হ্যাঁরে পদ্ম—ঘরে বাতাসা ছিল ?

পদ্ম। ঠাকুর ঘরে দেখি—সেল্‌পোর ওপোর কলাপাতে খানকত বাতাসা প'ড়ে রয়েছে! কাল সেই বাবার ফিক্ ব্যথার দরু হরিলুট দেওয়া হয়েছিল—তারই খানকতক প'ড়ে আছে আল্‌গা পড়েছিল, পিঁপড়ে প্রায় সবই সাবাড় ক'রে এনেছে, এ কখানা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে এসেছি। বাবা খালি পেটে জল খাবেন—

[ বাতাস খাইয়া জলপান করুণান্তর দীনদাসের জামা পরিধান ]

দীন। গিন্নী—ভাগ্যে দুঃখের সংসারে পদ্মরাণী মেয়েটী আমার জন্মেছি তাই যাহোক্—তোর মায়ের মুখ চাইবার একটা প্রা আছে।

ব-গি এখন দেখছি—সাতটা ছেলে না হ'য়ে যদি সাতটা মেয়ে হ'ত—

দীন। খুবই ভাল হ'ত—হাজার বার ভাল হ'ত—এরকম সব ছে হওয়ার চেয়ে মেয়ে হওয়ার দোষ কি ? মেয়ের বিয়ে দেবা ভাবনা একবারের বেশী আর ভাবতে হয় না। এসব অকা কুষ্মাণ্ড ছেলেদের জন্য সারা জীবন ভাবতে হবে, জ্বলতে হবে পুড়তে হবে।

ব-গি। হ্যাঁগা—আফিসে কিছু খাবার টাবার পাঠিয়ে দেবো ?—আ কা'কে দিয়েই বা পাঠাব ?

দীন। তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি গিন্নী? আমি আফিসে

ভেতোর খাবার খাব? যা এতকাল করিনি—মর্ব্বার বয়সে তা কর্ত্তে বল কেন? আর খাবার টাবার কি আমার সয়?

তবে সমস্ত দিন না খেয়ে কাজ কর্ব্বে কেমন ক'রে বাবা?

বাজার থেকে যা-হোক্—ফল্‌টল আনিয়ে খাওয়া যাবে এখন যাই বেলা হ'ল—বাজারটা বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও—দুর্গা—দুর্গা—

৩ কন্যা। দুর্গা—দুর্গা—

[ দীনদাসের প্রস্থান।

। (অশ্রুমোচন পূর্ব্বক) শাস্ত্রে বলে—"স্ত্রী ভাগ্যে ধন।" অভাগিনী—মহাপাপিনী আমি—আমারই অদৃষ্টে ওঁর এই দুর্গতি! আর ভাগ্যবতী ছোটবৌ, তাই ঠাকুরপোর এমন বোল্‌বোলাও। চল মা বাড়ীর তেতর যাই—

( ভিখারিণীর প্রবেশ )

আহা—না খেয়েই আফিস চল্লেন? হা ভগবান! এই বুড়ো বামুনকেই সব দোষে দোষী ক'রে রেখেছো!

গীত

( ওগো ) দেখ গো দেখ চেয়ে দেখ
( ঐ ) যায় বাঙ্গালী কেরাণী।
এত দুঃখী এ জগতে, নাহি আর কোন প্রাণী—
( যেমন বাঙ্গালী কেরাণী )॥

দুটী গরাস অন্ন পেটে দিতে নেই সময়,
উঠে পড়ে চ'ল্ল ছুটে পাছে দেরী হয়।
যম ভয়ের চেয়েও বেশী সাহেবের দাঁতখিচুনী॥
ডাইনে আন্‌তে নেইকো বাঁয়ে দেনা চারিদিকে
খেটে খেটে গতর মাটী—রক্ত ওঠে মুখে।
চাক্‌রী যাবার ভয়টী প্রেণে জাগ্‌ছে থেকে থেকে।
একটী মেয়ের বিয়ে দিতেই গেল ভিটে খানি॥

[ গান শুনিতে শুনিতে বড়গিন্নী কাঁদিয়া ফেলিলেন ;
পদ্ম অতি কষ্টে মুখ ফিরাইয়া লইল ]

ভিখারিণী। ভিক্ষে দাও মা—না না—ভিক্ষে তো নেওয়া হবে না।

ব-গি। কেন গা বাছা? তোমায় তো ভিক্ষা দোবোনা বলিনি—তবে তুমি চ'লে যাচ্ছ কেন?—

ভিখা। যে বাড়ীর গিন্নীর চোখে জল পড়ে—সে বাড়ীতে ভিক্ষা নিতে নেই মা—

( বিধু, সিধু, মাধবের পুনঃ প্রবেশ )

সিধু। যা—যা—মাগী, ভিক্ষে নিতে এনে ঢং কর্ত্তে হবে না? ভিখিরী ভিখিরীর মত থাক্‌বি—অত বেদব্যাসের মত বক্তৃতা করে সুরু কল্লি কেন? আমাদের যেমন হতচ্ছাড়া বাড়ী, তেম্‌নি

সব হতচ্ছাড়া কাণ্ড। এ বেটীকে তোমরা বাড়ীতে ঢুকে এত আস্কারা নিতে দাও কেন?

না না—বাবা। ও নেহাৎ পেটের দায়ে ভিক্ষে করে না।

তবে কি নেশার জন্যে ভিক্ষে করে? কিরে মাগী, কি নেশা করিস্?—কোকেন খাস্—না চণ্ডু টানিস্?

আঃ—কি করিস্ সিধু?—যাকে তাকে অমন অপমানের কথা ব'লতে নেই!

আহা বলুক গিন্নীমা—বলুক—বলুক। সমযুগ্যি লোক হ'লে ও রকম তু'দশটা কথা বল্‌তে হয়, শুন্‌তে হয়।

কি বল্লি বেটী? আমরা তোর সমযুগ্যি লোক? বেটা ভিখিরি —ই—

আহা চট কেন দাদাবাবুরা? আমিও যা—তোমরাও তো তাই! আমি শতেক দোরের ভিখিরী—আর তোমরা না হয় এখন এক দোরের ভিখিরী আছ! আবার বুড়োবুড়ী চোক কপালে তুল্‌লেই শেষ আমারই মত শতেক দোরের ভিখিরী হবে। আমি গান গেয়ে ভিক্ষে করি, ভিক্ষেও আমার মেলে, —আর তোমরা কেঁদে কেঁদে ভিক্ষে ক'রে বেড়ালেও তবু এক-মুঠো মিলবে না—

যাক্ মা, ও কথা ছেড়ে দাও। ওরা কি মানুষ?

This is intolerable, বোলাও পুলিশ, বেটীর নামে defamation suit আন্‌তে হবে!

না না বাবা। ও বেচারিকে কিছু বলিসনি। ওর গুণের কথা

[illegible] ।  [illegible] না [illegible]

ওর তিন কুলে কেউ নেই ! নিজের যা ছিল,—পুঁজিপা

সর্ব্বস্ব দিয়ে ৫।৬টী গরীবের ছেলেকে মানুষ কর্চ্ছে—লেখাপ

শেখাচ্ছে। তাতেও আর কুলোয় না দেখে,—লোকের বা

বাড়ী ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। আমার এই অবস্থা—তবু কর্ত্তা

কড়াহুকুম—ও যখনি আসবে—তখুনি যেন অন্ততঃ কোথা

থেকে ধার ধোর ক'রে এনেও ওকে কিছু দেওয়া হয়। এই না

বাছা—একটি টাকা আজকের মত ! আসছে সপ্তাহে এস, উ

মাইনে পেলে দুটাকা দেবো এখন। ( টাকা প্রদান )

সিধু। মা—ই তো আস্কারা দিয়ে দিয়ে বেটীকে মাথায় তুলেছে ! নই

একবার দেখে নিতুম।

[ পুত্রগণের প্রস্থান

ভিখারিণী।—( গীত )

ওমা বাংলাদেশের মেয়ে—

( ও মা ) তোমরা আছ বলেই আছে বাঙ্গালীর সংসার।

নইলে. কোন্ কালে এ জাতটা পোড়া যেতো ছারেখার ॥

কি মহাপাপ করেছিলে, ভেবে তো না পাই,

( যত ) হাবাতে পুত ( ঐ ) দেবীগর্ভে দিয়েছ মা ঠাঁই ;

তুমি শাপভ্রষ্ঠা অন্নপূর্ণা—কেন এ দুর্গতি তোমার ?

( আছ ) গিন্নী লক্ষ্মীরূপিণী—তাই, পেটে অন্ন পড়ছে সবার ॥

একটু ব'সবে চলনা মা। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাইনি।

[ বড়গিন্নি, পদ্ম ও ভিখারিণীর বাটীর ভিতর প্রস্থান ]

একটা বড় তানপুরা লইয়া চতুর্থ পুত্র যাদবের প্রবেশ )

রোজ মনে করি-ভোর পাঁচটায় উঠে ছাদে ব'সে গলাটা সাধবো —তা ৯টার কম ঘুমই ভাঙে না—ঘুমেরই বা দোষ কি? ন'নে স্তাকরার পাল্লায় পড়ে ৫।৭ ছিলিম গাঁজা না টান্‌লে তো আর আড্ডা থেকে উঠে আস্‌তে পারি না! বাড়ী আস্‌তে প্রায় বারোটা বাজে। তারপর দরজা ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে আর ম্যার ঘুম ভাঙাতে—দরজা খুলিয়ে নিতে আধ ঘণ্টা কেটে যায়! খেয়ে দেয়ে আর এক ছিলিম চড়িয়ে, শুতেই প্রায় দুটো বাজে। কাজেই উঠতে দেরী হয়। নাঃ—আড্ডায় আর যাচ্ছি না— বাড়ীতে বসেই মৌজের বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে! কিন্তু আড্ডায় না গেলেই বা চলে কি ক'রে? রোজ রোজ অত নেশার পয়সাই বা পাই কোথায়? আর স্তাকরার পোর মতন অমন তোয়াজ ক'রে সেজেই বা দেয় কে? নাঃ—এখানে থাকা আর চল্‌ছে না! একটা কাপ্তেন টাপ্তেন পাই,—একেবারে লক্ষ্নৌ চ'লে গিয়ে দু'বছরে একটা নামজাদা কালোয়াৎ হয়ে আসি। তখন আমার রোজগার খায় কে? এইখানেই একটু গলাটা সাধা যাক্—(তানপুরা লইয়া—"সা—রে—গা—মা—ইত্যাদি" সুর ভাঁজন) তানপুরাটা বড় বেসুরা যাচ্ছে—সুরটা বেঁধে নিই।

তোদের আর কি বল্‌ব বাবা ! তোরা হয়তো না জানতে পারিস্‌ ওর তিন কুলে কেউ নেই ! নিজের যা ছিল,—পুঁজিপা সর্ব্বস্ব দিয়ে ৫।৬টী গরীবের ছেলেকে মানুষ কর্চ্ছে—লেখাপ শেখাচ্ছে। তাতেও আর কুলোয় না দেখে,—লোকের বা বাড়ী ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। আমার এই অবস্থা—তবু কর্ত্তা কড়াহুকুম—ও যখনি আসবে—তখুনি যেন অন্ততঃ কোথা থেকে ধার ধোর ক'রে এনেও ওকে কিছু দেওয়া হয়। এই না বাছা—একটি টাকা আজকের মত ! আসছে সপ্তাহে এস, উ মাইনে পেলে দুটাকা দেবো এখন। ( টাকা প্রদান )

সিধু। মা—ই তো আস্কারা দিয়ে দিয়ে বেটীকে মাথায় তুলেছে ! নইলে একবার দেখে নিতুম।

[ পুত্রগণের প্রস্থান

ভিখারিণী।—( গীত )

ওমা বাংলাদেশের মেয়ে—

( ও মা ) তোমরা আছ বলেই আছে বাঙ্গালীর সংসার।
নইলে কোন্ কালে এ জাতটা পোড়া যেতো ছারেখার ॥
কি মহাপাপ করেছিলে, ভেবে তো না পাই,
( যত ) হাবাতে পুত ( ঐ ) দেবীগর্ভে দিয়েছ মা ঠাঁই ;
তুমি শাপভ্রষ্ঠা অন্নপূর্ণা—কেন এ দুর্গতি তোমার ?
( আছ ) গিন্নী লক্ষ্মীরূপিণী—তাই, পেটে অন্ন পড়ছে সবার ॥

একটু ব'স্‌বে চলনা মা। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাইনি।

[ বড়গিন্নি, পদ্ম ও ভিখারিণীর বাটীর ভিতর প্রস্থান ]

( একটা বড় তানপুরা লইয়া চতুর্থ পুত্র যাদবের প্রবেশ )

যাদব। রোজ মনে করি-ভোর পাঁচটায় উঠে ছাদে ব'সে গলাটা সাধবো —তা ৯টার কম ঘুমই ভাঙে না—ঘুমেরই বা দোষ কি? ন'নে স্যাক্‌রার পাল্লায় পড়ে ৫।৭ ছিলিম গাঁজা না টান্‌লে তো আর আড্ডা থেকে উঠে আস্‌তে পারি না! বাড়ী আস্‌তে প্রায় বারোটা বাজে। তারপর দরজা ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে আর মার ঘুম ভাঙাতে—দরজা খুলিয়ে নিতে আধ ঘণ্টা কেটে যায়! খেয়ে দেয়ে আর এক ছিলিম চড়িয়ে, শুতেই প্রায় দুটো বাজে। কাজেই উঠতে দেরী হয়। নাঃ—আড্ডায় আর যাচ্ছি না— বাড়ীতে বসেই মৌজের বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে! কিন্তু আড্ডায় না গেলেই বা চলে কি ক'রে? রোজ রোজ অত নেশার পয়সাই বা পাই কোথায়? আর স্যাক্‌রার পোর মতন অমন তোয়াজ ক'রে সেজেই বা দেয় কে? নাঃ—এখানে থাকা আর চল্‌ছে না! একটা কাপ্তেন টাপ্তেন পাই,—একেবারে লক্ষ্ণৌ চ'লে গিয়ে দু'বছরে একটা নামজাদা কালোয়াৎ হয়ে আসি। তখন আমার রোজগার খায় কে? এইখানেই একটু গলাটা সাধা যাক্—(তানপুরা লইয়া—"সা—রে—গা—মা—ইত্যাদি" সুর ভাঁজন) তানপুরাটা বড় বেসুরা যাচ্ছে—সুরটা বেঁধে নিই।

( পঞ্চম পুত্র কৃষ্ণ ও নিশীথকুমারের প্রবেশ )

কৃষ্ণ। তা ব'লে তোমার এ কাজটা ভাল হয়নি নিশীথ! হাজার হো বরাবর এক ক্লাশে পড়ে এসেছি—একসঙ্গে আই-এ পা করেছি! দু'বছর একসঙ্গে বি-এ পড়েছি।

নিশীথ। কি, ব্যাপার খুলেই বল না, ভণিতাতো অনেকক্ষণ ক'ল

কৃষ্ণ। তুমি না হয় বি-এ পাশ ক'রেছ, আমি না হয় ফেল্ করে পাশ আর ফেল্—ওতো একই কথা!

নিশীথ। তাতো বটেই! একই কথা বই কি!

কৃষ্ণ। তুমি না হয় লেখক হয়েছ—একখানা কাগজ বের ক'রে Ed tor হয়েছো,—আমিও তো একজন নামজাদা Actor হয়ে তোমার কি আমার সঙ্গে এরকম behaviourটা ক উচিত?

নিশীথ। কি রকম behaviour কল্লুম বল দিকি?

কৃষ্ণ। তোমার "বাসুদেব" কাগজে সেদিন আমাদের কলেজের Pla টার এমন অখ্যাতি ক'ল্লে কিসের জন্যে?

নিশীথ। ও—তোমাদের সেই "মেঘনাদ বধ" Play'র কথা ব'লছ? তা সব পার্টগুলোর তো অখ্যাতি করিনি ভাই! যে গুলো হয়েছে—বিশেষতঃ "মেঘনাদের" "লক্ষ্মণের" "প্রমীলার" অতি চমৎকার হয়েছিল,—তাদের তো খুবই সুখ্যাতি করে

কৃষ্ণ। কেন? আমার "রাবণের" পার্টটা অমন natural ক'রে Pl কল্লুম—অমন সব নতুন নতুন Posture দেখালুম,—সে Public Theatreএর কোন শালা দেখাতে পেরেছে পার্কে?

ভদ্রলোকের মত কথা কও কেষ্ট,—লোককে গাল দিয়ে কথা কোয়োনা! তোমার ও কি প্লে হয়েছিল—না—পাগলামি করা হ'য়েছিল? মনে পড়লে—এখনও আমার হাসি পায়!

তুমি থিয়েটারের কি বোঝ? কি জান তুমি অভিনয়ের যে, যা তা একটা সমালোচনা কর্ত্তে যাও?

আমি নিজে act কর্ত্তে না জান্‌তে পারি—কিন্তু Public Theatreএর অনেক বড় বড় Actorদের Playতো দেখেছি। এতকাল দেখে শুনে, একটু আধটু জ্ঞানও তো জন্মেছে! তোমার মুখভঙ্গী, তোমার অঙ্গচালনা, এমন কিম্ভূতকিমাকার রকমের হচ্ছিল যে, তা দেখে (রাগ ক'রনা ভাই—) অপরের কথা দূরে থাক্—আমিই হাসি চেপে রাখতে পারিনি!

তুমি আমার actingএর নিন্দে কল্লে তো ব'য়েই গেল। ভারি তোমার এক পয়সার ঘোড়ার ডিমের খবরের কাগজ "বাসু-দেব",—তাও—সপ্তাহে একবার ক'রে সন্ধ্যের সময় বেরোয়! ও বাঙলা কাগজ পড়ে কে?

তাই যদি,—তবে সেই কাগজের একটা খোঁচা খেয়ে অমন তেউড়ে উঠছ কেন? তা থিয়েটারি বিদ্যায় এতটা "কেলেবর (clever) যদি নিজেকে বুঝে থাক, তাহ'লে যাওনা—কোনও Public Theatreএ গিয়ে ঢোকনা!

আরে যত ব্যাটা মুক্ষু Proprietor হ'য়েছে,—তারা কি আমার actingএর কদর বোঝে? দেখনা—শিগগিরই একটা Capitalist জোগাড় ক'রে একটা Heavenly Theatre

কোম্পানী লিমিটেড ঝাঁ ক'রে খুলে ফেলি ! দেখে নিও, দিন বড় বড় অক্ষরে রাস্তায় Placard বেরুবে—বঙ্গে ডভটন কলেজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা মাষ্টার কে মুখুয্যে বি-এ—ফেইল্ অমুক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন অম্‌নি কল্‌কেতার ক'টা বাংলা থিয়েটারের—এখনও য অস্তিত্ব আছে, তাদের দরজায় পট্ পট্ পট্ পট্ ক'রে প'ড়ে যাবে ! বাংলাদেশে, Acting রাজ্যে, Express জগতে, feeling-সমুদ্রে Posture Gestureমরুভূমিতে— মাষ্টার কেষ্টপদ মুখুয্যে একাই বাণ ডাকিয়ে ছাড়বে।

যাদব। (তানপুরার কান মোচড়াইতে মোচড়াইতে) নাঃ—এ চীৎকারে স্বরটা ঠিক ধাতে এলোনা দেখছি ! এইতেই স (স্বর ভাঁজা)—সা—রে—গা—মা—

নিশীথ। ও বাবা ! উনি আবার কে ? বিকট আওয়াজ মাচ্ছেন বাবু নাকি ? বলি ও ন'—কর্ত্তা ! দুপুর রোদে কি সুর হচ্ছে—না—চানাচুর ভাজা হচ্ছে ?

যাদব। হু—হু—বাবা ! এ খবরের কাগজ লেখা নয়—আর ঐ থ্যাটারের দলের হনুমান সাজা নয় ! এ সব কালোয়াতি কারখানা ! ব'সে যাও—ব'সে যাও—দুটো শোরি টপ্পা শুনিয়ে দিই—প্রাণ তর্ হ'য়ে যাবে।

নিশীথ। দাও—দাও—সঙ্গীতবিদ্যার ভেতরের দুটো অদ্ভুত র কিছু শুনিয়ে দাও।

যাদব। (বিকট হাবভাব সহকারে) "ছপ দেখে লা বা বাঁকে সমরি

এক পার্শে কেষ্টোর দাঁড়াইয়া Actingএর Posture ও Expression অভ্যাসকরণ )

খ। দীনদাস মুখুয্যে মশায়ের ভিঁটেটা—আলিপুর চিড়িয়াখানার Gubbay house বল্লেই চলে! আঃ—এই সঙ্গে যদি একজন Photographer পাওয়া যেতো!

( আপন মনে ) দু'খানা বড় আর্সি জোগাড় না কল্লে নতুন নতুন Posture—রকম রকম Expression invent কর্ব্বার সুবিধা হচ্ছে না! একটা সামনে—একটা পেছন দিকে—

খ। মন্দ হয় না—তবে বড় আর্সির অনেক দাম কেষ্টবাবু! তার চেয়ে গোলদীঘির জলের ধারে—নয়তো কোনও বড় নর্দ্দমার ধারে গেলে—বিনি পয়সায় অনেকটা কাজ হয়।

। আচ্ছা—ঠাট্টা ক'চ্ছ কর! কিন্তু যখন নতুন Theatre খুল্‌বো —তখন দু'খানা free passএর জন্যে এই কেষ্টো মুখুয্যের পায়ে কত তেল দিতে হবে!

ব। তাল দাও—হাতের তাল দাও ( মুখ বিকৃত করিয়া সুর ভাঁজন ) এ—এ—এ—এ—এ—এ—ই—এই সোম! দেখলে নিশীথ?

খ। দেখলুম না আবার?

ব। কি রকম এ্যা?

খ। একেবারে যাকে বলে Bull Terrier! কামড়ালেই হয়!

যাদব। লগ্নটা কি রকম দেখলে বল?

নিশীথ। ওঃ—সে তো একেবারে সাক্ষাৎ প্রলয়! উত্তরবঙ্গের জলপ্লাবাপ।

যাদব। আমি বিশদিন কেষ্টাকে বলি—ও সব থ্যাটার ম্যাটার দিয়ে আমার কাছে বোস্—তোকে এমন কালোয়াৎ বা ছেড়ে দেবো যে, আর ক'রে খেতে হবে না—

নিশীথ। একেবারে বহরমপুরে বাস—নি-খরচায় কোম্পানীর ভাত।

কৃষ্ণ। কি পাগলামী কোচ্চো ন-দা? দেখছ না—তোমার গান নিশীথ তোমায় ঠাট্টা কচ্ছে?

যাদব। আমায় ঠাট্টা কচ্ছে? না তোর থ্যাটারের বাঁদরামি দে তোকে ঠাট্টা কচ্ছে? জিজ্ঞেস কর্‌না—এই ত সাম্‌নেই দা

নিশীথ। দোহাই—দোহাই—দাদাভাইরা—আমি ঠাট্টা মাট্টা কা' করিনি! আমি স্বরূপ কথাই বল্‌ছি।

কৃষ্ণ। ভারি কালোয়াত হ'য়েছেন। কেবল একটা বড় লাউ কু নিয়ে আর ত'াতে একটা বাঁশ বেঁধে ম্যাও ম্যাও বেড়াল ডাক্‌ছেন—আর যত ছোটলোকদের সঙ্গে গাঁ খচ্ছেন?

যাদব। কি? তুই গ্যাজা বলিস্? গাঁজার নিন্দে করিস্! আ —ঐ জন্যে কবির দলে গান বেরিয়েছে—(বাঁরোয়া সু "ও ভাই নেশার রাজা গাঁজা! এমন মজার নেশা নিন্দে করে, তার মা কেন হয়নি বাঁজা—!" তুই সেই গাঁ নিন্দে কচ্ছিস্! তুই আমার গানের নিন্দে কচ্ছিস্? আমি পইতে ছিড়ে তোকে ব্রহ্মশাপ দিচ্ছি—(

ছিন্নকরণ ) তুই তিন দিনের মধ্যে ডায়বিটিস্ হ'য়ে সভ সভ, খাবি খেয়ে মর্ব্বি—মর্ব্বি—মর্ব্বি—

[ যাদবের প্রস্থান ]

নিশীথ। এঁ্যা—তোমার ন'-দাদা কল্লে কি হে কেষ্ট! ব্রাহ্মণের ছেলে—সত্যি সত্যিই পইতে গাছটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে?

কৃষ্ণ। গাঁজা খেয়ে খেয়ে ওর কি আর মাথার ঠিক আছে? ওর আবার পৈতে? কতদিন গেঞ্জির সঙ্গে পৈতে ধোবার বাড়ী চ'লে গেছে, ওর কিছু হুঁস আছে?

নিশীথ। তা হ'লে ব্রহ্মণ্যদেবকে একেবারে খোপদোস্ত ক'রে দিয়েছে বল?

( ষষ্ঠ পুত্র সুবোধের প্রবেশ )

সুবোধ। এই যে নিশীথ দা! দিলে না আমার উপন্যাসখানা Publish ক'রে? তুমি নতুন দা'র Friend—আমি তোমার ছোট ভাই। কতদিন ধ'রে তোমার কাছে Manuscript খানা ফেলে রেখেছি। এত লোকের বই Publish ক'চ্ছ! দাওনা—দাওনা আমারটা বের ক'রে।

নিশীথ। এই যে তোমার Manuscript খাতাখানি আজ এনেছি। এই নাও—

সুবোধ। প'ড়েছ? প'ড়েছ তাহ'লে? কেমন? বেশ নতুন রকম হয়নি? বল—কি রকম Plotএর Orginality! কি? চুপ ক'রে রইলে যে?

নিশীথ। কি বলবো বল! হাজার হোক্—তুমি কেষ্টোর ছোট ভা
—আমারও ছোট ভাইয়ের সমান!

কৃষ্ণ। তা Friend এর খাতিরে তার ভায়ের না হয় একটা উপকা
কল্লেই! কেন? ও তো বইখানা মন্দ লেখেনি! উপন্যাসে
Ideaটা তো বেশ Grand হ'য়েছে!

নিশীথ। তোমার Acting এর Idea যেমন Grand, এর উপন্যাসে
Ideaটাও তেমনি Grand বই কি! তা অত Grandeu
আমাদের মত Common class লোকের ধাতে সইবে কে
ভাই?

সুবোধ। কোন্‌খান্‌টায় দোষ হয়েছে ব'লে দাও;—না হয় একটু অ
বদল কর্চ্ছি—

নিশীথ। ওর দোষ কোন্‌খান্‌টায় বোলবো বল! মোট কথা—ও
গোড়ায়ই গলদ!

কৃষ্ণ। আমাদের ওপর তোমার ইদানীং জাতক্রোধ হয়েছে—তা যে
আমি বুঝতে পেয়েছি। সবেতেই তুমি আমাদের দোষ ধ
—সে তো দেখতেই পাচ্ছি!

সুবোধ। আমি তো Manuscript যাকে যাকে পড়িয়ে শুনিয়েছি
তারা সবাই সুখ্যাতি ক'রেছে!

নিশীথ। তাহ'লে তাদের কাকেও দিয়ে Publish করিয়ে নাও না
আমাকে মিছে পীড়াপীড়ি ক'চ্ছ কেন দাদা? বাপ্! ঐ কি
গল্পের Plot? এক কুলীন বামুনের ছেলে,—জমিদার বংশ
এম্-এ-বি-এল্ পাশ ক'রে—শেষে প্রেম কল্লেন কিনা—এ

হাড্ডিকা যুবতীর" অর্থাৎ হাড়িনীর সঙ্গে? কেবল জাতেই হাড়িনী নয়, রীতিমত ময়লার বাল্‌তি মাথায় ক'রে জমিদারবাড়ী থেকে প্রত্যহ খেটে বেরিয়ে যায়। এমন অবস্থায় জমিদার-পুত্রের সঙ্গে তার নিত্য দেখা,—পরস্পরে—দৃষ্টি-বিনিময়, পূর্ব্বানুরাগ, দূর থেকে মৃদু হাসি,—নির্জ্জন বাঁশ বাগানে উভয়ের সাক্ষাৎ—প্রেম আলাপন!

তাতে কি হয়েছে? এ রকম কি হয় না? তুমি ক'টা দেখতে চাও?

দেখ্‌তে আমি একটাও চাই না! আর সংসারে যে ব্যাপার-গুলো সত্যিই হয়—সেগুলো কি কাগজে কলমে সবই দেখানো উচিত? তার ওপর ঔপন্যাসিক করেছেন কি তা জান? প্রেম করিয়ে রেহাই দিতেন—তাহ'লেও না হয় বোঝা যেতো। ও বাবা, সেই হাড্ডিকা যুবতীর সঙ্গে শেষে সেই শিক্ষিত যুবকের,—সেই কুলীন ব্রাহ্মণ জমিদার-পুত্রের দস্তুর মতন বিবাহ,—তাকে রীতিমত "বৌ" ক'রে—তাকে ব্রাহ্মণের ঘরের গৃহিণী,—ব্রাহ্মণের কুলবধু—ব্রাহ্মণের অর্দ্ধাঙ্গিনী ক'রে—তাকে নিয়ে অবলীলাক্রমে হিন্দুসমাজের ভিতর বসবাস! উঃ—Horror—Horror! এই বই ছাপলে Publicএ, হিন্দু সমাজে, ভদ্রলোকে,—Authorকে,—Publisherকে--Printerকে মায় Booksellerকে পর্য্যন্ত গোবেড়েন ক'রে ছাড়বে—নয়তো পয়জারপেটা কর্ব্বে!

আর কেন সুবোধ তুই ওর খোসামোদ কচ্ছিস্? ওখানা উপন্যাস না ক'রে, তুই নাটক ক'রে ফেল্। শিগ্‌গীর আমি

একটা Public Theatre খুলছি,—তুই হবি তার Dram
tist! আমি তোর নাটক আমার Theatreএ প্লে ক'ল্লে
দেখ্‌বি কত বেটা Publisher তোর পায়ে ধ'রে বই নি
আসবে।

সুবোধ। থিয়েটার খুল্‌বে? খুল্‌বে নাকি নতুন দা? ওঃ—তাহ'লে আ
আমায় পায় কে? আমার একখানা Historical নাটক লে
আছে—পঞ্চাঙ্ক—বিয়োগান্ত,—"কুতুবুদ্দিনের মগধধ্বংস"
খালি Action,—খালি Action! এই সখীরা—"লেও স
লেও ভর পিয়ালা" বোলে রংমহালে নৃত্যগীতে কলা দেখাচ্ছে,—
অম্নি ঝাঁ করে Transformation scenery হয়ে গেলো!—
আর সেই সব সখীরা এক একটি আস্ত এরোপ্লেন্ হ'য়
আকাশে উঠে—গড়াগ্-গম্—গড়াগ্-গম্ ক'রে হাউইটজা
ছুড়ে—বখতিয়ার খিলিজিকে হত্যা ক'রে—মগধধ্বংসে
প্রতিশোধ নিলে। Sensation—Sensation—full o
thrilling sensation!

নিশীথ। ওঃ কি Dramatic Action? একেবারে সেই Arith
meticএর Compound decimal fraction! এ ঐতি
হাসিক নাটকের উপাদান কোন্ মুল্লুকের ইতিহাস থেকে
সংগ্রহ কল্লে দাদা?

সুবোধ। ইতিহাস কি আবার? নাটক is নাটক! ভূমিকায় লিখে
দেবো "নাটক ইতিহাস নয়!" ব্যস্—তাহ'লেই সাত খু
মাপ!

নিশীথ। যা বলেছ ভাই! কিন্তু তোমাদের কদর তো এ বাংলাদেশে
কেউ বুঝবে না,—তোমরা দু'ভায়ে যদি হনলুলু বা Bladi

vastocএ যেতে পার্ত্তে,—সেখানকার লোকে তোমাদের লুফে নিত!

( কনিষ্ঠ পুত্র ললিতের প্রবেশ )

কৃষ্ণ। এই যে হতভাগা—বাড়ী এলেন! হ্যাঁরে লল্‌তে—কাল সমস্ত রাত কোথায় ছিলি রে?

ললিত। ক্লাবে! (গান) "আমি ঢের সয়েছি আর তো স'ব না"—এক দুই তিন চার পাঁচ × এক দুই তিন চার পাঁচ × এক দুই তিন চার পাঁচ—হাঃ।

( নৃত্যগীত অভ্যাস )

নিশীথ। বলিহারি Patent সব। ইনি আবার রাস্তা চল্‌তে চল্‌তে নাচ-গানের মহলা দিচ্ছেন!

কৃষ্ণ। চালাকী হ'চ্ছে হতভাগা ছেলে? ইস্কুল টিস্কুল ছেড়ে ক্লাবে সমস্ত দিন রাত প'ড়ে প'ড়ে আড্ডা মাচ্ছ? এক ফোঁটা ছেলে—রাত্রে বাড়ী আসনা? stupid!

ললিত। কাল আমাদের full rehearsal ছিল যে! এই শনিবারে Corinthian Stageএ "আলিবাবা" Play। আমার মর্জ্জিনার পার্ট। (গান) "তোমার কুটীল নয়ন ছলের বাঁধন যেচে পর্ব্ব না।" এক দুই তিন, এক দুই তিন।—

সুবোধ। (ললিতের কান ধরিয়া) নতুনদার সঙ্গে ইয়ার্কি রাস্কেল?

ললিত। (উচ্চৈঃস্বরে) অ—মা—অ—মা—এই রাঙাদা আমাকে মেরে ফেল্‌লে, নতুনদা আমাকে বাপান্ত কর্চ্ছে—এরা সবাই মিলে আমাকে মেরে খুন কল্লে গো! (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

( বড়গিন্নীর প্রবেশ )

ব-গি। কিরে খোকা—কি হয়েছে? হ্যারে সুবে—কেন ওকে মার্ছিস্?

ললিত। দেখ না মা—আমাকে দুজনে শুধু শুধু এমন চড়—ঘুষো—লাথি—কিল মেরেছে—এখনি আমার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতো—তা ব'লে দিচ্ছি।

ব-গি। তুই ভাত খাবি চ'। কাল রাত্রে কোথা ছিলি খোকা?

ললিত। ক্লাবে শুয়েছিলুম মা! রাস্তায় যে ডাকাতের ভয়, তাই ম্যানেজার মশাই বল্লে—আজ রাত্রে বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। "এসে হেসে কাছে ব'সে—সোহাগ বাঁধন বেঁধেছে সে।"

[ নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

ব-গি। ( হাসিয়া ) হতভাগা কোথাকার! এই যে বাবা নিশীথ—এখানে এত বেলা পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে যে?

নিশীথ। তোমার ছেলেদের রকম সকম দেখছি মা।

কৃষ্ণ। মার আদরেই ল'লতে ছোঁড়া একেবারে উচ্ছন্নে গেল—বুঝলে নিশীথ?

সুবোধ। নিজে শাসন কর্ব্বে না—আমাদেরও শাসন কর্ত্তে দেবে না। দু'দিন আমার হাতে দেয়—তো—আমি বিতিয়ে বিতিয়ে ওকে চিট্ ক'রে দিই!

ব-গি। কোলের ছেলের—একটু আধটু আবদার, চোককান বুঁজে মাকে সইতেই হয়। আর কি জান বাবা নিশীথ, বরাৎ ছাড়া

তো পথ নেই! সাতটা ছেলের ছটাই যদি মানুষ না হ'ল তো ছোটটা মানুষ হয়ে সংসারের দুঃখ ঘোচাবে—এ আশা কি কর্ত্তে পারি?

কৃষ্ণ। আমরা কি সব ওর মত বয়ে গেছি নাকি?

নিশীথ। নাঃ—তোমাদের ক'জন ক'টী রত্ন—উজ্জ্বল পোকরাজ বিশেষ।

ব-গি। এত করে বল্‌ছি বাবা নিশীথ—অনেক জায়গায় তুই যাস্—অনেক লোকজনের সঙ্গে তোর আলাপ পরিচয় আছে,—দে না বাবা,—আমার কেষ্ট সুবোধ এক একটী চাকরি করে। যেমন তেমন চাক্‌রি—১৫৲, ২০৲টাকা যা পায়—তাইতেই সংসারের লাভ—

কেষ্ট-সুবোধ। (সরোষে) মা—আ—আ—

নিশীথ। (সভয়ে) ওরে বাবা—দু'ভাই—একসঙ্গে এমন ধনুষ্টঙ্কার দিয়ে উঠল কেন?

ব-গি। বুঝলি বাবা নিশীথ—সংসারে দু'বেলা ভাত, তাও বুঝি জোটে না! বাড়ীখানি ঠাকুরপোর কাছে বাঁধা,—সেও সুদে আসলে অনেক টাকা হ'য়ে উঠেছে,—এক পয়সা সুদও দেওয়া হয় না—আসল তো চুলোয় যাক্! তোকে ব্যগ্রতা করি,—দে বাবা দু'ভায়ের—নিদেন কেষ্টার একটা চাক্‌রি বাক্‌রি ক'রে দে, নিদেন তোর খবরের কাগজের ছাপাখানায়—

কেষ্ট ও সুবোধ। মা—আ—আ। আবার?

ব-গি। আ। আ মরণ হতভাগা ছেলেরা! চেঁচাচ্ছে দেখ না! কি বল্‌ছিস্ কি?

নিশীথ। দুই ভায়ে পরশুরাম-ভাবাপন্ন হয়েছেন।

কৃষ্ণ। আমি ডাভটন কলেজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা, মাষ্টার কেষ্টপা মুখার্জ্জি বি-এ ফেইল্—আমি বাংলাদেশের সাক্ষাৎ গ্যারিক—সার বীরভূমন্ত্রী—মার্টিন লুথার,—দুদিন পরে নতুন Heavenly Theatre লিমিটেডের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা মান্ধাতা হব,—আমায় বল কি না—১৫।২০ টাকার চাকরী কর্ত্তে? তাও ছাপাখানায়? ওঃ—এস তবে বন্যা তোমার সংশ্রমুখে ভীম ভৈরব গর্জ্জন কর্ত্তে কর্ত্তে,—এস তবে ভূমিকম্প তোমার সর্ব্ব-বিনাশন প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ ক'রে,—এস তবে ঝঞ্ঝা তোমার প্রবল পক্ষ বিস্তার ক'রে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে অণু-পরমাণুতে পরিণত ক'রে দিতে।"

ব-গি। চল্—চল্—বেলা হ'ল—ভাত খাবি চল্। দুপুর রোদে যাত্রার সঙ দিতে বোস্‌লো—

সুবোধ। তোমার একটু আক্কেল হল না মা—তুমি আমাদের মত উপযুক্ত ছেলেদের এত বড় কথাটা বল্লে—আমরা ১৫।২০্ টাকা মাইনের চাকরী কর্ব্ব? অসহ্য—অসহ্য—

ব-গি। তা চাকরী বাকরী তোরা যদি না কর্ব্বি—তা হলে এ সংসার চলবে কি করে? তোরা প্রত্যেকে ২০ টা করে টাকা যদি এনে দিতে পারিস্ তা হলে প্রায় মাসে দেড়শো টাকা হয়। সংসারের কতটা সাশ্রয় হয় বল্ দিকি!

কৃষ্ণ। বেশ, চাকরী কর্ত্তে বলছ তো—চাকরী কর্ত্তে পারি,—দাও,—একটা নিদেন ৫০০্ পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরী করে দাও—

সুবোধ। নিশ্চয়ই! তার কম ভদ্রলোকের ছেলের চাকরী করাই উচিত

নয়। পাঁচশো টাকা থেকে আরম্ভ হবে—বছর বছর পঞ্চাশ টাকা ক'রে মাইনে বাড়বে—
রোজ কোট প্যাণ্ট পরে মোটরে চেপে বেলা বারোটার সময় অফিসে যাবো, চারটের সময় বাড়ী আস্‌বো—

বোধ। সঙ্গে দু'টো ক'রে আরদালী থাক্‌বে—

( পদ্মরাণীর প্রবেশ )

। সে রকম লেখাপড়া শেখনি কেন তোমরা,—তা হ'লে তো আমার সইএর বড় দাদার মতন ম্যাজিষ্ট্রেটও হতে পার্ত্তে!

। সুবে! চল্ এখান থেকে স'রে পড়ি, এরা দেখছি দলে পুরু হ'য়েছে।

বোধ। মেয়েদের আমি ভয় করি না নতুনদা—এক রত্তি পদীর কথার জবাব কি আর আমি দিতে পারি না? খুব পারি!—তবে কি জান;—নিশীথদা র'য়েছে, ওঁর এক পয়সার কাগজে আবার আমাদের ঘরের কথাটা লিখে বাজারে প্রচার কর্ব্বে! সেই যা ভয়! মা! চল—ভাত দেবে, বেলা ১১টা বাজে! পদী! যাঃ—ঠাঁই করগে যা—

। এক পয়সায় একতাড়া কাগজের Editor,—কথা খুব জানে —হ্যাঁ—চল্ সুবে, খেয়ে দেয়ে তোকে নাটক লেখবার ধরণটা বাৎলে দেবো—

সুবোধ। আহা নতুনদা'—তুমি চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক—

[ সুবোধ ও কৃষ্ণের প্রস্থান ]

ব-গি। এত বেলায় খাওয়া দাওয়া হ'য়েছে নিশীথ ?

নিশীথ। আমি মা ঠিক দশটার সময় খাওয়া শেষ করি! ছাপাখা যাচ্ছিলুম—কথা কইতে কইতে কেষ্টোর সঙ্গে তোমা বাড়ীতে ঢুকে পড়লুম! পদ্ম! আমার "বাসুদেব" কাগজ সপ্তাহে সপ্তাহে পাচ্ছ ?

পদ্ম। এক আধখানা মাঝে মাঝে পাই।

নিশীথ। কেন? আমি তো পিয়নের হাতে প্রতি সপ্তাহে পাঠাই।

ব-গি। যে সব গুণধর ভাই ওর,—কোন বই কি কাগজ এ বাড়ী এলে—তারা কি ওকে পড়তে দেয়? নিজেরা নিয়ে— কোথায় ফেলে—নষ্ট করে—

নিশীথ। আচ্ছা—এবার থেকে আমি নিজে তোমাকে দিয়ে যাব। মা—পদ্মর বিয়ের কিছু ঠিক হ'লো ?

[ পদ্মরাণীর প্রস্থান

ব-গি। ঠিক কোথা থেকে হবে বাবা? টাকা না হ'লে তো ঠিক হ'য়ে কোনও ফল নেই! এদিকে মেয়ে তো পনেরো পেরিয়ে ষো পা দিয়েছে!

নিশীথ! এমন সুন্দরী—এমন রূপে গুণে মেয়ে, এর বিয়ে দিতে হ'লে টাকা চাই? উঃ—এ বাঙ্গালী সমাজের কি দুর্গতি হ'ল ?

ব-গি। এত কাগজ লিখছিস্—বই লিখছিস্—এই মেয়ের বিয়ে যাতে টাকা না লাগে, সে বিষয় একটা কিছু লিখে টিখে উপা কর্ত্তে পারিস্ না বাবা ?

শিব। এ সম্বন্ধে কত বড় বড় লোক কত বই লিখলেন—কত মিটিং কল্লেন্—কত লেকচার দিলেন, কই—কিছুইতো হোলোনা মা! আর আমার বিশ্বাস, এর কোন উপায় হবেও না!

গি। কেন ?

শিব। কি করে হবে বলুন? ধরুন, বড়লোক--কিম্বা অবস্থাপন্ন লোক,—যাঁদের টাকা দেবার সামর্থ আছে, তাঁরা কি তাঁদের মেয়ের বিয়ের সময় মেয়েজামাইকে কিছু না দিয়ে অম্‌নি কুলী শাঁখা ধান দুর্ব্বো দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন? মা,—বাঙালীর দুঃখের স্থষ্টিকর্ত্তা বাঙ্গালী নিজে।

( কিরণের প্রবেশ )

কিরণ। এই যে জ্যাঠাইমা—এইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ—

গি। এস—এস বাবা—এস—বাড়ীর ভেতর চল—রোদে কেন বাবা?

কিরণ। নাঃ—তোমাদের বাড়ীর ভেতরটায় ভারি ড্রেনের দুর্গন্ধ! সাত জন্মেতো ধাঙড় দিয়ে সাফ্‌ করাও না! সে দিন কেষ্টোকে ডাক্‌তে এসে একবার বাড়ীর ভেতোর ঢুকে—আমার গা বমি বমি সমস্ত দিনেও যায়নি।

শিব। তা আজকে এক শিশি Nux vomica সঙ্গে আন্‌লে না কেন,—নিদেন বাড়ীর দু'জন চাকরকে বল্লে হ'ত, তারা গোবর ছড়া দেওয়ার মতন, তোমার সাম্‌নে পেছনে'এসেন্স ছড়া দিতে দিতে আস্‌তো!

কিরণ। আজ কাল মস্ত লেখক হ'য়েছ কিনা, তাই খুব লম্বা লম্বা কথা কইতে শিখেছ!

নিশীথ। লম্বা কথা আমি কইনি দাদা, লম্বাচওড়া, মোটাসোটা কথা কইছ তুমি;—কার সামনে?—না, আপন জ্যাঠাইমা,—তাঁর সাম্‌নে।

কিরণ। তুমি বি-এ পাশ কর্ত্তে পার, বিলেতফেৎ নামজাদা ব্যারিষ্টারের ছেলে হ'তে পার, মস্ত বড় Publisher হ'তে পার,—কিন্তু তোমার এটা জানা উচিৎ যে আমিও সুখদাস মুখুয্যের ছেলে, দস্তুরমত ক'লকেতার একজন Multi-millionaire-এর ছেলে। আমি তোমার কথার কোনও ধার ধারি না,—অথবা তোমার কাছে কোন Favourএর প্রত্যাশী নই যে, তুমি আমাকে লম্বা লম্বা কথা শোনাবে!

নিশীথ। Vice versa দাদা! আমিও তোমার কিছু ধার ধারিনা, অথবা তোমার দেশপূজ্য স্বনামধন্য সুদি কারবারি পিতার কাছে কিছু ভিক্ষার প্রত্যাশী নই যে, তুমি চোখের সামনে অন্যায় করে যাবে—আমি তোমার মোসায়েবী ক'রে তার তারিফ্ করে থাক্‌বো!

ব-গি। চুপ কর্ বাবা নিশীথ—চুপ কর্! কিরণ আমার ছেলেমানুষ, অতি শান্ত ছেলে,—ওর মনে কোনও খলকপট নেই! ওর জ্যাঠাইমা অন্ত প্রাণ,—ওর জাটতুতো ভেয়েদের প্রাণের চেয়ে ভালবাসে—

নিশীথ। তা বিলক্ষণই জানি!

কিরণ। জ্যাঠাইমা! মা তোমাকে আজ দুপুরবেলা আমাদের বাড়ীতে যেতে বলেছে। একখানা পাল্কী ক'রে যেও,—মা ভাড়া দেবে।

এখন! দু'খানা মোটরই আজ engaged! বাবার ... সাহেব বন্ধু চেয়েছেন বুঝি! আর ... গাড়ীজুড়ী ক'খানা—

...থ। আর একটা কথা তবে কই—কিছু মনে কোরো না ... অলঙ্কারবিহীনা ছিন্নমলিনবসনা—দুঃখিনী মা আমার তোমাদের জুড়ী মোটর চড়বার জন্যেতো আবদার ধরেন নি—সেটার জন্যে অতটা মিছে কথা কইবার দরকার কি?

...। মিছে কথা কি রকম?

...থ। না হয় সত্যি কথাই হোলো! পাল্কী ক'রে ওঁকে যেতে বলেছ,—তাই যাবেন এখন! গরীবের মেয়ে—গরীবের ... একদিন তোমাদের মোটর জুড়ী চাপলে যে ... যাবেন।

...গী। না বাবা—আমি পাল্কী ক'রেই যাব এখন। সে কি কথা— ছোট বৌ ডেকেছেন,—যাব না? তোমরাই তো আমাদের আশা ভরসা—সমস্ত!

...থ। ওঃ—আজ তাহ'লে মা—তোমার ছেলেদের দশ বছর ক'রে পরমায়ু বেড়ে যাবে।

...গি। তুই থাম্ নিশীথ! কেন রে—আমার ঠাকুরপো কি আমার ছেলেদের খাওয়ান না কখনো?

...থ। ইতিহাসেও কখনো শোনা যায়নি!

...রণ। জ্যাঠাইমা—আমার অনেক কাজ,—বাজে লোকের বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই। (রিষ্টওয়াচ দেখিয়া) উঃ—

বেলা ১২টা বাজে,—এখুনি আমাকে হোয়াইটওয়ে। ওখানে যেতে হবে,—সেখান থেকে French Motor কোম্পানীতে যেতে হবে!

ব-গি। হঠাৎ ছোট বৌ আমাদের নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালেন কেন কিরণ?

কিরণ। মার মামা—সেই যে শেতলপুরের জমিদার—আমার বে ঠাকুর্দ্দা আছেন,—তিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। কতক হল তাঁর বৌ মারা গেছে কিনা, তিনি আবার বি কর্ত্তে কল্‌কাতায় আমাদের বাড়ীতে এসে রয়েছেন!

ব-গি। তা ছোট বৌ কি তাঁর মামার সঙ্গে পদ্মর বিয়ে দিতে বলে তাঁর তো অনেক বয়েস হয়েছে!

কিরণ। কি আর এমন বয়েস? আর যদিও বা ৫০।৫২ বছর বয়স থাকে, দেখতে যেন ৩০ বছরের ছোক্‌রাটী! লোচন ঠাকু কি রকম ইয়ার লোক! কত পয়সা, কত বড় জমিদারী, বড় ফুর্তিবাজ আমুদে লোক। কল্‌কেতায় হেন বড়লো নেই যে লোচন ঠাকুর্দ্দাকে চেনে না! অমন জামাই হ তোমাদের দুঃখ ঘুচে যাবে। এই আজকের যে মস্ত খাও দাওয়া হচ্ছে আমাদের বাড়ীতে,—এও লোচন ঠাকুর্দ্দার খরচ

নিশীথ। সে আমি গোড়াতেই বুঝতে পেরেছি!

কিরণ। আজ যখন যাবে,—পদ্মকে একটু সাবান টাবান মাখিয়ে একখানা ফরসা কাপড় পরিয়ে—একটা সেমিজ গায়ে দিয়ে —একটু বাইজি ঢংএ চুল এলো করিয়ে—

। সেটাতো এ গরীবের বাড়ীতে সুবিধে হবে না! তার চেয়ে এক কাজ কোরো! পদ্মরাণী তোমাদের বাড়ীতে গেলে—তাকে ধ'রে—তোমার স্ত্রীর গায়ে আচ্ছা ক'রে তার গা ঘসে দিও!

। তুই চুপ্ কর্ বাবা নিশীথ—আমার কিরণের সাদা প্রাণ,—ও ঠাট্টা বোঝে না।

( সিধু, মাধব, যাদব, সুবোধ, কৃষ্ণ ও ললিতের প্রবেশ )

নাঃ—বাড়ীতে খেয়ে আর সুখ নেই! এই যে কিরণ দাদাবাবু—

। এস—এস—দাদাবাবু এস—কি ভাগ্যি!

। কিরে? সবাই খেতে খেতে উঠে এলি নাকি?

। কি ছাই রান্নাই রেঁধেছ—

। ঐ পদী ছুঁড়ীটা কি কোন কর্ম্মের? পরিবেশনও কর্ত্তে পারেনা।

। একখানা মাছও বেশী করে দেয় না—

। তোরা যে আমাকে না ডেকে খেতে বসবি তা কি ক'রে জানব?

াধ। তুমি পরিবেশন কল্লেতো মোটেই খেতে পাওয়া যেতোনা! এ তবু ধম্‌কে ধাম্‌কে পদীর কাছ থেকে—মাছটা—তরকারীটা আদায় করেছি!

। এই আমার মাথা খেয়েছে! ও বেলাকার মাছ তরকারী—সব ধরে দিয়েছে বুঝি—

। ( হাসতে হাসতে ) না দিলে কি আর রক্ষা ছিল? সব্বাই মিলে এঁটোহাতে হেঁসেল ছুয়ে দেবোনা? তাই ভালোয় ভালোয় যে যত চাইলে সব ধরে দিয়েছে—

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কি মনে ক'রে দাদাবাবু ?

কিরণ। ও বেলা আমাদের বাড়ীতে লোচন ঠাকুদ্দা তোমাদের মস্ত দিচ্ছেন,—সব যেও !

সকলে। Hip—Hip—Hurrah—ভারি মজা—ভারি মজা !

সিধু। আজ একেবারে কব্জি ডুবিয়ে মাংস—হুঁ—হুঁ বাবা—

নিশীথ। মিটুলিব চচ্চড়ী তার সঙ্গে ! হাজার হোক—বুড়ো বাঁদ গলায় মুক্তোর হার পড়বে,—সেই ব্যবস্থা হচ্চে কিনা ? বুড়ো হয়তো নিজের গোমাংস কেটে সবাইকে সিক্ কা খাওয়াবে।

[ নিশীথের প্রস্থা

কৃষ্ণ। কি ? কি ? বুড়ো বাঁদর বল্লে কা'কে ? ভারি আস্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি। লোচন ঠাকুর্দ্দাকে বুড়ো বাঁদর বল্লে ? এত কথা ?

সিধু। দেবো নাকি একটা ঠুস্‌সা ?

কিরণ। তোমার ঐ দারোয়ানের মত হোঁৎকা চেহারাই সার সিধু ও লোকটাকে তোমাদের বাড়ীতে আস্‌তে দাও কেন ?

সিধু। আর কভি নেহি দেঙ্গা !

কিরণ। জ্যাঠাইমা—এই তোমার ছেলেদের জিজ্ঞাস কর !—হ্যাঁ জ সিধ্‌দা—তোমরা সবাই সত্যি ক'রে বল, লোচন ঠাকুর্দ্দা কে লোক !

সিধু। চমৎকার—চমৎকার !

কিরণ। তার সঙ্গে পদ্মর যদি বিয়ে হয়,—বেশ হয় না ?

[?]। একেবারে রামসীতে—রাধাকৃষ্ণের মিলন!

কিরণ। কি রকম বড়মানুষ লোক সে?

[?]। একেবারে ইন্দির নারাণ। বেড়ালের বিয়ে দেয়!

[?]গি। এখন আর এখানে গোলমাল ক'রে দরকার কি বাবা! এক কথায় তো আর বিয়ে হয় না! ছোট বৌয়ের সঙ্গে পরামর্শ করি,—কর্ত্তা কি বলেন শুনি! কিরণ! তাহ'লে তুই একটু মিষ্টিমুখ কর্ব্বিনা?

কিরণ। মাঃ—আমি এই ভাত খেয়ে বেরুচ্ছি!

কৃষ্ণ। নিদেন একটা পান—একটা সিগারেট!

কিরণ। নাঃ! পান আমি খাই না। একটিন সিগারেট সঙ্গে আছে—

সকলে। একটা আমায়—একটা আমায়—

[ বলিতে বলিতে কিরণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের হ্যাংলার ন্যায় প্রস্থানোদ্যোগ—এমন সময় ঝড়ের মত পদ্মরাণীর প্রবেশ ]

পদ্ম। মেজদা!

[ ভাইদের হ্যাংলাবৃত্তি পদ্মর আত্মসম্মানে তীব্রভাবে ঘা দিয়াছিল,—সে সহ্য করিতে না পরিয়া বাধা দিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। পদ্মর সেই মর্ম্মভাঙ্গা অভিমানমিশ্রিত তীব্র ভৎ্সনার সুর উপেক্ষা করিয়া ভায়েরা কিরণের খোসামোদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ]

পদ্ম। (হতাশভাবে মায়ের দিকে ফিরিয়া) মা! তুমি ওদের অমন হ্যাংলার মত পরের কাছে হাত পাত্‌তে বারণ করনা মা!

(পদ্ম কাঁদিয়া ফেলিল। বড় গিন্নী পদ্মরাণীকে বুকে টানিয়া লইলেন। পদ্ম ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।)

ব-গি। কেঁদে আর কি হবে মা! ওরা কি আমার কথার বশ? নে চুপ্ কর্ মা! (চক্ষু মুছাইয়া দিল)
আয়, আমার সঙ্গে আয়! পাগলী মেয়ে! সংসারে কত সইতে হয়—এই টুকুতেই এত অধীর হ'লে চ'লবে কেন?

(ভিখারিণীর প্রবেশ।)

ভিখা। কাঁদ্‌ছে কাঁদুক্—আহা—কাঁদুক্ মা কাঁদুক্! এই বেলা থেকে কান্নাটা অভ্যাস ক'রে নিক্। কাঙালী বাঙালীর ঘরে যখন জন্মেছে,—তখন তো কান্নায় ওর জন্মগত অধিকার।

গীত

(এমন) কাঙালী করিয়ে, বাঙালীর,
সৃজিলে বিধি এ—কি বিধি তোমার?
(কেবল) পরমুখ চায়, পরপানে ধায়,
পরকৃপা ভাবে জীবনের সার॥

সাধ পরপদ করিতে লেহন,

পরদাস হ'তে সদা আকিঞ্চন ;

তুচ্ছ আশায় দেয় বিসর্জ্জন

গর্ব্ব-মান-মর্য্যাদা-ভার ॥

—:*:—

## দ্বিতীয় অঙ্ক            প্রথম দৃশ্য

সুখদাস মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান। লবঙ্গলতা একখানি ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় 'নভেল' পড়িতেছিলেন।

( তেলি-বৌয়ের প্রবেশ )

তেলি-বৌ। বৌদি!

লবঙ্গ। ( নীরবে পাঠ )।

তে-বৌ! বৌদি কি ঘুমুলে নাকি গা? না--ঐতো জেগে রয়েছেন। বৌদি! আমার ওপোর কি রাগ করেছ? আমি তোমা কি ক'রেছি ভাই?

লবঙ্গ। ( হঠাৎ বই দেখিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল ) "তুমি আমার কি ক'রেছ? কেন তুমি তোমার ঐ মোহনমূর্ত্তি নিয়ে আবা আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছিলে? আমার ফুটোনোন্মুখ যৌবন কালে ও রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সাম্‌নে জ্বেলেছিলে? উঃ—কি চমৎকার, কি প্রেম! একেই বলে প্রেমের উচ্ছ্বাস—

তে-বৌ। কি উচ্ছের কথা ব'লছ বৌদি?

দে। এঁ্যা—কে? কে? তেলি বৌ? তুমি? তুমি? এখানে? আমার বাগানে? আমার কাছে? যাও—দূর হও—দূর হও! ছি—ছি—ছি—আমার প্রাণের সমস্ত Feelingsটা Murder —Murder—হত্যা—হত্যা—হত্যা ক'রে দিলে?

তে-বৌ। ওমা—কোথায় আবার হত্যে দিনু গো বৌদি! একি বাবা তারকনাথের মন্দির যে এক পাশে পড়ে হত্যে দোবো?

রঙ্গ। Shut up—Shut up! যাও তুমি এখান থেকে! তোমার যেমন বদ্ চেহারা, তেমনি কদর্য্য কথা—তেমনি dirty পোষাক! তুমি গরীব,—তোমার গায়ে গরীবের দুর্গন্ধ,—পচা শাকের দুর্গন্ধের মতন! আমার বমি আসছে—বমি আসছে। Essence—Essenca—কই—কই—( এক শিশি এসেন্স ঢালিয়া সমস্ত অঙ্গে লেপন )।

তে-বৌ। ( স্বগত ) তাইতো—গোটাকতক টাকা ভুলিয়ে নেবার মতলবে এলুম, ছুঁড়ী যে গোড়া থেকেই দূর দূর ক'ত্তে আরম্ভ কল্লে গো?

রঙ্গ। এই তেলি বৌ—Get out—Get out! যাও বলছি—যাও—যাও।

তে-বৌ। যাব বই কি বৌদিদি! তুমি হ'লে রাজরাণী—রাজার বৌ—রাজার মেয়ে! চেহারায় রাজরাণী—কথায় রাজরাণী—চাল-চলনে রাজরাণী! তা বৌদিদি—আমি কি এখানে আসতে সাহস করেছিলুম? দিনরাত ওই রাজরাণীকে দেখতে ইচ্ছা করে কিনা,—তাই লোভ সামলাতে পারিনা, ভুলে এসে পড়েছিনু! উঁকি মেরেই তোমাকে দেখে যাচ্ছিনু বৌদিদি,—জানি, তুমি নোংরা ময়লা কাপোড়চোপড় দেখতে পারনা! তা ভাবলাম

আজ ধোপার বাড়ী থেকে কাপড় এসেছে—একটু ফরসা তে আছে,—একটু নেবুর তেলও মেখেছিনু,—সেই ভরসায় একবার দূর থেকে রাজরাণীকে দেখতে এয়েছিনু! তা বৌদি—পেন্নাম হই! দূর থেকে একটু পায়ের ধূলো ছুঁড়ে দাও,—আমি এইখান থেকে চেটে নিয়ে ধন্য হই!

লবঙ্গ। আচ্ছা—যেওনা—ঐখানে বোসো! আমি হঠাৎ চটে গিছলুম কেন তা জান?

তে-বৌ। তা জানি বইকি বৌদি। বড়মানুষরা গরীব দেখলে চট্‌বে না?

লবঙ্গ। তা চটে। তবে আমি আরও চটেছি এই জন্যে, আমি তন্ময় হ'য়ে বই পড়ছিলুম প্রাণে একটা ভাবের প্রবল বন্যা ছুটছিল, সুখের সপ্তম স্বর্গে উঠছিলুম, এমন সময় চোখ চেয়ে দেখি—একটা Cadaverous, বিশ্রী, বিকট তেলি বৌ।

তে-বৌ। ( নিজের গালে মুখে চাপড়াতে ২ ) মুয়ে আগুণ, মুয়ে আগুণ এমন চেহারা নিয়ে মরিনি কেন? মরিনি কেন? এই চেহারায় রাজরাণীর কাছে দাঁড়াই কি ক'রে? মুয়ে আগুণ—মুয়ে আগুণ। লজ্জাও করে না? তা ভেব না বৌদি। এবার থেকে আর এ মুখ তোমাকে দেখাবো না। এইবার যখন আস্‌বো,—তোমার দিকে পিছন ক'রে দাঁড়াব,—পেছন ফিরে তোমার সঙ্গে কথা কইব,—হাস্‌বো—গল্প কর্ব্ব—তোমার রূপের ব্যাখ্যানা কর্ব্ব। ( পশ্চাৎ ফিরিয়া দণ্ডায়মান )

লবঙ্গ। নাঃ—ও সব ছেলেমানুষী কর্ত্তে হবে না। আমার কাছে যখন আস্‌বে—একটু পরিষ্কার ঝরিস্কার হয়ে আসবে। ফরসা কাপড়

পোরে আস্‌বে! গায়ে সাবান মেখে আস্‌বে,—নার্কেল তেল মাখলে—খবরদার—আমার ত্রিসীমানায় এসোনা। অই নাও রয়েল রোজের শিশিটা থেকে একটু এসেন্স ঢেলে মেখে তবে আমার কাছে এসে বোসো।

[ছো]ট-বো। এই নিই দিদি (শিশি লইয়া) কতটুকুই বা আছে? এক বোতল না হ'লে আমার সানে না। মাথার ভেতোর কেবল আগুণ জ্বলছে। (সমস্তটা মাথায় ঢালিয়া) গঙ্গা—গঙ্গা। ওমা—কতটুকুন গো।

[ভু]বঙ্গ। দূর ন্যাকা মাগী। দামী এসেন্স,—ওকি গোলাপ জলের মত মাথায় ঢালে? একটুখানি গায়ের কাপড়ে ছিটিয়ে দিতে হয়। মিছি মিছি অতটা এসেন্স আমার নষ্ট কল্লি। ঐ এক শিশি এসেন্সের দাম ছত্রিশ টাকা—

[ছো]ট-বো। তোমার অভাব কি গা? তুমি হ'লে রাজরাণী। এই যে কল্‌-কাতার সহরে, কত বড়লোকের বাড়ী আমি যাই আসি,—সবা[ই] বলে, মুখুয্যেদের বৌয়ের মত রূপ কারুর নেই। যে যখন কাপ[ড়] পছন্দ করে কিন্‌তে দেবে,—বলে যে ঐ মুখুয্যেদের বৌয়ে[র] কাপড়ের মতন কাপড় নিয়ে এসো। যে গন্ধক কিন্‌তে দেবে—বলে যে "মুখুয্যেদের বৌ যে গন্ধক মাখে—সেই গন্ধক কিনে ন[া] আন্‌লে মাখবো না।" তা—তোমার রূপগুণের কি তুল্যি মুলি আছে বৌদি? এই দেখনা কেন,—গোটা দশেক টাকার আ[মা]র বিশেষ দরকার হয়েছিল। তা—পাড়ার এত বড়লো[ক] থাকৃতে—তোমার কাছে ছুটে এলুম কেন? আমি মুখ ফু[টে]

দু-দশটা টাকা চাইলে,—কেউ ভুলেও "না" বলতে পারে না
কিন্তু যার তার কাছে চাইতে আমার মন ওঠে না। ভাবলুম যা
আমার রাজরাণী বৌদির কাছে হাত পাতিগে,—তাতে বা
আমার গৌরব আছে।

লবঙ্গ। ধার চাই ?

তে-বৌ। ধার বই কি বৌদিদি ? মল্লিক্‌দের বাড়ীর খুকী দিদিমণি যদি
অম্নি দিতে আসে,—তা—আমি অম্নি নেবো কেন গা ? পোড়া
কপাল। আমি কি তেম্নি তেলির মেয়ে ? আজ হোক্—কাল
হোক্—দু-দশদিন পরে হোক্—ওর টাকা—ওর গায়ের ওপর
ফেলে দেবো বই কি। যদিও খুকী দিদিমণি চায়না বটে তবু
আমি অম্নি নেবো কেন ?

লবঙ্গ। এই নাও—এ টাকা তোমার দাদাবাবুর। একটু শিগ্‌গির
দিও।

তে-বৌ। দাদাবাবুর টাকা ? তবে থাক্ বৌদি ? আমি বেটাছেলের
কাছ থেকে টাকা ধার নিই না। দাদাবাবু জানতে পাল্লে—হয়
তো রাগ কর্ব্বেন।

লবঙ্গ। না—না—আমারই টাকা,—তোমার দাদাবাবু দিয়েছে বটে।
তা—নিয়ে যাও তুমি। আমি তোমাকে দিইছি—এ কথা বল্‌বো
কেন ?

তে-বৌ। আমি সুদের টাকা পেলেই চুপি চুপি তোমাকে দিয়ে যাব,
বৌদিদি। বেলা গেল, আজ তাহ'লে আসি। গড় করি বৌদি।

[ তেলি বৌয়ের প্রস্থান ]

[illegible] গরীব—তার ওপর খেসোমোদ করে—টাকা দশটা অম্নি দিলেই হোতো, বেশ চাল দেখানো হ'ত—পাঁচ জায়গায় আমার আরও সুখ্যাতি কর্ত্ত। যাক্—এবার যেদিন আস্‌বে—ব'ল্‌লো—তুমি গরীব মানুষ,—ও টাকা তোমায় দান কল্লুম।

কিরণের প্রবেশ

[illegible]রণ। কার জন্য আজ দানছত্র খুলেছ গো ?

[illegible]জ। সে খবরে তোমার কাজ কি ?

[illegible]রণ। বলি—আমায় কিছু দান করনা।

[illegible]। ইস্। রস্ যে গা বয়ে পড়ছে। অত রসিকতা আমি সইতে পারিনা।

[illegible]রণ। তাতো বটেই। খালি প্রজাপতির মত পাখ্‌না নেড়ে বেড়াতে পার।

[illegible]জ। খবরদার বল্‌ছি—মুখ সাম্‌লে কথা কও।

কিরণ। এই হাস্যরসের অবতারণা হ'তে হ'তে অম্নি রৌদ্ররসের সূত্রপাত, বলি—হঠাৎ চটে উঠলে কেন ?

[illegible]জ। চট্‌বার কারণ হ'লেই লোকে চটে। আমার সঙ্গে ঠাট্টা—ইয়ারকি ?

কিরণ। তা—স্ত্রীর সঙ্গে ঠাট্টা কল্লেই বা—তাতে আর কি মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়ে গেল ?

[illegible]বঙ্গ। আমি ও ভালবাসি না। ও সব ইতরামি অন্যজায়গায় করগে—আমার কাছে সমিহ ক'রে চল্‌তে হবে। এ তোমার গরীব

গেরোস্তো ঘরের ভাতরাঁধা—বাসনমাজা—ঘরঝাট দেওয়া
পাওনি। আমাকে সম্মান ক'রে কথা কইতে হবে,—আ
মান রেখে আমার সঙ্গে ঘর কর্ত্তে হবে।

কিরণ। কি রকমটা শুনি? মাগকে কি পিশেমশাই—না—মা
মশাই মনে কর্ত্তে হবে।

লবঙ্গ। খবরদার তুমি আমার ত্রিসীমানায় এসো না বলে দিচ্ছি। যা
তোমার রসিকতা ইয়ার্কি পছন্দ করে,—তাদের সঙ্গে ঐ র
করগে। আমি তোমার মত মূর্খ--অসভ্য স্বামীকে ঘৃণা করি

[ লবঙ্গের প্রস্থান

কিরণ। ছোটলোকের ঘরের মেয়ে আর কত ভদ্র হবে। বাপ জেট
সরকারী ক'র্ত্তা, ভায়েরা কেউ টীন্ মিস্ত্রি—কেউ স্যাক্রা
দোকানে তামাক সাজে—তার উপর বাপের বাড়ী হ'ল অ
পাড়াগাঁয়ে;—গরুর গাড়ী ছাড়া অন্য গাড়ী কখনও চো
দেখেনি। চালাঘরে বাস ক'র্ত্তো,—বরাৎ জোরে রাজঐশ্বর্য্যে
মধ্যে এসে পড়ে একেবারে ধরাকে সরা দেখছেন। পানপান
মুখখানা আর চক্‌চকে রং দেখে বাবা বংশও দেখলেন না,—
ঘরও দেখলেন না,—একটা হাঘরের মেয়ে এনে আমার গলায়
গেঁথে দিলেন। পুরুষের অধঃপতনের জন্যে সে নিজে যতটা
দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী—তার স্ত্রী।

( নেপথ্যে রামলোচন ) কিরণ। ও কিরণ।

কিরণ। এই যে ঠাকুরদা। যাই।

[ প্রস্থান ]

( রামলোচন ও কিরণের পুনঃপ্রবেশ )

কিরণ। না বুঝে ভারি অন্যায় ক'রে ফেলেছি তো ঠাকুরদা,—তা হ'লে—

রাম। যা হবার তা হ'য়ে গেছে ভায়া! দু'টো টাকা দিয়েছ তো? ব্যস্, তাতেই সাত খুন মাপ! হাজার হোক্—বড়লোক তো একদিন ছিল—

কিরণ। তা আমি কি করে বুঝবো বল? যে রকম ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা—খালি গা—খালি পা—চাষা লোকের মত চেহারা, আমি মনে কল্লুম বুঝি চোর টোর হবে—

রাম। অদ্বৈত ঘোষাল—ওকে কলকেতার সহরে কে না চেনে? আমার বরাৎক্রমে কেবল তুমিই চেনোনা।

কিরণ। ওকি খুব নামজাদা বড়লোক ছিল?

রাম। ছিলনা? শুধু বড়লোক? অদ্বৈত ঘোষাল একজন প্রাতঃস্মরণীয় দুপুর-স্মরণীয় আর বিশেষতঃ রাত্রিস্মরণীয় ব্যক্তি! একাদিক্রমে দশ বছর আড়াইশো বেশ্যাকে প্রতিপালন করে গেছেন; কল্‌কেতার যত মাতাল,—বরাবর অদ্বৈত ঘোষালের মাসোহারা খেয়ে এসেছে! ওর সেই সোনামুখী বেবুশ্যেটী—যাকে ৫০ বছর রেখেছিল,--মাটীতে হাঁট্‌তোনা—ভায়া—মাটীতে পা দিয়ে চল্‌তোনা।

কিরণ। সেকি? এরোপ্লেনে উড়ে বেড়াতো নাকি?

রাম। মোট, টাকা, কোম্পানীর কাগজ বাড়ীময় ছড়ানো থাক্‌তো; সোণাবিবি তার ওপোর পা দিয়ে বেড়াতো। এ গল্পকথা নয়,

আমার স্বচক্ষে দেখা ! বুঝলে ভায়া—বাড়ীর দরজার সাম
বেজায় কাদা হয়েছে ! সোণাবিবি কাদা দেখলে বড় ে
কর্ত্ত। অথচ দরজা পার হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চৌঘুড়
গিয়ে উঠে বস্‌তে হবে ;—তখুনি অদ্বৈত ঘোষালের হুকুম হল
সোণাবিবির বাড়ীর সামনের সমস্ত রাস্তাটায় দুইঞ্চি পুরু ছা
আর রাতাবি সন্দেশ বিছিয়ে দেওয়া হোক্।

কিরণ। ঠাকুরদার বুঝি আফিংএর নেশা ধরেছে—তাই খেয়ালে বিভ
বক্‌ছো ?

রাম। যে মিছে কথা কয় তার বাপের মুখে—কি আর বল্‌ব ! ঐ
সেদিন ফুলীকে দেখলে—

কিরণ। কে ফ্লোরা বাইজি ?

রাম। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আজকাল্‌কার ছোঁড়ারা—ফ্লোরা টে্লারা সব কত
ওকে বলে শুন্‌তে পাই ! ঐ ফুলীর দিদিমা ছিল গোলাপী
বল্লে না পিত্যয় যাবে,—চেহারা একেবারে সাক্ষাৎ "ঘটোৎ
বধ" ! জল খেলে গলায় জল নাবছে দেখতে পাওয়া যেতো
অদ্বৈত ঘোষালের কাছে—গোলাপী বিবি পাঁচ বছর বন্ধ
ছিলেন ; তা তার সাম্‌নে রূপো—কি কাগজ আন্‌বার হুকু
ছিল না !

কিরণ। কেন ? amatuer ছিলেন নাকি ? পয়সাকড়ি নিতেন না

রাম। খালি মোহর আর গিনির লেনদেন ! চার পয়সা পানের দরকার
—ঝড়াক্‌সে গিনি বেরুলো ! এলো চার দোনা পান, বাকি
চোদ্দ টাকা পনের আনা চাকর ব্যাটার লাভ !

কিরণ। বল কি—এমন ধারা? তা তুমি কেন গোলাপী বিবির চাকরিটায় ভর্ত্তি হলেনা?

রাম। আরে ভায়া—আমি তো নিজেই একটী ছোটখাটো—অদ্বৈত ঘোষাল;—অমন দু দশটা গোলাপী আমার শেতলপুরের গোলাপবাগানে বিশ পঁচিশ বছর ঘরকন্না করে এসেছে! এখনও সোনাগাছি···রূপোগাছি—হীরেগাছি—মুক্তোগাছি—তাঁবাগাছি—কাঁকুড়গাছিতে গিয়ে এই রামলোচন চক্রবর্ত্তীর নাম কর,—দেখবে, মেয়েমানুষের দঙ্গলে একটা সোরগোল পড়ে যাবে! অদ্বৈত ঘোষাল আর রামলোচন চক্রবর্ত্তীর মাসোহারা খায়নি এমন মেয়েমানুষতো বল্‌কেতার বাজারে কোনও শালাকে দেখিনা!

কিরণ। রাগ কর কেন ঠাকুর্দ্দা? আমি ছেলেমানুষ,—আমি কি ও সব জায়গায় গেছি যে, তোমাদের নামডাক শুনবো? আমাকে নিয়ে একটু ঘোরো—তবে না আমি তোমার নাতি হবার উপযুক্ত হব!

রাম। ঐ গোলাপ বিবি,—বুঝলে—ও যখন আমার কাছে ছিল,—ওর বাঁদর পোষবার ভারি সখ হয়েছিল,—বুঝলে?

কিরণ। তা বুঝলুম বইকি! তা—সে সখ তোমাকে দিয়ে মেটালে বুঝি?

রাম। হ্যা—হ্যা—হ্যা—ঠাট্টা কর্‌ছ, তা কর—তা কর। হাজারহোক্‌—তুমি আমার হবু মেগের ভাই,—পদ্মরাণীর ভাই! তা যা বল্‌ছিলুম—শোনো ভায়া! চিড়িয়াখানা থেকে নগদ পাঁচ

হাজার টাকা দিয়ে, পাঁচ জোড়া ভাল ভাল লালমুখো বাঁদর, এই এমনি মোটা—এতখানি করে ল্যাজ,—পিঁজরেয় গোলাপী বিবিকে কিনে দিলুম! তা তাদের রোজ খাবার বন্দোবস্ত কি জান? বাঁদরপিছু, আড়াই সের বোঁদে কি ভেজান,—আর আধ সের করে পেস্তা।

কিরণ। তা সে সব বাঁদরগুলো কি বুড়ো হতে যে যার দেশে ফিরে গি তেজপক্ষে বিয়ে থা করে ফের সংসারধর্ম্ম কচ্ছে নাকি?

রমা। বেঁচে থাক্ দাদা—বেঁচে থাক্! তুই আমার ঠিক মনের মত সম্বন্ধী বটে! তোর রসিকতায় প্রাণ যেন তুড়কী লাফ খায়!

কিরণ। চলনা—তোমার সেই গোলাপী বিবির নাতনী--ঐ ফ্লোরা বিবি সঙ্গে একটু জান্‌পছানা করে আসি।

রাম। তুই যাবি দাদা? ফুলির কাছে যাবি? যা না—যা না— বেশতো! গিয়ে আমার নাম করিস্, দুশো খাতির পাবি ক্রোরপতি তার ঘরে থাক্‌লে, তাকে তাড়িয়ে তোকে বাবা ব আদর করে বসাবে।

কিরণ। দুর্গা—দুর্গা—কি বল ঠাকুর্দ্দা! আর আমি একা গিয়ে কি কর্ব্ব? তুমিও চল।

রাম। রাধামাধব—মহাভারত! আমি আর সেখানে মুখ দেখাতে পারি। হাজার হোক্—আমার একটা নামডাক আছে, আমার কি মেয়েমানুষের নাত্‌নির বাড়ী "ফোকোটোয়" ঢোকা উচিৎ অধর্ম্ম হবে যে! তুই যা না! আমি বল্‌ছি—তুই নিস্পরোয়া যা! দরোয়ান রোখে,—ফড়াক্‌সে আমার নামটা একবা শুনিয়ে দিবি।

কিরণ। কিন্তু যদি বসতে না দেয়—তাহলে তোমাকে টেনে নিয়ে যাব —তা বল্‌ছি! আমার যদি এ উপকারটা না কর, তাহলে তোমার পদ্মরাণীর সঙ্গে বিয়ে ঘুচিয়ে দেবো—স্পষ্ট বল্‌ছি।

রাম। মরে যাব, মরে যাব দাদা—অপঘাতে মারা যাব! আচ্ছা—তুই একবার নিজে গিয়ে দেখ! নিতান্তই যদি সুবিধে কর্ত্তে না পারিস্, তাহলে তুই শালাবোনায়ে একেবারে তাল ঠুকে গিয়ে পড়বো। কেমন ?

কিরণ। সেই কথাই ভাল। আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা! ঠিক বলত—তোমার বয়েসটা কত।

রাম। কত আর হবে। এই তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ,—আর কত।

কিরণ। হা হা হা—ঠাকুর্দ্দা খুব রসিক!

রাম। বোঝো ভায়া,—বয়সে কি কিছু আটকায়। শুধু এই রসিকতায় এতকাল আসর রেখে আস্‌ছি।

কিরণ। তা তো দেখতেই পাচ্ছি! নইলে এখনও মেয়েমানুষ দেখলে লাফিয়ে ওঠো! নাঃ—সত্যি সত্যি বলনা,—তোমার ঠিক বয়সটা কত ?

রাম। বোল্‌বো ভায়া। কারুর কাছে প্রকাশ কর্ব্বেনা তো ?

কিরণ। ছি—ছি—তা কি পারি আমরা তোমার বিয়ের সম্বন্ধ কচ্ছি, আমরা কি তোমার বেশী বয়স বল্‌তে পারি।

রাম। তবে চুপি চুপি বলি ভায়া—এই ৭৬ বছর পেরিয়ে পোরশু জন্মতিথিতে ৭৭ বছরে পা দেবো—

কিরণ। আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা! তোমার এই এত বয়সে—এখনও বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে যায়?

রাম। আরে দাদা—বয়েস যত বাড়ে—তত ছেলেমানুষ হ'তে ইচ্ছে যায়—বর সাজ্‌তে ইচ্ছে যায়;—কচি কচি কনে নিয়ে খেল্‌তে ইচ্ছে যায়! তা আমার বরাতে কি আর এ জীবনে সে সুখ হবে!

( ছোটগিন্নীর প্রবেশ )

ছো-গি। দুঃখ কচ্ছ কেন মামা। হুট্‌ বল্‌তেই কি তেজপক্ষের ক'নে জোটে? তুমিই বল!

রাম। হুট্‌ ব'ল্‌তে না জুটলেই বা চলে কৈ বাছা। মানুষের শরীরের ভদ্রাভদ্র তো আছে! এই দেখনা দাদা কিরণ, কত জালজুচ্চুরী করে, কত মিথ্যে সাক্ষিটাক্ষি দিয়ে, কত সরিকদের বঞ্চিত করে, তোমার মায়ের মাসীর বিষয়টা তোমার মাকে পাইয়ে দিলুম,—এখনও তোমার হরিশ মামার সেই দু'শো বিঘে আম বাগানটা আর হাল্‌সিপুরের বড় দিঘিটা জাল উইল করে, তোমার মাকে পাইয়ে দেবার চেষ্টাচরিত কচ্ছি,—আর তোমার বাপ মা কিনা আমার একটা কনে জুটিয়ে দিতে পাল্লেন্‌ না?

ছো-গি। মামা যেন দিনকের দিন কচি খোকাটী হচ্ছ। চেষ্টা কি আমরা কচ্ছিনে—তুমি ব'ল্‌তে চাও।

রাম। কই চেষ্টা করেছ বাছা—কই চেষ্টা করেছ? হ্যাঁ,—তোমরা চেষ্টা কল্লে এতদিনে—শুধু আমার কেন—আমার বাবার শুদ্ধ বিয়ে দিতে পার্ত্তে,—হ্যা—

ছোটগি। ছেলেমানুষী কোরোনা মামা.—শোন! আমার বড় যা' এসেছেন, আমি সম্বন্ধ সব পাকাপাকি করেছি। মামা! তুমি এইখানে থাক,—আমার যা' তোমাকে দেখতে আসছেন,—একটু বুঝে সুঝে কথাবার্ত্তা কোয়ো,—বুঝলে? ছেলেমানুষী করে যেন সব ফাঁসিয়ে দিও না—

[ ছোটগিন্নীর প্রস্থান ]

কিরণ। ঠাকুর্দ্দা!

রাম। এঁ্যা—

কিরণ। আর "এ্যা" কেন? কি রকম বরাত খুল্‌লো—বুঝতে পাচ্ছ কি?

রাম। আমার যেন তেমন বিশ্বাস হচ্ছে না ভায়া!

কিরণ। সত্যিমিথ্যে এখুনিই তো টের পাবে ঠাকুর্দ্দা! আমার মা কি মিছে কথা ক'য়ে গেল?

রাম। তা—তা—তা—দীনু মুখুয্যে, তার ছেলেরা—এরা কি সব রাজী হবে—এমন টকটকে মেয়েকে আমার হাতে দিতে?

কিরণ। কেন হবেনা?

রাম। এই—এই তোমার গিয়ে—আমার এই বয়েসটা একটু এগিয়ে—তোমার গিয়ে—তা যাক্—তা যাক্,—সে দাদা তোমরা মনে ক'ল্লে কি না পার—কি না পার?

কিরণ। বিয়ে দেবে কি সাধে? দীনু জ্যাঠার বাড়ীখানি আমাদের কাছ ৬০০০৲ ছ হাজার টাকায় বাঁধা। সুদে আসলে ৮০০০৲ আট হাজার প্রায় হয়েছে। বাবা কেবল দয়া করেই এখনও কিছু করেননি,—নইলে এতদিন কোন্‌কালে তাঁকে গুষ্টিশুদ্ধ পথে

বস্‌তে হোতো! আমরা এখন যা ব'লব—দীনু জ্যাঠাকে সুড় করে তাই ক'র্ত্তে হবে।

রাম। জয়জয়কার হোক তোমার বাবা মশায়ের! দে—দে দাদা—করে গাঁটছড়াটা বেঁধে দে!—

কিরণ। আস্তে.—চেঁচিওনা ঠাকুর্দ্দা! একটু গম্ভীর হ'য়ে থাক! জ্যাঠাইমা মা'র সঙ্গে আস্‌ছে।

রাম। ভায়া,—বুকটা যে বড্ড ধড়াস্ ধড়াস্ ক'চ্ছে—হাতটা আমার চে-ধর ভাই—সর্বাঙ্গ বেজায় কাঁপছে।

কিরণ। (রামলোচনের হাত ধরিয়া) চুপ।

(ছোট গিন্নী ও অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা বড় গিন্নীর প্রবেশ)

ছো-গি। কা'কে লজ্জা ক'চ্ছ দিদি? তোমার বুড়ো বয়সে ঢং দেখে বাঁচিনা। ঘোমটা খোলো—ভাল করে মামাকে দেখে নাও—হাজার হোক—নিজের জামাই হবে তো?

রাম। (প্রণাম পূর্ব্বক) প্রাতঃপ্রণাম মা ঠাকরুণ! একটু পায়ের ধুলো দিন—সোমোত্তো ছেলেকে আপনার—

ব-গি! ওমা—ওমা—আপনি করেন কি মামা মশাই। আপনি গুরু লোক! (প্রণাম পূর্ব্বক) আমার অপরাধ নেবেন না!

রাম। এ্যা—ল্। (লম্বা জিভ্ কাটিয়া) কি সর্ব্বনাশ! আমার অকল্যাণ কর্ব্বেন না মা জননী! (প্রণাম পূর্ব্বক) আমি আপনার নিতান্তই বোকা সন্তান।

ব-গি। অ ছোটবৌ! অমোর চাদ্দিকেই সর্ব্বনাশ, আর সর্ব্বনাশের ওপোর সর্ব্বনাশ বাড়াতে এখানে আমাকে কেন আন্‌লে বোন্?

ছো-গি। তুমি যে দেখছি—সত্যিই বাড়াবাড়ি সুরু কল্লে দিদি। বলি, তোমার রকমখানাটা কি—ভেঙে বল দিকি! সকাল থেকে সমস্তদিন ধরে আমার কাছে বসে বসে, মেয়ের বিয়ের কথা কইলে,—কত কাঁদুনি গাইলে! বিনিয়ে বিনিয়ে আমার মামার সমস্ত খবর আমার কাছ থেকে নিয়ে—পাকা কথা দিলে যে, পদ্মর বিয়ে মামার সঙ্গে দেবে,—এখন এ সব আবার কি ঢং হচ্ছে।

কিরণ। জ্যাঠাইমার বোধ হয় জামাই পছন্দ হচ্ছেনা!

রাম। অপছন্দ কর্‌বার আমার কোনখান্‌টা আছে মা ঠাকরুণ! একবার ভাল ক'রে বোকা ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখুন!

ছো-গি। বলি অপছন্দটা হবে কেন বল ত? খবর নাওনা শেতলপুর গাঁয়ে,—সে ত আর দুদশদিনের পথ নয়;—জমিদার রামলোচন চক্কোত্তিকে না চেনে কে?

কিরণ। বছর শালিয়ানা লোচন ঠাকুর্দ্দার আয় কত জান জ্যাঠাইমা? দশ হাজার—দশ হাজার—

রাম। গত বছর থেকে নতুন জমীদারীটার দরুণ সাতাশশো টাকা বৃদ্ধি হয়েছে,—সেটা বল ভায়া!

ছো-গি। মেয়ে তোমার রাজরাণী হ'বে বুঝ্‌ছনা দিদি; মামার আমার ছেলে নেই—মেয়ে নেই। অতটা বিষয় সব তোমার মেয়েই ভোগ কর্ব্বে! বলি,—একটা কথাই কও দিদি!

ব-গি। আমার এমন ভাগ্যি কি হবে ছোট বৌ—অমন বড় লোক মিদার জামাই পাব। তবে কি জান বোন্—পদ্ম আমার নেহাৎ ছেলেমানুষ,—ওঁর সঙ্গে কি তেমন মানাবে?

ছো-গি। আহা—মেয়েটি তোমার কচি খুকী! পনেরো উৎরে ষোলোয় পা দিয়েছে,—মেয়ে ওঁর এখনও খুকী! খরচ করনা,—দু পাঁচহাজার টাকা মেয়ের বিয়ের খরচ করনা,—এখুনি একটা গেরোস্তো ঘরের একবরে ১৯।২০ বছরের ছেলে জুটবে এখন! বড়মানুষের ঘরে মেয়ে দেবে, এক পয়সা খরচ হবে না,—মেয়ে হীরেজহরতে মোড়া থাক্‌বে,—এত সুবিধের ভেতরে বরের যদি একটু বয়সই হয়—তাতে ক্ষতিটা কি।

কিরণ। আর—তাও বলি—ঠাকুর্দ্দার বয়স এত কি বেশী যে পদ্মর সঙ্গে মানাবে না বলছ জ্যাঠাইমা?

রাম। আমার নিজের ঠিকুজীকুষ্ঠি আছে—সেটা দেখলেই তো মাঠাকরুণ বুঝতে পার্ব্বেন! আমার এই ভাগ্নীতে আমাতে পিটোপিটি বল্লেই চলে! আমার আটকৌড়ের দিন—বুঝলে দাদা কিরণ! তোমার গর্ভধারিণীর জন্ম হয়,—আমার বেশ মনে পড়ে!

ছো-গি। চুলোয় যাক্ ওসব কথা! বলি—তুমি ওঁর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে না দিলে কি ওঁর বিয়ে হবেনা বল্‌তে চাও দিদি? তবে আমাদের এত মাথাব্যথা,—সে কেবল তোমারই জন্যে! তুমি এসে কেঁদে কেটে ধরেছ, তোমাদের অবস্থা সব জানি, আবার দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে রয়েছে,—বাড়ীটুকু পর্য্যন্ত আমাদের বাবুর কাছে বাঁধা; তাই তোমারই ভালর জন্যে আমাদের এত লাফালাফি করা! নইলে, কত শত সম্বন্ধ হাতে রয়েছে,—ওঁর বিয়ের ভাবনা কি। একগাছি চুলও পাকেনি,—একটী দাঁতও পড়েনি।

রাম। এখনও সকালবিকেল চালকড়াই ভাজা খাচ্ছি—কেমন দাদা কিরণ ?

ছো-গি। বলি একটা কথাই কও না দিদি ! তাতে তো আর তোমার জাত যাবে না।

ব-গি। তা বোন্—আমারতো মেয়ের বিয়ে দিতে অমত নেই ! তবে—তোমার ভাসুরকে একবার বল্‌তে হবেনা।

ছো-গি। একবার কেন—দুশোবার বোলো, এখন। আর আমার বিশ্বাস, আমরা তাঁকে অনুরোধ কল্লে, তিনি কখনই "না" বল্‌তে পার্ব্বেন না ! বলি—তুমিতো রাজী আছো দিদি।

ব-গি। আমার রাজী না হবার তো কোনও কারণ নেই বোন্। সত্যি কথাই তো—ভগবান সব দিকে তো সুবিধা করে দেন্ না। আমি যাই বোন্, অনেক বেলা হ'ল।

কিরণ। তাহ'লে লোচন ঠাকুর্দ্দাকে নিয়ে কাল তোমাদের বাড়ী যাব এখন জ্যাঠাইমা। পদ্মকে একবার উনি ভাল ক'রে দেখে আস্‌বেন।

রাম। যদি সুবিধে হয়,—কি বলেন মা ?

ব-গি। তাই যাবেন। আমি বাড়ী গিয়ে কর্ত্তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলিগে, ছেলেপুলেদের সঙ্গেও একটু আধটু পরামর্শ কর্ত্তে হবে—

কিরণ। তোমার ছেলেদের সঙ্গে ঠাকুর্দ্দার খুব আলাপ পরিচয় আছে। তারা কেউ অমত কর্ব্বে না,—বুঝলে জ্যাঠাইমা।

রাম। আপনার ছেলেপুলেরা সবাই আমার বুজুম্ ফ্রেণ্ড—আমার সব প্রাণের ইয়ার। আমাকে তারা সবাই বড় ভাল বাসে মা—বড় ভালবাসে।

ছো-গি। তাহ'লে ঐ কথাই রইল,—আমি কর্ত্তাকে বলব—তিনি যাতে মামার সঙ্গে তোমার মেয়ে দেখতে যান্।

ব-গি। ঠাকুরপো কি যাবেন ছোট বৌ। তাহ'লে কিন্তু কোনও গোল থাকেনা।

রাম। তিনি যাবেন বই কি—তিনি হলেন আমার গার্জ্জেন, আমার অভিভাবক,—তিনি বরকর্ত্তা।

ছো-গি। বাস্তবিক দিদি, জামায়ের মতন জামাই হবে তোমার কথায় বার্ত্তায়, পয়সায়; মেজাজে,—সবদিকেই ভাল। এখন—চল—মটর করে তোমাকে বাড়ীতে নাবিয়ে দিয়ে—আমি বেড়িয়ে আসি।

রাম। ( সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ) অধীরে ছেলেটীকে একটু আশীর্ব্বাদ করুন মা ( পদধূলি গ্রহনোদ্যোগ )

ব-গি। নারায়ণ—নারায়ণ—( প্রণামপূর্ব্বক ) কেন আমায় পাপে ডোবাচ্ছেন বাবা—ছি—ছি—ছি—

ছো-গি। দিদির বুড়ো বয়সে ঢং গেলনা—

[ বড়গিন্নী ও ছোটগিন্নীর প্রস্থান ]

রাম। হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা—বাগিয়েছি—ঠিক বাগিয়েছি।

কিরণ। কেমন? এইবার প্রাণটা খুসী হল।

রাম। খুসী। কি খুসী যে হয়েছি—তা একবার তোমায় দেখাব নাকি? আমার ইচ্ছে হচ্ছে—এক পক্কড় বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসীর নাচ নেচে তোকে দেখিয়ে দিই। দেবো নাকি?

[ ভিখারিণীর গান গাহিতে প্রবেশ ]

ভি। বলিহারী ! বলিহারী !! বলিহারী !!!
এ পোড়া বাংলাদেশে—বরের নাই বাছবিচার"

রাম। এ—তুই কেরে? কি চাস্?

ভি। কিছু ভিক্ষে দাও বাবা !

রাম। না—না—ভিক্ষে টিক্ষে হবে না ! যা—যা—যা—

( ভিখারিণী গান ধরিল )

রাম। ও কিরণ !

( কিরণ ভিখারিণীকে গান করিতে ইঙ্গিত করিল )

( ভিখারিণীর গান )

বলিহারী ! বলিহারী !! বলিহারী !!!
এ পোড়া বাংলাদেশে—
বরের নাই বাছবিচার।
ও সে—কাণা হোক্ খোঁড়া হোক্
হোক্না ঘাটের মড়া,
গোমুক্ষু জোচ্চোর কি পাজীর পাঝাড়া ;
গেঁজেল কি লম্পট হোক্—মাতাল কি নচ্ছার।
এ পোড়া বাংলাদেশে—
বরের নাই বাছবিচার।

তার তরেও জোটে ক'নে,

ডানাকাটা পরী !

তার তরেও ক'নের বাপে করে কাড়াকাড়ী !

বলিহারী ! বলিহারী !! বলিহারী !!!

( গান শুনিয়া রামলোচন অস্থির হইল )

রাম। বেরো—বেরো—আরে—এযে যায়না—কিরণ আমি চল্লুম—আমি চল্লুম !

[ রামলোচনের প্রস্থান।

কিরণ। অ ঠাকুর্দ্দা—অ ঠাকুর্দ্দা—শোন—শোন—হা—হা—হা—

[ কিরণের প্রস্থান।

ভিখা। বলিহারী ! বলিহারী !! বলিহারী !!!

( কিরণের ঈঙ্গিতে ভিখারিণীর উক্ত গানটি গাহিতে গাহিতে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন। )

## দ্বিতীয় দৃশ্য

বাইজী ফ্লোরা বিবি ও বারাঙ্গনাগণ সরঞ্জাম ও দলবল সহ উত্তরবঙ্গের জলপ্লাবনপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে গান করিতে করিতে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। গৃহস্থভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েরা উপর হইতে পয়সা, কাপড়, জামা ইত্যাদি ফেলিয়া দিতেছেন। চাল আনিয়া কেহ বা ভিক্ষা দিতেছেন ও পথিকেরা টাকা পয়সা যাহার যেরূপ সাধ্য ভিক্ষা দিতেছেন।

ফ্লোরা ও বারাঙ্গনাগণের গীত।

ওগো—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাওগো পুরবাসী!
তোমাদেরি ভাই ভগিনী—আছে সেথা উপবাসী॥
আহা—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, খিদের জ্বালায় কেঁদে সারা,
নিরুপায় মা-বাপ তাদের,—শুধু চক্ষে বহে ধারা,
তোমরা—দিয়ে মাত্র মুষ্টীভিক্ষা, কর তাদের জীবনরক্ষা;
একটি—জীর্ণ ত্যক্ত বসন পেলে, (তাদের) ফুটবে শীর্ণমুখে হাসি;
দাও,—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও গো দেশবাসী!!

---

[ যেদিক দিয়া ফ্লোরার দল ঢুকিতেছিল, সেই দিক হইতে বি
তাড়াতাড়ি আসিয়া দশটী টাকার একখানি নোট ফ্লোরার
হাতে দিল, ফ্লোরা তাহাকে নমস্কার করিয়া টাকা লইয়া
গাহিতে গাহিতে স্বদলের সহিত প্রস্থান করিল। ]

বিধু। ভাগ্যে টাকা দশটা ছিল—খুব চাল দেখানো গেছে! জামাও—
ব্যাটাকে দেওয়া হ'লনা! যাক্—আস্‌ছে মাসকাবারে দেও
যাবে! উঃ কি চেহারা—যেন ছবি! রাস্তা আলো ক'রে
চ'লে যাচ্ছে! যাই একটু সঙ্গে সঙ্গে ফিরি! থাক্ আফিস্—
একটা Sick report করে দিলেই চল্‌বে—

( নসীরামের প্রবেশ )

নসী। খাম্‌কা—খাম্‌কা দশটা টাকা নষ্ট ক'ল্লে বিধুবাবু? ন স্বাবায়—
ন ধর্ম্মায়—

বিধু! আরে নসী যে? তুমি কোথা থেকে?

নসী। তুমি যদি চোক্ বুজে চল—তা আমি কি কর্ব্ব? আমি তোমারি
জন্যে ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুচ্ছি ফিচ্ছি। আমি ঐ দলেই ছিলুম,—
দেখতে পাওনি?

বিধু। কিছু সুবিধে হ'ল? তোমার যে ছাই দেখাই পাওয়া যায়না।
যা হোক একটা উপায় ক'রে দাও,—নইলে যে আমার প্রাণ
যায়!

নসী। বল কি বিধুবাবু? নাপতের ছেলে আমি,—নেমকহারামী কি
আমার দ্বারা হ'তে পারে? তোমার ঠেঙ্গে টাকা খাব—আর
তোমার কাজ কর্ব্বনা? এমন বাপেই আমায় জন্ম দেয়নি!

*এই নাও আজকের মত দু'টাকা নাও ভাই—যা হোক্ একটা উপায় কর।*

সব ঠিকঠাক্ ক'রে এসেছি, মাইরি বাবু—কোন্ শালা মিছে কথা কয়! ওর সেই ভাটিয়া বাবু, যে, দেশে গিয়েছিল,—সে খবর পাঠিয়েছে, আর কল্‌কেতায় ফিরবেনা। বোম্বাই সহরে কি ব্যবসা কর্ত্তে গেছে,—সেই খেনেই থাক্‌বে। এই হ'ল তোমার জুটে পড়বার সময়। আমি কথা টথা পেড়ে সব ঠিকঠাক্ করেছি। হাজারখানেক টাকা নিয়ে গিয়ে ব'স্‌লেই—ব্যস্—একেবারে বত্রিশ বাঁধন!

তোমাকে তো বলেছি—আমি প্রায় ১৭০০।১৮০০৲ টাকা জোগাড় করেছি,—তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন?

বল কি? এর মধ্যে এতটা টাকা জোগাড় ক'রে ফেল্লে? আফিসের ক্যাস্ ট্যাস্ ভাংলে নাকি?

আরে দূর পাগল! অমন কাঁচা কাজ বিধু মুখুয্যে করে না! পরিবারের গয়না বেচে তেরশো টাকা জোগাড় করেছি। আর আফগান ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচশো টাকা ধার করেছি—

আফগান ব্যাঙ্ক! সেটা আবার কোথায়?

আরে আহাম্মক—সহরের এমন ঝাণ্টু তুই,—আফগান ব্যাঙ্ক জানিস্‌নে। কাবলিওলা—কাবলিওলা—

ব্যস্—তবে আর কি—আজই সন্ধ্যের পর—

কেন, এখুনি চলনা! আজ তো আর অফিস যাচ্ছি না। লেট্ হয়ে গেছে,—ম্যাক্‌ফায়্‌শন শালা Absent করেছে—ও যাওয়া—না যাওয়া—দুই-ই সমান।

নসী। আরে এখন কোথায় যাবে বাবু। ওতো এখন এ-পাড়া ও-পা
গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়াবে। বাড়ী ফিরবে সে
রাত্রি ৮টার পর।

বিধু। তাহ'লে যাবার কি রকম হবে—তা বল!

নসী। রাত্রি ৯টার পর আমি নিয়ে যাব। তুমি বাড়ীতে থাকো
কোনো ভাবনা নেই,—আমি কথাবার্ত্তা সব কয়ে রেখেছি
ওকে বলেছি,—মস্ত বড়লোকের ছেলে,—আগাম হাজার টা
দেবে—মাসে মাসে একশো টাকা ক'রে মাইনে!

বিধু। বেশ—বেশ—বেশ বলেছ। মাস পাঁচ ছয় ফুর্ত্তি করা যাবে এখন
তারপর শখ মিটে গেলে—ছেড়ে দিতে কতক্ষণ? কি বল

নসী। তা আর বল্‌তে! তা'হলে তুমি এখন কোথায় যাবে?

বিধু। আমি দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে যাচ্ছি। তাদের স
নিয়ে যাব।

নসী। আচ্ছা—আমি ছুঁড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিগে। মোদ্দা—আমায় ১০
টাকা দিতেই হবে—

বিধু। সে হবে এখন—

[ উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

( যেদিকে ফ্লোরার দল চলিয়া গেল, সেইদিক হইতে
নিশীথের প্রবেশ )

নিশীথ। অপূর্ব্ব দৃশ্য! দেখে চক্ষু জড়িয়ে গেল! পতিতা—সমাজপরিত্য
অভাগিনীরা, যাদের আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকি, তাদের

কার্য্যকলাপ, তাদের নিঃস্বার্থভাবে এই ক্লেশসহিষ্ণুতা, এই উচ্চ-প্রাণতা, এই পরদুঃখকাতরতা দেখে যথার্থ বল্‌ছি,—তাদের প্রতি আমার ভক্তি হচ্ছে। আনন্দে আমার চখে জল আসছে।

( ফ্লোরার পুনঃ প্রবেশ )

ফ্লোরা। আমি আপনার কাছেই এসেছি—

নিশীথ। কে মা তুমি ?

ফ্লোরা। আমি অভাগিনী—পতিতা রমণী,—আপনার মাতৃ সম্বোধনের যোগ্যা নই।

নিশীথ। সে কি কথা ! রমণী মাত্রেই স্বামী ভিন্ন সবাকার মাতৃসম্বোধনের যোগ্যা। যাক্—আপনার কি প্রয়োজন ?

ফ্লোরা। ঐ যারা গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে,—আমি তাদেরই দল ভুক্তা। আপনি এইমাত্র একখানি নোট ভিক্ষে দিয়ে এসেছেন।

নিশীথ। হাঁ—হাঁ—দিইছি বটে—যৎসামান্য—

ফ্লোরা আমি বুঝতে পেরেছি—আপনি মস্ত ভুল করেছেন। ১০৲ টাকার নোট মনে করে—আমার হাতে এই ১০০৲ টাকার নোট দিয়ে এসেছেন। এই নিন্—

নিশীথ। ভুল একটু করেছি বটে মা,—কিন্তু ও ভুলের সংশোধন করা যে আমার সাধ্যাতীত।

ফ্লোরা। কেন।

নিশীথ। দান করে আবার কোন্ মুখে ফিরিয়ে নিই। নিলে যে মহা-পাপগ্রস্ত হব।

ফ্লোরা। তা বলে ১০০৲ টাকা—

নিশীথ। সবই ঈশ্বরের খেলা। নইলে—এতগুলো দশটাকার সঙ্গে ঐ একখানি ১০০৲ টাকার নোট ছিল,—বেছে বেছে—দেবার সময় ঠিক ঐখানিই বা হাতে উঠবে কেন? আর অজান্তে দোবই বা কেন মা? ও টাকা আমি দিইনি,—ভগবান সেই হতভাগ্য প্লাবনপীড়িত ব্যক্তিদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে—আমাকে উপলক্ষ করে তোমায় দিয়েছেন। তুমি স্বচ্ছন্দে নিয়ে নাও?

ফ্লোরা। আপনার নাম?

নিশীথ। কিছু প্রয়োজন নেই মা। ঈশ্বরের দান বলে ও টাকা তোমাদের ভিক্ষালব্ধ টাকার সঙ্গে পাঠিয়ে দিও। যাও মা পুণ্যবতী—অনর্থক এখানে বিলম্ব কোরো না; ঐ দেখ তোমার সঙ্গিনীরা তোমার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে।

ফ্লোরা। আপনি দেবতা—আপনাকে কোটী কোটী প্রণাম।

[ ফ্লোরার প্রস্থান ]

নিশীথ। পাঁকেও পদ্মফুল জন্মায়? বেশ্যা হলে কি হবে, অনেক ভদ্র লোকের কান কেটে ছেড়ে দিয়েছে। একশ টাকার লোভ। গোঁজামিল দিলেই পার্ত্ত। নাঃ অবাক করে দিলে।

( যে দিক দিয়া ফ্লোরার দল ঢুকিয়াছিল, সেই দিক হইতে দত্তজার প্রবেশ )

দত্ত। নাঃ—দেশ ছাড়া কল্লে, দেশ ছাড়া কল্লে—সংসার থেকে তাড়ালে—বনবাসী কল্লে তবে ছাড়লে।

নিশীথ। কি—কি—ব্যাপার কি দত্ত মশাই ? কে আপনাকে বনবাসী কর্লে ?

দত্ত। কে আবার নিশীথবাবু। এমনটী আর কে আছে। মাগ—মাগ আমার মাগ—

নিশীথ। তাই রক্ষে। আমি বলি—আপনার বাড়ীতে বুঝি সোঁদরবনের বাঘ ঢুকেছিল। তা যাক্—ব্যাপার কি বলুন দিকি ?

দত্ত। আর ব্যাপার কি। জুলুম। এই বেশ্বে বেটিদের,—এই সব চোর জোচ্চোর ঠগ বাট্‌পাড়দের অত্যাচার। এরা সব কি আরম্ভ করেছে আজকাল,—দেখছেন না !

নিশীথ। আপনার বাড়ীতে লুট্‌পাট্ কর্ত্তে এসেছিল নাকি ?

দত্ত। আসেনি ! ঐ একদল মাগী নিশেন টিশেন হাতে করে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে চীৎকার করে গান গেয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে লুটপাট করে বেড়াচ্ছে,—দেখছেন না।

নিশীথ। পিস্তল বন্দুক ছুঁড়ছে নাকি ?

দত্ত। আপনি ঠাট্টা কচ্ছেন দেখছি।

নিশীথ। তা ভিন্ন আর কি করি বলুন ? উত্তর বঙ্গের বন্যায় গৃহশূন্য—আশ্রয়শূন্য,—খাদ্যশূন্য, আমাদের জাতভায়েরা সব মরতে বসেছে,—তাদের সাহায্য করবার জন্যে,—ভদ্রলোকের ছেলেরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে, এমন কি দেশের প্রতিতা অভাগিনীরা পর্য্যন্ত নিজেদের বিলাসিতা ভুলে, স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার জন্যে কেঁদে কেঁদে, জোড়হাত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—সে দৃশ্য দেখে আপনি আনন্দিত না হয়ে রাগ

কচ্ছেন দত্ত মশাই,—কাজেই আপনাকে ঠাট্টা না করে কি করি বলুন? বলি, রাগের কারণটা কি? দত্তগৃহিণী ঠাকরুণ কিছু সাহায্য করেছেন বুঝি? কত? ২০।২৫৲ টাকা। তা কল্লেনই বা। আপনার টাকার অভাব কি দত্ত মশাই? কলকেতার সহরে ৪।৫ খানা ভাড়াটে বাড়ী,—ক্লাইভ ষ্ট্রীটে অত বড় লোহা-লক্কড়ের কারবার আপনার—

দত্ত। হ্যাঁ—সেই জন্যে টাকাপয়সা বিষয়সম্পত্তি, ঐ নটি মাগীদের, আর কতকগুলো সখের যাত্রা থিয়েটারের বকাটে ছোঁড়াদের হাতে লুটিয়ে দিতে হবে বই কি!

( অজয়ের প্রবেশ )

অজয়। নাঃ—আপনি লুটিয়ে দিতে যাবেন কেন? যে ব্যক্তি চানা চিবিয়ে বিষয়আশয় করে, সে কি প্রাণ ধরে তা লুটিয়ে দিতে পারে? আজ ঐ অভাগিনীরা দেশের লোকের উপকারের জন্যে আপনার কাছে এক মুষ্টি চাল ভিক্ষে কর্ত্তে এসেছিল,—তাই দেখে আপনি চটে উঠেছেন দত্তজা! আর কে বল্‌তে পারে,—আপনারই কোন গুণধর বংশধর—একদিন এই কল্‌কাতার সহরে মস্ত কাপ্তেন হয়ে আপনার এই কষ্টার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি—টাকাকড়ি,—নিজে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে, সেধে যেচে ওদের পায়ের তলায় দিয়ে আস্‌বে না।

দত্ত। আমি মরে গেলে কি হবে না হবে, তা তো আমি আর দেখতে আস্‌ব না। আপনি যতই স্বদেশী লেক্‌চার দিয়ে বেড়ান,—

আর খদ্দরটদ্দর পরুন,—তবু আপনি ছেলেমানুষ! আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, এই একটা হুজুগ ক'রে যে যার দাঁও মার্ব্বার ফিকির ক'চ্ছে! ঐ যে সব মাগীর দল প্রত্যহ দেখতে পান,—রাশ' রাশ' টাকা. বস্তা বস্তা চাল,—গাদা গাদা কাপড়জামা ভিক্ষে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, আপনি কি মনে করেন, সেগুলো সবই বন্যার লোকেরা পায়? ওর সিকির সিকি যদি সেখানে পৌছয়, তাহ'লে—তাহ'লে—আমি শালা!

অজয়। আপনি শালাই বটে! শুধু শালা নন্—শালার ঘরের শালা—

দত্ত। দেখুন—দেখুন নিশীথবাবু,—শুধু শুধু অজয়বাবু আমাকে—

নিশীথ। আঃ—কি কর অজয়দা? তুমি সাধু সন্ন্যাসী মানুষ, তুমি মিছি-মিছি মাথা গরম ক'চ্চ কেন?

অজয়। মিছিমিছি মাথা গরম কচ্ছি? উনি পরের টাকা হাতে পেলে লোভ সাম্‌লাতে পারেন না,—তা ব'লে নিজের মতন সবাইকে ভাববার ওঁর অধিকার কি?

নিশীথ। আহা—ভদ্রলোক আজ ২০।২৫৲ টাকা বের ক'রে চাঁদা দিয়েছেন কিনা, একটু কষ্ট হয়েছে বই কি।

অজয়। কি বল্লে নিশীথ? কত—কত—কত টাকা চাঁদা দিয়েছেন ব'লছেন? ২০।২৫৲ টাকা? ওরে বাপরে,—তাহ'লে তো উনি এখুনি হার্টফেল্ ক'রে মারা যেতেন।

দত্ত। দিইনি—দিইনি কিছু? আপনি দেখেছেন?

অজয়। দেখেছি বই কি! আপনার বাড়ীর ভেতর বেচারীরা যেই ঢুকে পড়েছিল—আপনি চোদ্দপুরুষান্ত ক'রে তখুনি তো ওদের বিদেয়

ক'রে দিলেন! আপনার গৃহিণী—ওপরের জানলা খুলে, একখানা শততালি দেওয়া পুরোণো কাপড়, ঝুপ করে কে, ওদের দিয়েছেন বটে! হাজার হোক্,—ভদ্রঘরের মেয়েতো—প্রাণটা এখনও একটু কোমল আছে!

দত্ত। পুরণো কাপড়—অম্নি আসে? নতুন থেকেই তো পুরাণো হয়—নতুন কাপড় কিনতে পয়সা লাগেনি? বুঝলেন নিশীথবাবু,—ঐ কাপড়খানি পোরে আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় রাস্তা পায়চারী করে থাকি!

নিশীথ। কাপড়খানিতে অনেকগুলো জান্‌লা দরজা আছে বুঝি? হাওয়া—টাওয়া খুব খেলে!

দত্ত। আপনি শুদ্ধু আমার শত্রু। আমি যদি আর কখনো আপনাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করি—তাহলে—তাহলে,—দূর হোক্ গে ছাই—

[ দত্তজার প্রস্থান ]

নিশীথ। বদ্ধ পাগল! যাক্—তুমি ফিরে এলে কবে?

অজয়। কাল এসেছি।

নিশীথ। সেখানকার অবস্থা কেমন দেখলে?

অজয়। Relief কাজে বাঙালীর ছেলের এত উৎসাহ আর কখনো দেখিনি নিশীথ! প্লাবনপীড়িত বাংলার শ্মশান বুকের উপর একি নবজীবনের সন্ধান পেলুম ভাই! তার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে প্রাণ আমার ভরে উঠেছে নিশীথ! আজ বুঝলুম, বাঙালী অধঃপতিত নয়,—Backward নয়,—বাঙালীর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ!

নিশীথ। বাঙালী কোনও দিনই Backward নয় ভাই—চিরদিনই সে Forward! সেই জন্যেই তো মহাত্মা গোখলে বলেছেন—

What Bengal thinks to-day, the whole India will think to-morrow! চল তোমার Reportটা প্রেসে দিয়ে যাই।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

---

## তৃতীয় দৃশ্য

দীনদাসের বাটীর সন্নিকটস্থ রাজপথ। মুটের মাথায় জিনিষ লইয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে বিধু প্রবেশ করিয়া বাটীর পথ দেখাইয়া দিল।

বিধু। এই দিকে—এই দিকে—যা—যা! (মুটেগণের প্রস্থান) যাক্ বাবা—পদ্মর বিয়েতে বুড়োটার কাছ থেকে কিছু আদায় করে নেওয়া গেল। এইবার একবার ফ্লোরার কাছে যাই। একটু বে-time হবে,—তা হোক্! আ:—(ভিখারিণীর প্রবেশ) সাম্‌নেই বেটী অযাত্রা।

ভিখা। তোমাদের চেয়ে?

বিধু। কি বেটী—যত বড় মুখ নয়—তত বড় কথা বিধু মুখুয্যে অযাত্রা!

ভিখা। অযাত্রা নও? নইলে—যে সংসারে অমন দেবতার মত বাপ, অমন দেবীর মত মা.—অমন লক্ষ্মীর মত মেয়ে, সে সংসারে এত দুঃখ,—এত কষ্ট—এত অভাব—এত দেনা কেন?

বিধু। তোর বাবার কি? আমাদের দেনা আছে—আছে, তোর বাবার তো দেনা নয়?

ভিখা। আমার বাবার দেনা থাকলে,—আমি অবলা স্ত্রীলোক,—এই রকম ভিক্ষে করে, দাসীবৃত্তি করে—গতর খাটিয়ে বাপের দেনা কোন্‌কালে শোধ করে দিতুম। অন্ততঃ তার জন্যে চেষ্টাও করতুম। লজ্জাও করেনা। কোন্ মুখে লম্বা কোঁচা উড়িয়ে চুরুট ফুঁকে সিঁতে কেটে বাবুয়ানি করে বেড়াও? আবার শুন্‌তে পাচ্ছি—বেশ উচ্ছন্নও গিয়েছ! বাপের এই অবস্থা—বাড়ীতে দুবেলা হাঁড়ি চড়া দায়,—১৬।১৭ বছরের বোন্‌টার পয়সা অভাবে বিয়ে হচ্ছে না,—এ অবস্থায় তোমার আবার বিদ্যে বেড়েছে। রাত্রে প্রায়ই বাড়ী আসা হচ্ছে না। আবার চোখ রাঙাচ্ছ কি? কাপুরুষ। আমায় কি তোমার সেই নিরীহ বাপ-মা পেয়েছ? আমার পেটে যদি জন্মাতে,—তাহলে দুবেলা ধান সিদ্ধ করিয়ে তবে ছাড়তুম!

বিধু। (একটু নরম সুরে) তুমি বাছা আমাদের সঙ্গে এমন করে লাগ কেন বলতো? আমরা তোমার কি করেছি বল দিকি?

(অন্যান্য ভ্রাতাগণের মুটের দ্বারা বাজার ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ)

সিধু। এই মুটে—যাও—ঐ সাম্‌না বাড়ীমে—

ভিখা। এ সব কিসের বাজার?

সিধু। বুঝলি রে মাগী—আজ পেট্‌টা ভরে কালিয়া পোলাও খেতে পাবি এখন—

ভিখা। আমি কালিয়া পোলাও খাইনা দাদামণিরা,—আমি যে হিঁদুর ঘরের বিধবা।

যাদব। মা ঠাকরুণের নিষ্ঠের অন্ত নেই!

বিষ্ণু। ভিখিরির আবার জাত বিচার আছে? জুটলে ফাউল্‌কারী পর্য্যন্ত মেরে দেয়—তা খুব জানি।

সিধু। না—না—বড্ড কথা মনে পড়ে গেছে। ও অযাত্রা বেটীকে এ বিয়ের ব্যাপারে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেওয়া হবেনা।

ভিখা। যতদিন বাবা মা বেঁচে আছেন,—ততদিন—আমার এ বাড়ীতে ঢোকা আট্‌কায় কে? তার ওপর—আমার পদ্মদিদির বিয়ে হবে শুন্‌ছি। আমাকে আটকাবে তোমরা?

বিধু। চল্—চল্—ছোটলোকের সঙ্গে কথা কইলে ভদ্রলোকের কি মান থাকে? তার ওপোর বেটী—দেখছিস্ না—ভারি ট্যাকথর।

(কিরণের প্রবেশ)

কিরণ। কি হে—তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে? সব উয্যুগ স্বয্যুগ হল?

বিধু। সমস্তই Ready। এখন তোমরা দয়া করে এলেই হয়।

কিরণ। আরে—এ যে সেই বেটী! এখানে তোমাদের ধরে লেক্‌চারীফাই কচ্ছে বুঝি? কিরে বেটী—পথের মাঝখানে আবার কি বক্তিমে লাগিয়েছিস্।

সিধু। বেটীর সেই সব বাঁধাবুলি ঝাড়ছে! কিরণদা! বেটী ভারি স্বদেশী বেটীকে Bomb caseএ ফেলে ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে পার?

কিরণ। আচ্ছা—ও কি বলে বল্ দিকি। ওর যত আক্রোশ দেখি বাঙালীদের ওপোর।

ভিখা। কেন? তোমার ওপোরও কি নয় বাপু? তুমিও তো বাঙালী—তুমিতো আর চাটগাঁর ডেক্‌চি-মাজা সাহেব নওগো বাছা!

বিধু। ওহো—বেটী আবার রসকে আছে,—তা দেখেছ কিরণ?

কিরণ। হ্যাঁ—আবার গায়ও ভাল। তা তুমি বাছা—দোর দোর ভিক্ষে করে বেড়াও কেন? আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে? আমার Wife—এই মানে—বৌ—তার maidservant—যাকে বলে—বলে

বিধু। প্রাণসখী হয়ে—

সুবোধ। হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা—বেড়ে বলেছে—বেড়ে বলেছে বড়দা।

কিরণ। কথাটা বড় লাগতাই বলেছ—বিধুদা! নাও—একটা ভাল সিগারেট খাও! কি বলগো বাছা—আমার বৌয়ের সখী হবে?

( সকলের হাস্য )

ভিখা। এখন তো দেখছি প্রাণে কত সাধ, মনে কত সুখ, মুখে কত হাসি! তবে—চিরদিন এমনি যদি সকলের যায়—তাহ'লেই যথার্থ সুখের হয়,—বুঝলে বাবুরা?

বিধু। কেন যাবে না? কারুরতো ধার ক'রে খাইনি বাবা—

কিরণ। আমি বড় লোকের ছেলে—আমার যে চিরদিন এম্‌নি যাবে সে বিষয় কারুর সন্দেহ আছে নাকি?

[ কিরণের প্রস্থান ]

আমাদেরও এইভাবে যেতেই হবে। নইলে আমাদের চল্‌বে কেমন ক'রে ?

বটে ?

গীত

ভাবছ কি এমনি যাবে দিন ?
স্থখের ঘরে প'ড়বে হানা—
( হ'লে ) বুড়োবুড়ীর দেহ ক্ষীন ॥
নগ্‌দা মুটের অধম হ'য়ে আন্‌ছে বাবা খেটে,
দাসীর অধম মা জননী, ( তাঁর ) অন্ন যায়না পেটে ;
( বাবুদের ) নেইকো দৃষ্টি সেদিকে মোটে ;—
( এখন ) পাহাড়ের আড়াসে আছ—
( তাই ) সকল দিকেই ভাব্‌না হীন ॥
এই স্থখের স্বপন ভাঙবে তখন—
( যখন ) পাহাড় যাবে স'রে,—
অন্নচিন্তা ঘাড়ে ধরে ফেল্‌বে কাবু ক'রে ;—
থাকবে না ঘর গুঁজ্‌তে মাথা,
হবে কি হাল—বুঝ্‌ছো কি তা ?
( তখন ) কোথায় পিতা, কোথায় মাতা,—
( ব'লে ) কাঁদ্‌বে হ'য়ে দীনের দীন।

[ সকলের প্রস্থান ]

## চতুর্থ দৃশ্য

দীনদাসের বাটীর প্রাঙ্গণ। কথা কহিতে কহিতে দীনদাস ও বড়গিন্নীর প্রবেশ

ব-গি। হ্যাঁগা—তাহ'লে কি কর্ব্বে বল ?

দীন। আমি আর কি বল্‌ব বল ? আর ব'লেই বা কি কর্ব্ব ? তুমি কি কথা দিয়ে এসেছ নাকি ?

ব-গি। পাকাপাকি কথা আমি কিছু দিইনি,—

দীন। পাত্রটী দেখেছ ?

ব-গি। আমার দ্বারা যতটা সম্ভব—ততটাই দেখেছি।

দীন। কেমন দেখলে ?

ব-গি। অবিশ্যি—বয়েস একটু হ'য়েছে।

দীন। একটু—মানে—কত আন্দাজ ?

ব-গি। হ্যাঁগা—আমি মেয়ে-মানুষ,—আমি কেমন ক'রে পুরুষের বয়েস আন্দাজ ক'র্ব্ব বল দিকি ?—মোটামুটি ব'লতে পারি, এই বোধ হয় ৫০।৫৫র ভেতর !

দীন। ৫০।৫৫ ওর হাটুর বয়েস ! প্রায় আশীর ধাক্কা !

ব-গি। পাগল না ক্ষেপা ! কি বল তার ঠিক নেই ! ৮০ বছর যার বয়েস,—সেতো থুথুড়ে বুড়ো ! একি তাই ? তোমার এই যে ৬০।৬২ বছর বয়েস, তোমায় কত বুড়ো দেখাচ্ছে বল দিকি ?

দীন। আমার কথা ছেড়ে দাও ! আমার মতন অবস্থার লোক যারা,—তাদের ৩০।৩৫ বছরেই বুড়ো দেখায়,—আমার ত ৬০।৬২ পেরিয়ে গেছে !

ব-গি। তুমি পাত্রটীকে দেখেছ ?

দীন। দু'বেলা দেখছি। যাক্—আমার দেখা দেখি, আমার পছন্দ—অপছন্দর কিছু আসে যায় না! জিজ্ঞাসা করি,—তোমার মত কি ? ও পাত্রে তুমি মেয়ে দিতে পার্ব্বে ?

ব-গি। তুমি থাক্‌তে আমার মতামত কি ?

দীন। আমি আছি তোমাকে কে ব'ল্লে বড়গিন্নী ? আমি নেই—আমি মরা,—আমি ভূত, আমি প্রেত! আমার অস্তিত্ব নেই,—আমার মতামতও নেই! তুমি মেয়ের মা, তোমার যদি ঐ পাত্রে অমন সোণার চাঁপা মেয়েকে দিতে কোন আপত্তি না হয়, এখনি দাও! আমি কোন কথা কইব না!

ব-গি। তোমার যদি আপত্তি থাকে, তোমার যদি ও পাত্রে পদ্মকে দিতে ইচ্ছা না হয়,—আমি দেবো—এত সাধ্য আমার হবে—বা—হওয়া উচিৎ ?

দীন। রগে ক'রোনা বড়গিন্নী,—এত মূর্খ আমি নই যে, বুঝতে পারিনে কি জন্যে—তুমি ঐ ৮০ বৎসরের বুড়োর হাতে পদ্মকে সঁপে দেবো ব'লে নিমরাজী হ'য়ে এসেছ! খুব বুঝতে পাচ্ছি—প্রাণে প্রাণে খুব অনুভব ক'র্ত্তে পাচ্ছি,—কি ভীষণ দাবানল তোমার ঐ মায়ের প্রাণের ভেতর জ্বলছে, পদ্মর সঙ্গে ঐ বৃদ্ধের বিবাহের কথাটা মনে ক'রে! উপায় নেই, ঐ পাত্রেই মেয়ের বিয়ে দিতেই হ'বে।

ব-গি। সবই ত বুঝছ ? এদিকে পদ্মর ভরা যোলো চলছে। একে তো আমাদের এই অবস্থা,—তার ওপর সমাজে একটা ঝাঁ

ক'রে কেউ দুর্নাম রটিয়ে দেবে, তখন এই দীন দুঃখী কাঙাল অবস্থাতে ক'রও কাছে মুখ দেখাতে পার্ব্বে না !

দীন। চুলোয় যাক্—ও সব কথা ! পাত্রের অবস্থার বিষয় কিছু শুন্‌লে ?

ব-গি। ছোটবৌ—কিরণ,—এদের কাছে যতদূর শুনেছি তা'তে খুবই ভাল ব'লে মনে হয়। তার ওপোর একজন ঘটক-ঠাকরুণ সেদিন পদ্মর সম্বন্ধ কর্ত্তে এ বাড়ীতে এসেছিল,— তা'কে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম,—"বাছা ! তুমি ত অনেক পল্লীগ্রামে যাতায়াত ক'র,—শেতলপুরের জমীদার রামলোচন চক্রবর্ত্তীকে চেনো ?" মাগী ব'ল্লে "খুব চিনি !"—

দীন। বটে—বটে ? অবস্থার কথা কিছু বল্লে ?

ব-গি। সে যে কত কি বল্লে—তার আর তোমায় কি বলব ? মাগীর মুখে যা শুন্‌লুম—ছোট বৌয়ের মুখে তার সিকির সিকিও শুনিনি। বলে ঐ রামলোচন চক্রবর্ত্তী মনে ক'ল্লে—এখনও ঘড়া ঘড়া মোহর বের ক'রে দিতে পারে এত টাকা ওর লুকোনো আছে।

দীন। মিছে কথা। ঘট্‌কী মাগীর কথাতো ! ও সব বাজে।

ব-গি। তা কি হয় গা ? সব বাজে কখনো হয় ?

( অজয়ের প্রবেশ )

অজয়। হ্যাঁ বড় কাকীমা, তোমরা কি সত্যিই ঐ বুড়ো রামলোচন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পদ্মর বিয়ে ঠিক ক'চ্ছ ?

ব-গি। কি করি বাবা অজয়। মেয়ের ১৬ বছর বয়স হ'ল—আর তো রাখতে পারি না।

অজয়। তা ব'লে কি ঐ গঙ্গাজলী বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতে হ'বে ? পাত্রের একটা কিছু দেখে তো মেয়েব বিয়ে দেয়,—ওর কি দেখে ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছ বড় কাকীমা ?

দীন। মেয়েটা দু'বেলা দুটো খেতে পাবে ! হাজার হো'ক—শেতলপুরের জমীদার তো বটে—

অজয়। ভাল ক'রে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কি ?

দীন। খোঁজ আর কি নেবো অজয় ? আর সুখদাস কিম্বা ছোটবৌমা কি এতদূর প্রতারণা আমার সঙ্গে ক'র্ত্তে পার্ব্বেন ?

অজয়। আশ্চর্য্য বড়কাকা—খুব আশ্চর্য্য যে আজও আপনি আপনার সুখদাস ভায়াকে চিনতে পার্লে'ন না !

(বিধু, সিধু, ও মাধবের জিনিষপত্র, বাজার ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ)

বিধু। আরে—অজয় দা—তুমি ?

ব-গি। হ্যাঁরে—ও সব কি ?

বিধু। কি আবার ? দেখতে পাচ্ছনা ? বাজার—বাজার ! ঐ সব মুটেরা মাথায় মোট নিয়ে আসছে,—যাও—ভাঁড়ার ঘর খুলে তোলোগে।

সিধু। একটু চট্‌পট্—একটু চট্‌পট—! চারজন বামুন এল ব'লে—

দীন। কি—এসব ব্যাপার কি ?

বিধু। ন্যাকা হ'লে যে তোমরা ? আজ যে পদ্মার পাকাদেখা ! রাম লোচন বাবু,—ওবাড়ীর কাকাবাবু,—কিরণ,—সব আসছে—পদ্মকে পাকা দেখতে—

দীন। এ্যাঁ—সে কি ? কই—আমাকে তো কিছু বলেনি ?

সিধু। বলেনি তোমাকে? অম্‌নি ন্যাকা সেজে গেলে?

বিধু। মা কি বল—তোমাকে কিছু বলেনি তারা! তুমিও কিছু বলনি তাদের যে. পদ্মকে পাকা দেখতে আস্‌তে হবে!

ব-গি। কই বাবা—তেমন কথাতো কিছু হয়নি—

সিধু। বুড়ো হ'লে ওরকম ভীমরতি হ'য়েই থাকে! ওঁদের মেয়ের বিয়ের চাড় নেই,—আমাদের বোন্—আমাদের তো তা ক'র্ল্লে চল্‌বে না! নাও—এস—সব উদ্যোগ আয়োজন করে ফেলি! মেধো যা—যা—মুটেদের বাড়ীর ভেতর নিয়ে যা!

[ মাধবের প্রস্থান

কি মা! তুমি হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে—না—মাছটাছ কুট্‌নো টুট্‌নো সব কোটাবার বন্দোবস্ত কর্ব্বে?

বিধু। অজয় দা এসেছ? ভালই হয়েছে! চল—তোমার বাড়ীতে গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসি.—আজ এখানে তোমাদের খেতে হবে। আমি নিশীথকে তার অফিসে ব'লে এসেছি! দেখা হ'লনা— একখানা চিঠি লিখে রেখে এলুম! ওরে সিধে! যেদো, সুবোধ, কেষ্টা, ললিত—এরা সব কি ক'র্ল্লে বল্ দিকি? ম্যাওয়া ট্যাওয়াগুলো এখনও এল না! Municipal market থেকে আধমণ ত্রিশ সের মটন্ আনতে হবে যে?

সিধু। আঃ গোলমাল কর কেন? তারা তো ঐ সব বাকী জিনিষগুলির বাজার কর্ত্তে গেছে,—তুমি যাওনা চট্ ক'রে—নেমন্তন্ন কটা সেরে এস না! ও মা—বলনা কা'কে কা'কে আর বল্‌তে হবে!

বিধু। বাবা—বলনা—পাড়ার কা'কে কা'কে বলতে হ'বে—বলনা ছাই! এতো ভারি মুস্কিলে পড়লুম গা! তোমার Officeএর কোন্ কোন বাবু টাবুকে—আঃ—বলি, কথা কচ্ছনা যে!

অজয়। তোমাদের বাবার Brain Paralysis হয়েছে—দেখে বুঝতে পাচ্ছ না? ডাক্তারকে ডেকে একবার Examine করাও—তোমাদের মা ঠাকরুণের বোধ হয় Heart fail কর্ব্বার উপক্রম!

বিধু। পদী—পদী—ও রে—অ পদী—

দীন। চুপ কর বাবা—চেঁচিও না, আমাদের একটু তলিয়ে সব বুঝতে দাও! কি—ব্যাপার কি? এ সব বাজারহাট ক'ল্লে কোথা থেকে? আর কেই বা হঠাৎ এ সমস্ত কাণ্ড ক'র্ত্তে বল্লে?

বিধু। হ্যা—হ্যা—বড় যে সব চাদ্দিকে ব'লে ব'লে বেড়ানো হয়,—"আমার ছেলেরা সংসারে কিছুই করে না।" কি রকম বোনের বিয়ে দিয়ে দিচ্চি ঘটা ক'রে,—দেখে তাক্ লেগে যাবে!

সিধু। টাকা—টাকা—কত টাকা চাই? এই দেখ—এখনও আমার হাতে তিরিশ টাকা! দাদা! তোমার হাতে কত আছে?

বিধু। তোর দরকার কি? যতই থাক্ না—

ব-গি। কে এত টাকা দিলে?

বিধু। বুঝতে পাচ্ছ না? তোমার নতুন জামাই—পদ্মরাণীর বর,—শেতলপুরের জমীদার, সেই রামলোচন চক্রবর্ত্তী মশায়! তিনশো টাকা নগদ পাকাদেখার খরচ—আমাদের ক'ভাইকে ডেকে হাতে দিলে—

সিং। ব'ল্লে—"কুচ পরোয়া নেই—আউর যেৎনা লাগে—দেঙ্গা"—

দীন। তা—আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে তোমরা টাকা কড়ি নিয়ে পাকাদেখার বন্দোবস্ত কর্লে কেন? আমার অমতে পদ্মর বিয়ে দেবার তোমাদের কি অধিকার?

সিধু। আল্‌বৎ অধিকার আছে—

বিধু। আমাদের মার পেটের বোন—

অজয়। আর বাপ বুঝি তোমাদের "গোলামকি গোলাম"?

বিধু। বাপ যদি তার মেয়ের বিয়ে দেবার চাড় না করে—আমরা কি হ'য়ে চুপ ক'রে থাক্‌বো?

দীন। আমি ওখানে মেয়ের বিয়ে দেবো না! কিছুতেই দেবো না! দেখি—কার ক্ষমতা—পদ্মর বিয়ে ওখানে দেয়—

[ সরোষে দীনদাসের প্রস্থান।

বিধু। ইঃ—এমনি আর কি? বিয়ে দেবে না? এমন সুপাত্র—বড়লোক—জমিদার পাত্র পেলে কত ব্যাটা বাবা ব'লে মেয়ে দিতে ছোটে!

ব-গি। অ—বাবা অজয়—যা বাবা—যা, তোর বড়কাকাকে একটু বুঝিয়ে ঠাণ্ডাঠুণ্ডি কর। ছেলেগুলো যে আমার একটাও মানুষ নয়! সেই সবই হবে—সেই ওখানেই বিয়ে দিতে হবে,—কর্ত্তাও রাজী হ'য়েছিলেন,—মাঝখান থেকে তোদের এরকম মুড়ুলি ক'রে বুড়ো মানুষকে চটাবার দরকার ছিল কি?

সিধু। আরে রেখে দাও—ও সব চটা ফটা! যে রকম বোনাই পাচ্ছি—তাতে বাবা টাবাকে থোড়াই Care করি! হুঁ—হুঁ—বাবা যে সে বোনাই নয়,—সব সম্বন্ধীদের মাসোয়ারা বন্দোবস্ত হ'চ্ছে একবার পদ্মকে—

হাড়িকাঠে ফেলতে পাল্লে হয়,—তা হ'লেই এক কোপে ছাডাং ড্যাডাং—ড্যাং ড্যা ড্যা – ড্যাং ! উঃ তারপর সেই ভগ্নীহত্যার রক্তে – কি রকম কাদামাটী আর ক'ভায়ের নেত্য ! এঁ্যা-- তোদেরও বলি বাছা, বড় চ্যাটং চ্যাটং বাক্যি তোদের – শুনলে মরা মানুষের পর্য্যন্ত রাগ হয় !

খোসামুদে কথা আমরা কইতে জানিনা।

আলবাৎ। সিধাবাৎ কহেঙ্গা – তা বাবাই হও আর পিসিমাই হও –

। কোথায় গেলেন দেখি আবার –

[ বড়গিন্নীর প্রস্থান ]

বুঝলি সিধে – মার আহ্লাদ হয়েছে !

হবেনা ? মহাভারত—রামায়ণ – পাঁচালীর হরি সঙ্কীর্ত্তনের বইটই পড়ে,—মাতো আর বাবার মতন মুক্ষু নয়।

। অজয়দা, First class gram fed mutton এর কোর্ম্মা হবে, তুমিতো খুব ভালবাসো। খুব খাওয়া যাবে।

য়। তার চেয়ে ভাল জিনিষ কোচ্ছো তোমরা,—Sister blood-shed mutton। ভায়েরা মিলে খুব তারিয়ে তারিয়ে খেও,— দেহে বকাসুরের বল হবে। আমি ত মাছমাংস ছেড়েই দিইছি –

( যাদবের প্রবেশ )

দব। বড়দা, মেজদা, – যাও – যাও, – কিরণদাদা – রামলোচন বাবু মোটরে ক'রে এসেছে – যাও – যাও – খাতির ক'রে নামিয়ে নিয়ে এস –

বিধু সিধু। এ্যা—এ্যা—এর মধ্যে ? তাইতো—তাইতো—

[ বিধু সিধুর প্রস্থান

কেষ্ট। আঃ বৈঠকখানায় একটু বসবার মতন বিছানা নেই। তক্তা পোষটা ভাঙা, না আছে একটা চাদর,—না আছে একটা বালিস্‌,—না আছে একটা ভাল মাদুর। ভদ্রলোকদের কোথা বসাই বল দিকি ?

অজয়। হবু বোনায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঝাঁ করে বাঁজার থেকে কিনে আনো না! নিদেন একটা দড়ীর চারপায়া; জমিদা বোনাই বাবু বস্‌বেন,—পরে পদ্মরাণীকে নিয়ে ঐতে শুয়ে কা মিত্রের আস্তানায় রওনা হবেন।

যাদব। ছি—ছি—ওকি অজয়দা ? শুভকাজে অলুক্ষণে কথা কই কেন ?

অজয়। কাজ এগিয়ে রাখাই ভাল ভায়া।

( অত্যন্ত বাবুসাজে রামলোচন, কিরণ, বিধু, সিধু, প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের প্রবেশ )

বিধু সিধু ভ্রাতৃগণ। } আস্তাজ্ঞে হোক্‌—রামলোচনবাবু—আস্তাজ্ঞে হোক্‌।

অজয়। বোস্তাজ্ঞে হোক্‌,—উই ঢিপির ওপোর থাবড়ি খেয়ে।

কিরণ। এই যে অজয়দা—কতক্ষণ ?

অজয়। পুলিশে খবর পেয়েই ছুটে আস্‌ছি ? বালিকা হত্যা হবে—

কিরণ। কি রকম ?

বিধু। ঠাট্টা কচ্ছে—বুঝতে পাচ্ছনা কিরণ। পদ্মরাণী যে ওকে দাদা বা

সিধু। আমাদের বাড়ী পবিত্র হ'লো—শেত্তলপুরের জমীদার বাবুর পায়ের ধূলো প'ড়লো।

অজয়। একেবারে গোবরছড়ার কাজ হ'ল আর কি!

রাম। হ্যা—হ্যা—অজয় বাবু বড় ভাল লোক—বড় খাসা লোক। ওঁর লেখা টেখা আমি সর্ব্বদাই পড়ে থাকি। চমৎকার বাঁধুনি—সুন্দর গাঁথুনি—গল্পের ভাবটাব কি মজাদার। এবার নতুন কি লিখ্ছেন?

অজয়। বুড়োর ঘোড়ারোগ।

কিরণ। কই হে—জ্যাঠামশাই কোথায় বিধু দা?

বিধু। তিনি—তিনি—

সিধু। বোধ হয়—ভাত খাচ্ছেন—

অজয়। ভাত নয়,—খাবি খাচ্ছেন।

বিধু। চুপ করনা অজয় দা। তোমার ও ইয়ারকি মোটে ভাল লাগছে না।

সিধু। হ্যাঁ—যা বলেছ বড়দা। রসিকতার আর সময় অসময় নেই। কল্লেই হল।

অজয়। নিশ্চয়ই। বিয়ের যদি সময় অসময় না থাকে—তা হলে রসিকতার সময় অসময় থাকা উচিত কি?

কিরণ। আমি বাড়ীর ভেতর যাই—জ্যাঠামশাই কোথায় দেখি? এ কি রকম ভদ্রতা? ভদ্রলোক বাড়ীতে এসেছে,—একটু খাতির করা নেই—আপ্যায়িত করা নেই—

[ কিরণের প্রস্থান ]

বিধু। ভালই হয়েছে। কিরণ বাড়ীর ভেতর গেছে—সব ঠিক হ'য়ে যাবে এখন।

রাম। কেন—কেন—কিছু গোলযোগ হয়েছে নাকি ভায়ারা?

অজয়। কিছু না। পদ্মকে আপনি আস্ত জলযোগ কর্ত্তে এসেছেন বাপমা তারই সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত আছেন।

বিধু। রামলোচন বাবুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় কষ্ট হচ্ছে কি?

সিধু। একখানা চেয়ার টেয়ার এনে দেবো?

রাম। কিছু দরকার নেই ভায়ারা—আমি দিব্য আছি—খাসা আছি। হ্যাঁ হে ভায়ারা—টাকাকড়ির কিছু অনটন পড়েনি তো? আর কিছু চাই—এই বেলা বল। লজ্জা কোরোনা—

অজয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঘাট খরচাটা হাতিয়ে রাখ। সে সময় কান্নাকাটীর গোলমালে—চাওয়ার সুবিধা হবেনা।

বিধু। ছি—ছি অজয়দা—তুমি সব যাচ্ছেতাই বলতে আরম্ভ করেছ।

রাম। বলুক—বলুক—বন্ধুবান্ধবে বিয়ের সময় দুটো চারটে আমোদের কথা বলেই থাকে। এতে আমি বড় খুসী। অজয় বাবু। এক দিন চলুন—আমার জমীদারিতে বেড়িয়ে আসবেন। মাছটাছ ধরা বাই আছে?

অজয়। বুড়ো বুড়ো কুমীর মারা বাই আছে—যারা ছোট খাটো মেয়ে গিলে খায়। সে রকম বাগে পাইতো খুঁচিয়ে শিকার কর্ব্বার বড় ইচ্ছে হয়।

বিধু। বিয়ের পর আমার কথাটা মনে থাকবে তো?

রাম। নিশ্চয়ই। তোমার পরিবারের নেকলেস্ আমি কালই স্যাকরাকে—

বিধু। আঃ—চুপ করুন না—সকলের সাম্‌নে—ছি—ছি—

মধু। আমার পঁচিশ টাকা মাসোয়ারা আগাম দিতে হবে কিন্তু। তার কমে আমার দুধ খাওয়া হয় না।

রাম। আরে দাদা—আমি তোর জন্তে দুটো ভাগলপুরি গাই এনে দেবো। আর তাদের যা খরচা লাগে সব আমি যোগাব—

মধু। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—দেখেছ—দেখেছ অজয়দা! খুবতো ঠাট্টা কচ্ছিলে—এমন বোনাই কোথাও দেখেছ?

অজয়। বৌকুণ্ডুর যাত্রার সংএ একবার দেখছি দাদা—এটি বেশ মনে পড়ে।

অন্যান্য ভ্রাতাগণ } আর আমাদের গুলো বুঝি ভুলে যাচ্ছেন?

রাম। মহাভারত। তোমাদের সকলকার কথা আমার খাতায় নোট করা আছে,—জমিদারীতে গিয়েই সরকার মশাইকে ফেলে দেবো, ফলে কাজ হবে দাদা—ফলে কাজ হবে। (এক এক জনকে) তোমার একটি ষ্টেজ—তোমার একটি হারমনিয়ম—তোমার কখানা বই ছাপিয়ে দেওয়া,—তোমার একটি তানপুরা আর পাখোয়াজ—আর যাদের যা, সব মনে না থাকুক—লেখা আছে।

অজয়। আমার একটা কিছু না দিলে যে অন্যায় হবে।

রাম। কি চান ভায়া—আপনি কি চান—বলুন?

অজয়। ঐ মুখের একখানি গোবরের ছাঁচ আমি Exhibitionএ রেখে দেবো। তলায় কাগজ লিখে এঁটে রাখবো, অদ্ভুত জীব of Bengal। কিম্ভুত বাঙালী।

( কিরণ ও দীনদাসের পুনঃ প্রবেশ )

রাম। ( সাষ্টাঙ্গে ভূতলে শুইয়া প্রণাম করণ ) একটু পায়ের ধূলো অধম সন্তানকে দিন। আমি আপনার পেটের সন্তান মুখুয্যে মশাই।

অজয়। কিরণবাবু—বিধু—সিধু—ওহে ভায়ারা—তোলো তোলো—পাত্র মশাইকে তোলো। সর্ব্বাঙ্গ বাতে পঙ্গু,—চাগাড় না দিলে উঠতে পার্ব্বেনা। তোলো—তোলো—আমিও হাত লাগাবো নাকি ?

বিধু। তুমি থামো দেখি! উঠুন রামলোচন বাবু—আপনি জমিদার; অমন করে কি আপনার প্রণাম করা উচিত ? উঠুন। ধর্ব্ব কি ?

রাম। কেন, ধর্ত্তে হবে কেন ? আমি কি বেতো রুগী নাকি। এই তড়াক্ করে উঠলুম ( অতি কষ্টে বিধু সিধু ইত্যাদি ভ্রাতাগণকে ধরিয়া উত্থান ) এই তো—এই তো—কেউ কিছু টের পেলে যে কখনো আমার বাত হয়েছিল ?

অজয়। নাঃ—কিছুমাত্র না। লম্বা হয়ে শুয়ে থাকলে কার বাবার সাধ্যি ধরে।

বিধু। অজয় দা। তুমি এরকম কল্লে ভাল হবে না কিন্তু তা বলে দিচ্ছি!

দীন। বাবা অজয়! আমার অনুরোধ তুমি বাড়ী যাও। আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে এরকম অপমানিত হবার কোনও দরকার নেই।

অজয়। মাপ কর্ব্বেন বড় কাকা। আমি চুপটি করে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকবো—আর একটি কথাও কইব না।

কিরণ। বিধুদা—সিধুদা—যাওনা—পদ্মকে নিয়ে এসে একবার ঠাকুর্দ্দাকে দেখিয়ে দাও না

সিধু। কাকাবাবু আসবেন মা ?

কিরণ। বাবার কিছু ঠিক নেই। এলেও আসতে পারেন, না এলেও না আসতে পারেন। আমরা ততক্ষণ কাজটা একটু এগিয়ে রাখিনা। ( বিধুর প্রস্থান ) মাধব। তুমি ভাই আমার মোটর চেপে চট্ করে আমাদের বাড়ী যাও। সেখানে ভটচাষ্যি মশাই আছেন, তাঁকে তুলে নিয়ে এসো

[ মাধবের প্রস্থান ]

( পদ্মকে লইয়া বিধুর প্রবেশ )

বিধু। যা ঐ রামলোচন বাবুকে আগে প্রণাম কর্।

পদ্ম। বাবা দাঁড়িয়ে থাক্‌তে আমি আগে কাকেও প্রণাম করিনা বড়দা, আমার হাত ছেড়ে দাও।

কিরণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই যাও পদ্মরাণী—জ্যাঠামশাইকে আগে প্রণাম কর। বিধুদার যদি কোন বুদ্ধিশুদ্ধি থকে।

বিধু। দেখছেন রামলোচন বাবু, ভগ্নীটির আমার কি রকম এটিকেট দোরোস্তো।

পদ্ম। বাবা। এমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ? তোমার কি অসুখ কচ্ছে বাবা ?

দীন। কিছু না মা, এ দেহে কি অসুখ থাকতে পারে ? আয় পদ্ম—একবার বুকে আয় মা আমার ; আয় আয় উঃ—

পদ্ম। অমন কর্চ্চ কেন বাবা ? চোখ দুটো রাঙা হয়ে উঠেছে—বুকটা ঢিব্ ঢিব্ কচ্ছে, গা হাত পা কাঁপছে। অ মা, মা ! এদিকে এসো মা। চল বাবা ঘরের ভেতরে চল—

সিধু। ছেলেমান্‌ষি করিস্‌নি পদী—ছেলেমান্‌ষি করিস্‌নি। বাবার আবার অসুখ কি কর্ব্বে ? ন্যাকরা ক'চ্ছে—বুঝতে পাচ্ছিস্‌ না ?

পদ্ম। বাবাকে ওরকম কথা বোলোনা বল্‌ছি মেজদা।

কিরণ। আঃ ! ওরকম কচ্ছ কেন সিধুদা ? আজকের দিনে পদ্মকে ওরকম করে খিঁচোচ্ছো কেন ?

দীন। পদ্ম ! দাদারা যা বলে তাই শোন মা, আর তোমার বাবার দিকে চেওনা। তোমার বাবা মরেছে।

পদ্ম। বালাই—বালাই—ওকি কথা বাবা ! অমন কথা ব'লোতো আমি এখুনি বাড়ীর ভেতর গিয়ে দরজায় খিল দেবো। তুমি ডাকলেও দোর খুলবোনা।

( বড় গিন্নীর প্রবেশ )

ব-গি। হ্যাঁ গা ! মেয়ের সামনে কি আবোল তাবোল বকছো ?

কিরণ। জ্যাঠাই মা। পদ্মকে এদিকে আস্‌তে বল। তুমি বাপু দাঁড়িয়ে থেকে দেখাশুনোটা শেষ করিয়ে দাও। এখানে তো আর বাইরের লোক নেই।

( নিশীথের প্রবেশ )

নিশীথ। কি, ব্যাপার কি ! হ্যাঁহে বিধুদা ! হঠাৎ নেমন্তন্নটা কিসের ? যে তোমার দেব অক্ষর—বহুকষ্টে বুঝে নিইছি আজ তোমাদের বাড়ীতে আহার করে তোমাদের কৃতার্থ কর্ত্তে হবে।

বিধু। আজ পদ্মর পাকাদেখা !

নিশীথ। পদ্মর পাকাদেখা ? কাঁচা কবে হ'ল ?

অজয়। কাঁচ্‌বার অবকাশ হয়নি হে নিশীথ। একেবারে কুঁড়ী থেকেই পাক ধরেছে—দুদিন পরেই পচ্‌ ধ'রে গ'লে পড়বে!

নিশীথ। কি রকম বল দেখি বিধুদা। পদ্মর বিয়ে কোথায় হচ্ছে? এখানে সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন তো দেখছি। কারুর মুখে কথা নেই। যুথুযো মশাই—মা—এঁরা একপাশে দাঁড়িয়ে কি ব্যাপার কি? কোন রকম গোলমাল বেধেছে নাকি?

কিরণ। গোলমাল বাধবে কিসের জন্যে? আমার বাবা, ভট্‌চায মশাই আরও দু একজন লোক আসবার অপেক্ষা কচ্ছি। এখনই পাকাদেখা হবে আর কি?

দীন। বাবা নিশীথ! এসেছ, ভালই হয়েছে। তোমরা দাঁড়িয়ে পদ্মর বিয়ের ব্যবস্থা কর, আমার শরীর বড্ড খারাপ হয়েছে, আমি যাই—একটু শুইগে।

পদ্ম। চলনা বাবা—তুমি ঘরের ভেতর শোবে চলনা।

ব-গি। নিশীথ! তোকে ব্যগ্রতা করি বাবা, তুই কর্ত্তাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে যা। শুভকর্ম্মটা ভালয় ভালয় হয়ে যাক্‌।

দীন। কেন বড়গিন্নী? আমি কি অবুঝের মতন কাজ করছি?

ব-গি। কচ্ছ বইকি? এক রকম যা হোক সব কথাবার্ত্তা ঠিক হ'ল, এখন বাড়ীতে পাঁচজন কুটুম্বসাক্ষাৎ—ভদ্রলোক এসেছেন—আস্‌ছেন, এ সময় মেয়েকে বুকে করে—এ সব কেন বল দিকি?

নিশীথ। বলি—বিয়েটা হ'চ্ছে কোথায় হে কিরণ? এঁরা তো কেউ বল্‌বেন না দেখছি।

কিরণ। আমারই এক আত্মীয়ের সঙ্গে। খুব ভাল ঘর—পাত্রটি নিজে জমিদার।

নিশীথ। বেশ—ভাল কথাই তো! খুব সুখের বিষয়। অমন সুন্দরী মেয়ে—রাজারাজড়ার ঘরেরই যোগ্যা। তবে দুঃখ কেন মুখুয্যে মশাই? পাত্রটি কি লেখাপড়া তেমন জানেন না?

অজয়। রায়চাঁদ—প্রেমচাঁদ—কালাচাঁদ—লালচাঁদ সব কটা এক সঙ্গে পাশ! এখনও কালারসিপ পাচ্ছেন!

নিশীথ। আঃ—চুপ্ করোনা অজয়দা! হ্যাঁহে কিরণবাবু—পাত্রটি দেখতে—তত ভাল নয় নাকি?

অজয়। নব কার্ত্তিক—ময়ূরটা উড়ে গেছে, এখন একটা গাধা খোঁজা হচ্ছে—কার ঘাড়ে উনি চাপবেন। পাত্র এই যে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে।

রাম। নমস্কার দাদা নিশীথ বাবু! ভলে আছেন? আমাকে উনি দেখেছেন বই কি?

কিরণ। ইনি আমার মার মামা হন। মধ্যে মধ্যে এসে আমাদের বাড়ীতে থাকেন—

রাম। কালেক্‌টিরি খাজনা টাজনা দিতে, জমিদারী সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা কর্ত্তে কলকাতায় আস্‌তে হয় কিনা! তা তা আমার এই ভায়া কিছুতেই ছাড়েন না! নইলে, ইংরেজটোলায় আমার বাড়ী ভাড়া করা আছে। বিয়ে করেই সেখানে ঘর বসতি কর্ব্ব।

নিশীথ। আপনিই কি পদ্মর বর?

রাম। আমার মুখে সেটা বলা কি শোভা পায় দাদা?

নিশীথ। এই ব্যক্তি পদ্মরাণীর বর?

কিরণ। হাঁ—তা—কি হ'য়েছে?

নিশীথ। কি হ'য়েছে? এই মুমূর্ষু বৃদ্ধ ঐ পদ্মরাণীর বর হবে? বিধু সিধু—যাদব—মাধব—সুবোধ—কেষ্টো? এই বৃদ্ধ তোমাদের ঐ ভুবনমোহিনী ভগ্নীকে বিবাহ করে নিয়ে যাবে?

বিধু-সিধু। আলবৎ! তোমার কি? তুমি কথা কইবার কে?

নিশীথ। আমি কথা কইবার কে? আমি বাঙালী—আমি বাঙালীর মেয়ের সর্ব্বনাশ কখনই হ'তে দেবোনা!

রাম। (স্বগত) দিলে বুঝি শালা সব ফাঁসিয়ে!

কিরণ। মেয়ের বাপ মা ভাইয়েরা যদি বিয়ে দেয়—তুমি কি করে আট্‌কাবে নিশীথ বাবু?

বিধু। রামলোচনবাবু বড়লোক, জমিদার—

(ভিখারিণীর প্রবেশ)

ভিখা। কে জমিদার! কিসের বড়লোক? রামলোচন চক্রবর্ত্তী আবার জমিদার কিসের? মনে করেছিলুম চুপ করে থাকবো, কোন কথা কইব না। কিন্তু না কথা কইলে যে দাঁড়িয়ে সর্ব্বনাশ হয়। এমন একটা সোনার প্রতিমাকে পাঁকের ভেতর বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। শোন সকলে, ঐ বুড়োকে আমি খুব চিনি। ওই শেতলপুর গাঁয়ে আমার বাপের বাড়ী ছিল। কে বলে ও জমিদার? একশো বছর আগে কোন্ পুরুষে ওদের কে জমিদার ছিল শুনতে পাই, এখন ওরা জমাদারেরও অধম। উদ খেতে খুদ নেই, চিরকালটা ঐ বুড়ো বড়লোকদের মোসাহেবী

করে এসেছে—জাল জোচ্চুরী করে এসেছে ; বোধ হয় দু'এক ক্ষেপ জেলটেলও খেটে এসেছে,—ও এখানে জমিদার সেজে একটা অভাগিনী সোনার চাঁপা মেয়ের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে এসেছে।

রাম। এই—তুই কোথা থেকে এলি? তুই কোথা থেকে জুটলি! পাজী বেটি! দূর হ আমার সামনে থেকে—বেরো—বেরো—নইলে তোকে—

ভিখা। বেরোবো বইকি, আগে তোমার ভিরকুটি ভাঙি—তারপর বেরুবো! ঘাটের মড়া! বিয়ে করবে! বলি, ও কনের মা দে—দে—মেয়েটার হাত পা বেধে জলে ফেলে দে না! মেয়ের একাদশীর ব্যবস্থাটা করে রেখেছিস্ তো? দে—দে—শীগগীর সঁপে দে, এমন সুপাত্র আর পাবিনা! আহা—তিনকুলে কেউ নেই! মান্ধাতার আমলের এক ভাঙা পুরানো ইট-বার-করা বাড়ী, সেখান থেকেও সরিকেরা ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছে, এখন ভাগ্নী-জামায়ের অন্নদাস! এমন সুপাত্র আর পাবি কোথায় মা?

নিশীথ। কি মুখুয্যে মশাই? আসুন না এদিকে! আপনি কথা কইছেন না কেন? বলি এসব কাণ্ডকারখানা কি? একি! আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি আপনার ছেলে—আমাকে সব কথা খুলে বলুন!

দীন। কি বলব বাবা—বলবার আমার কি আছে?

নিশীথ। আপনি বাপ হয়ে মেয়েকে হত্যা করতে চান?

দীন। সাধ করে তাকি কেউ করে নিশীথ? বিশেষতঃ পদ্মরাণীর মত মেয়ে—

়। নিশীথবাবু! আপনি রাগ কর্বেন না। আমরা বড় দুঃখী—
আমার দুঃখী বাবার উপর রাগ কর্বেন না।

ীথ। মুখুয্যে মশাই, আপনার পায়ে ধর্চ্ছি,—মা—আপনার পায়ে ধর্চ্ছি, আপনারা এখুনি এ বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিন।

গি। কি ক'রবো বাবা? এঁরা খরচপাতি দিয়ে সব উয্যুগ সুয্যুগ ক'রেছেন—

ু। তিন্‌শো টাকা,—বড় চাট্টিখানি নয়,—আরও দুশো একৃশো খরচ দেবেন ব'লেছেন।

। সেটা না হয় এখুনি দিচ্ছি—

ী। খরচ দিয়ে থাকেন,—এই নিন্—আমি পাঁচশো টাকা দিচ্ছি। "দে কোম্পানীকে" কাগজের দরুণ দেবো ব'লে নিয়ে যাচ্ছিলুম, চুলোয় যাক্—চেকেই Payment ক'র্‌বো। এই নিন্—নিন্ মুখুয্যে মশাই। দান নয়,—ভিক্ষে নয়,—আমি আপনার ছেলে। আপনাকে পিতৃজ্ঞানে মর্য্যাদাস্বরূপ দিচ্ছি। নিন্—নিন্। আচ্ছা। আপনি না নেন বিধু—সিধু—ভাই—তোমরাই নাও। এই টাকা দিয়ে ওঁদের ঋণ পরিশোধ কর।

। তাহলে পদ্মর বিয়ে তুমি বন্ধ কর্ত্তে চাও?

াথ। আলবৎ।

ু। কোন্ শালা বন্ধ কর্ত্তে দেবে? সরে যাও সব। চলে আয় পদ্ম —রামলোচন বাবুর কাছে পাকা দেখা হয়ে যাক্—(পদ্মকে হাত ধরিয়া আকর্ষণ)

। উঃ—উঃ—ছেড়ে দাও মজদা—লাগে—লাগে—

। ছেড়েদে হারামজাদা বেটারা—ছেড়েদে বল্‌ছি আমার মেয়েকে।

নিকালো সব আমার বাড়ী থেকে। আমি দেবোনা মেয়ে বিয়ে। নিশীথ—নিশীথ—বাপ আমার। এতক্ষণ কোথা ছিলি ? একটু আগে এলে, এতক্ষণ ধরে নরক যন্ত্রণা আমাকে ভোগ কর্ত্তে হতনা। যা বাবা—তুই আর অজয় এই ভিখারিণী-বেশিনী মা অন্নপূর্ণার সঙ্গে পদ্মকে এ শত্রুপুরী থেকে নিয়ে যা—নইলে এই দুষমন ছেলেরা এখুনি মেয়েটাকে খুন করবে।

সিধু। (লাফাইয়া) বড়দা—তুমি কি পুরুষবাচ্চা না কাফের ? মেধো—সুবে—কেষ্টা—নলে—যদি বাপের বেটা হোস্—নিয়ে আয় লেড়কি। কে আমাদের বাড়ী থেকে আমাদের বোন্‌কে নিয়ে যায়—আজ দেখেঙ্গা। আব্বাস খলিফার সাকরেদ আমি,—সব আজ খুন করেঙ্গা—

[ অন্তঃপুরে প্রস্থান ;

ব-গি। ও বাবা নিশীথ ! ও বাবা নিশীথ ! যেতে দে বাবা—যেতে দে ; তুই আর গণ্ডোগোলের মধ্যে থাকিস্‌নি।

নিশীথ। কিছু ভেবোনা মা—আমি এত কাপুরুষ নই যে, তোমার এই অকাট মুক্ষু গোটা দুচার ছেলেদের ভয়ে এত বড় সর্ব্বনাশ চোখের সাম্‌নে হতে দেবো। একটা স্ত্রীহত্যা—বালিকাহত্যা হতে দেবো। এখুনি আমি ক্লাবের ছোঁকরাদের খবর পাঠিয়ে এখানে জড় কচ্ছি। অজয়দা ! যাও তুমি শীগগীর clubএ গিয়ে হরিশ—বিপিন—নিবারণ, এদের সকলকে ডেকে নিয়ে এস।

অজয়। কাকেও দরকার নেই নিশীথ ;—তুমি আমি দুজনেই এদের মতন দশ বিশটা গন্ধমুষিককে কাৎ করে ফেল্‌তে পার্ব্ব।

কিরণ। নিশীথবাবু। বিয়েতো ভাঙিয়ে দিচ্ছেন ; কিন্তু জ্যাঠামশায়ের দশাটা কি হবে ভাবুন ! বাবার কাছে ওঁর আট—ন—হাজার টাকা ধার। বাড়ীখানি ওঁর এই সর্ত্তে বন্ধক আছে যে, তিন বছর উৎরে গেলে উনি যদি টাকা পরিশোধ না কর্ত্তে পারেন, —তাহলে এ বাড়ী আমার বাবার অধিকারে আসবে। তিন বছর ছেড়ে প্রায় পাঁচ বছর হতে যায়,—এক পয়সা সুদ কখনো দেন্‌নি—আসল তো চুলোয় যাক্—

নিশীথ। আরে রেখে দাও তোমার বাবার কাছে ধার। ধার এ বাজারে কার নেই ? ধার করেছেন উনি বুঝবেন। তার জন্যে এই অবলা মেয়েটাকে জবাই কর্ব্বার ওঁর অধিকার কি ?

[?]ন। চুলোয় যাক্‌গে বাড়ী—যাক্—সর্ব্বস্ব যাক্ আমার। এসব ভূত প্রেতের জন্যে আমার বাড়ীঘর রাখবার দরকারই বা কি ? আমি তো জেনে শুনেই এ বাড়ী সুখদাসকে এক রকম বিক্রীই করেছি। নিক্ সে বাড়ী,—আমি মেয়ের হাত ধরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব।

রাম। তাহলে আমরা যে বায়না করে রেখেছি—

নিশীথ। ইচ্ছে হয় টাকা ফিরিয়ে নিন্,—নয়তো উকিল দিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

অজয়। তাতো দেবে—কিন্তু এখন উপায় কি ? আজকের এত খাওয়া-দাওয়ার উদ্যোগ,—তার ওপর পদ্মর বিয়ের প্রথম শুভ কার্য্যটা—

নিশীথ। চলনা অজয়দা, একবার বিমলের কাছে যাই। তার তে বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে শুনছি।

অজয়। সেতো পরশু বদ্যিনাথে বেড়াতে গেছে।

নিশীথ। তাহলে, কি হবে—এখন দিনকতক সবুর কল্লে ভাল হয়না মুখুয্যে মশাই! আমি দু'চার দিনের মধ্যেই পদ্মর জন্যে সুপাত্র ঠিক করে আন্‌ছি। আপনারা দু-চার দিন—মাত্র—দু-চার দিন আমাকে সময় দিন—দোহাই আপনাদের—

অজয়। সুপাত্রতো তোমার সঙ্গেই আছে দাদা!

নিশীথ। কই? কোথায়? কে অজয়দা? বিপিন—হরিশ—এরাতো কায়স্থ। রমেশ—সুরেশ—এরাতো মুখুয্যে। অখিল—ওতো বারেন্দ্র শ্রেণী।

অজয়। কেন, নিশীথ!

নিশীথ। কে নিশীথ?

অজয়। নিশীথ বাঁড়ুয্যে—বি—এস—সি। হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিষ্টার মিঃ জেঃ, এন্ ব্যানার্জ্জি, অর্থাৎ যোগেন্দ্র বাঁড়ুয্যে মশাইএর একমাত্র পুত্র। তুমি সাম্‌নে থাকতে—পদ্মর বিয়ের আজ এই ভীষণ সমস্যা।

নিশীথ। আমি—আমি—তা—তা—তা—

ভিখা। হ্যাঁ—তুমি! তোমাকেই কর্ত্তেকে এ বিয়ে—এত লম্ফঝম্ফ—এত বাকচাতুরী কি এই একটী কথায় সব নিবে গেল বাক্যবীর। শুধু কি বাকশক্তি দেখাবার জন্যই বাঙালী জাতিকে ভগবান সৃষ্টি করে পাঠিয়েছেন। কাজে কি কখনো কিছু সে দেখাবে না? জগতের লোক বলে, "বাঙালী সকল কাজেই ছুটে এগিয়ে যায়,—কিন্তু যেই

স্বার্থে তার একটু ঘা পড়ে, অমনি সবার আগে সে পেছু হটে এসে একেবারে কার্য্যক্ষেত্র থেকে অন্তর্ধ্যান হয়,"—সে কি তবে সত্য কথা? কেন? কিসের জন্যে থমকে গেলে বাবু? দেখ দিকি—ঐ ভুবনমোহিনী দেবীপ্রতিমার দিকে,—ও কি তোমার যোগ্যা নয়। কোটীপতির ছেলে তুমি,—তুমি মনে এঁচে রেখেছ—তোমারই সমান অবস্থার একজন ধনবানের কন্যাকে বিয়ে করে—লক্ষ টাকার যৌতুক ঘরে এনে তুলবে। —কেমন? এই রকম দীন দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্থ ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাইবার তোমার অবকাশ কোথায়?

অজয়। কি নিশীথ—চুপ করে রইলে যে?

বিধু। হুঁ—হুঁ—জানি হে জানি। লেকচার ঝাড়তে পারে সবাই। সিন্নি দেখে এগিয়ে শেষে কোঁৎকা দেখে সবাই পেছোয়। এসনা—কেমন বাপের বেটা দেখি!

নিশীথ। কি বল্লে? বাপের বেটা আমি নই? মুখুয্যে মশাই! আমার হাতে আপনার মেয়েকে দান কর্ত্তে পার্ব্বেন?

দীন। বাবা নিশীথ! একি শুনি! দীন দরিদ্র আমি, এ দুরাশা কি আমি কর্ত্তে পারি?

নিশীথ। (বড়গিন্নীর দিকে চাহিয়া) পদ্মকে আমায় দিয়ে আপনি সুখী হতে পার্ব্বেন?

ব-গি। বাবারে! কাঙালের মেয়ে কি রাজরাজেশ্বরী হবে?

নিশীথ। পদ্ম! মুখ তোলো—লজ্জা করোনা। আমার গলায় মালা দিতে তোমার প্রবৃত্তি হয়?

(বড়গিন্নির ইঙ্গিতে পদ্ম নীরবে নিশীথকে প্রণাম করিল)

নিশীথ। তবে এস পদ্ম। এস, দীন দরিদ্র,—ঋণগ্রস্ত,—বাঙ্গালীর ঘরের অমূল্য কৌস্তুভমণি। এস পদ্মরাণী। তুমি বাঙালীর মেয়ে—আমি বাঙালীর ছেলে। বাঙালী হয়ে বাঙালীর মুখ কেমন করে চাইতে হয়—আজ তোমাকে আমার জীবনসঙ্গিনী করে বাঙালীসমাজে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিই।

( পদ্মর দুইহস্ত ধারণ )

———*———
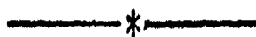
## তৃতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

ফ্লোরার বাড়ীর সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া বিধু ও ফ্লোরার মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

বিধু। এইটে কি তোমার ভদ্রতা হল ?

ফ্লোরা। আমার আবার অভদ্রতা কোনখান্‌টায় দেখলে ? আমি কি তোমার ইয়ারদের নেমন্তন্ন করেছি—না—কর্ত্তে বলেছি !

বিধু। গোটা পঞ্চাশেক টাকা তুমি আজ দিতে পাল্লে না ?

ফ্লোরা। ৮।১০ দিন ধরে তো প্রত্যহ ঘর থেকে টাকা দিচ্ছি। রোজই বোল্‌ছ—এই আজ টাকা এনে দিচ্ছি—এই আজ নেত্যবাবু টাকা আনছে। এই কদিনে শ' খানেক টাকা বের করে দিলুম, আর কেন দেবো বলতো ?

বিধু। বেশ্যারা এই রকম নেমকহারামই বটে। কদিনের ভেতর হাজার দেড়েক টাকা তোমাকে দিলুম—

ফ্লোরা। মিছে বোলোনা বল্‌ছি। হাজার দেড়েক টাকা—আমাকে দিয়েছ ? নিজের ইয়ার বন্ধু, মদ আর মাংস—এইতে কত টাকা খরচ কল্লে বল দিকি ! হিসেব করে দেখ আমি তোমার কাছ থেকে কটা টাকা পেয়েছি !

অজয়। এখনি তোমাকে একবার আমার সঙ্গে Medical Collegeএ যেতে হবে।

বিধু। Medical Collegeএ? এখুনি?

নেত্য। Impossible!

অজয়। "There is nothing impossible under the sun!" বিধু বাবু! চল—বাক্যব্যয় কোরোনা—তোমার স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায়!

সকলে। এঁ্যা—সেকি?

অজয়। আজ দুপুরবেলায় তিনি তাঁর বাপের বাড়ীতে দোতলার ছাদের ওপোর উঠে—কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে—দেশালাই জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এখনও মরেননি—তবে বোধ হয়—আর ঘণ্টা খানেক!

নেত্য। মতলবটা খাটিয়ে এসেছেন ভাল! খুব লাগতাই বটে! কিন্তু বিধু বাবু কি এতটাই বোকা যে, চট্ করেই এ ভাঁওতায় ভুলবেন?

ফ্লোরা। নেত্যবাবু! আপনি এটর্ণীই হোন আর লাট সাহেবই হোন্—আমার বাড়ীতে বসে ভদ্রলোকের অপমান কর্ব্বেন না বলে দিচ্ছি। বিধু বাবু! এখুনি যাও,—এখুনি অজয় বাবুর সঙ্গে Medical Collegeএ যাও! আর এক মুহূর্ত্ত যদি এখানে থাক—আমি কেলেঙ্কারী কর্ব্ব!

বিধু। চল!

নেত্য। যাচ্ছ যাও; আবার কাল আসা চাই কিন্তু!

অজয়। কালকের কথা কাল আছে ভাই। প্রবৃত্তি হয়তো দাহ ক'রেই সটান ঘাট থেকে এখানে উঠে এসো।

[ বিধু ও অজয়ের প্রস্থান ]

ফ্লোরা। আপনি ব'সে রইলেন কেন নেত্যবাবু?

নেত্য। আমার মাগ তো আর কেরোসিন জ্বেলে "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" করে বীরঙ্গনা হ'য়ে জহর ব্রত অবলম্বন করেননি। সুতরাং আমি এর মধ্যে পালাই কেন? বিশেষতঃ মাল আন্‌তে দিয়ে!

ফ্লোরা। বেশ মদ এলে—সেটা নিয়ে অন্যত্র যাবেন। এখানে বসা হবে না!

নেত্য। তা না হয় যাচ্ছি—তাতে দুঃখ নেই! কিন্তু হঠাৎ সাধু সাধুনি সেজে, ঐ স্বদেশী খদ্দরপরা ভণ্ড ছোঁড়াটির সামনে আমায় অনেক লম্বা লম্বা বচন শুনিয়ে দিলে কেন বল দিকি? বলি আমরা তো লোকের সর্ব্বনাশ করি, তোমরা কি চাঁদ, লোককে সোনার পাহাড় মাথায় চাপিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দাও?

ফ্লোরা। না তা দিই না। আমরা বেশ্যার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি, সুতরাং বেশ্যার ধর্ম্ম আমরা পালন কর্ত্তে বাধ্য। ভগবান আমাদের মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

নেত্য। যাক্—তা'হলে বুঝলুম,—এখানে গতিবিধি আমার একেবারেই বন্ধ কর্ত্তে হবে।

( ঝুম্মনের বোতল লইয়া প্রবেশ )

ফ্লোরা। সেটা আপনার ইচ্ছে।

নেত্য। তাহলে বোতলটা কি—

ফ্লোরা। স্বচ্ছন্দে নিয়ে যান।

[ বোতল লইয়া নেত্যবাবুর প্রস্থান ]

ঝুম্মন। হামি বাসায় একবার ভায়ের সাথে দেখা কর্ত্তে যাবো। মতিয়াকে পানের দোকান্‌সে ডেকে দিব ?

ফ্লোরা। ডেকে দিবি বই কি ? সেকি আমার মাইনে খাবে আর পানের দোকানে গাঁজা খেয়ে কেবল দালালী করে বেড়াবে নাকি ? তুই শিগগীর আসিস্‌! আর গ্যাখ্‌—সদর দরজার আলোটা জ্বেলে রাখ। এখনি একজন বাবু আসবেন। নীচের ঘরের ক্ষান্ত বিবিকে বলিস্‌—দরজা খোলা রইল !

ঝুম্মন। আচ্ছা—

[ ঝুম্মনের প্রস্থান ]

ফ্লোরা। সন্ধ্যে ত উৎরে গেল। কই ? শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় —নব-নাগরটীর এখনও দর্শন নেই যে ? অতি গুপ্তভাবে আস্‌তে চান,—প্রথম সাক্ষাতেই ৩০০০৲ টাকা। দেখা যাক।—কিন্তু রাত্রি অষ্ট ঘটিকা হয়ে গেল যে,—এখনও দেখা নেই। শুয়ে শুয়ে একটু বই পড়া যাক ! ওরে ঝুম্মন—ঝুম্মন—ওরে মতিয়া—

[ হঠাৎ তিনজন ছদ্মবেশী গুণ্ডা প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন দরজায় খিল দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ]

ফ্লোরা। কে—কে—আপনারা ?

উহাদের মধ্যে একজন সহসা ফ্লোরার মুখ চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া দিল। তারপর তাহার গহনা খুলিয়া লইয়া ছুরিকাঘাতে তাহাকে হত্যা করিয়া—তাহার চাবি লইয়া সিন্দুক খুলিয়া তাহার গহনাগাঁটী—টাকাকড়ি লইয়া আলো নিভাইয়া দিয়া সকলে দ্রুত প্রস্থান করিল।

ফ্লোরা। ( অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে ) জ—ল—জ—ল ( মৃত্যু )

( কিরণের প্রবেশ )

কিরণ। তিনবার ফিরে গেছি! খদ্দের বিস্তর! ঘর কামাই নেই বাবা! উঃ—বেজায় অন্ধকার। এই যে বিবি মেজের ওপরেই ফ্ল্যাট। আলোর সুইচটা কোন দিকে? ( অন্য মনে আলোর সুইচ খুলিয়া ফ্লোরার পার্শ্বে উপবেশন ) এ কি! বিবি এমন করে শুয়ে যে! এ্যা—খুন—খুন! এই যে ছুরিখানা? ইস্—কাপড় চোপড়ে আমার রক্ত মাথামাথি হয়ে গেল—কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ—

( ঝুম্মনের প্রবেশ )

ঝুম্মন। মাইজি—মতিয়া পানকো দোকানমে নেই হ্যায়! আরে এ কেয়া? খুন—খুন—পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা—

( ঝুম্মনের চীৎকারে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রবেশ )

সকলে। কি—কি? ( পুরুষগণ কিরণকে ধরিয়া ফেলিল ) পুলিশ—পুলিশ—পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা—খুন—খুন—

কিরণ। আমি—আমি—আমি—

সকলে। মারো শালাকে ( প্রহার )

. ( পাহারাওয়ালা ও ইন্‌স্‌পেক্টরের প্রবেশ )

ইন্সপেক্টর। খবরদার! চিল্লাও মাৎ! এ সিপাই—থানামে খবর দেও—আউর মোকামকো কেওয়াড়ী বন্দ করো—

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

সুখদাসের বহির্ব্বাটির দালান।

( সুখদাস ও নিশীথের প্রবেশ )

সুখ। আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার মতন ব[ড়]লোকের আমার বাড়ীতে পদার্পণ হ'ল! হঠাৎ কি মনে করে [মি]ঃ ব্যানার্জ্জি?

নিশীথ। মিষ্টার ব্যানার্জ্জির মতন তো আসিনি কাকা[বা]বু,—বাঙালীর পোষাকে বাঙালী হয়ে বাঙালীর কাছে [এ]সছি, সুতরাং ওভাবে আমায় সম্ভাষণ কর্চ্ছেন কেন?

সুখ। অহো—আপনি ঘোরতর স্বদেশী হয়েছেন! [ব]ন্দর টন্দর পোরে দেশটা প্রায় উদ্ধার করে ফেলেছেন—যাক [ত]াহলে কি চান বলুন। তবে বেশীক্ষণ সময় আমি আপনার সঙ্গে নষ্ট কর্ত্তে পারব না—

থ। আমার শ্বশুরকে আরও বছর তিনেক টাইম্ দিতে হ'বে; তিনি মর্টগেজটা renew ক'রে দিচ্ছেন!

। মর্টগেজ কি? সে বাড়ীতো এখন এক রকম আমার Possession এ এসে পড়েছে। যখন মর্টগেজ হয়েছিল,—তখন কি সর্ত্তে হয়েছিল, সেটা কি খবর নিয়েছিলেন?

থ। খবর নিশ্চয়ই নিয়েছি। কিন্তু সহোদর ভাইকে ভিটেছাড়া করা কি আপনার উচিৎ কাজ হবে?

। তার কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দিতে বাধ্য নই! এই বেলা মানে মানে বাড়ী খানি খালি ক'রে দিতে বলুন আপনার শ্বশুরকে,—নইলে আমাকে বাধ্য হয়ে জোর করে বাড়ী দখল নিতে হবে।

শীথ। বেশ,—টাকা ধার দিয়েছেন,—সুদ, আসল, মায় কম্পাউণ্ড ইন্‌টারেষ্ট পর্য্যন্ত নিন্;—আরও যদি কিছু বেশী চান,—তাও দিতে প্রস্তুত আছি,—মর্টগেজ deed-টা আপনি আমায় ফিরিয়ে দিন।

থ। জানি—আপনার বাপের অনেক টাকা। তা এতই যদি শ্বশুরের ওপোর দয়া হ'য়ে থাকে,—তাহলে তাঁকে একখানা বাড়ী দান করেই ফেলুন না। আপনাদেরতো ৫।৭ খানা ভাল ভাল বাড়ী আছে। এ পুরোণো বাড়ী ছেড়ে নতুন বাড়ীতে গেলে তিনি সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হবেন না।

নশীথ। সবাইতো আর আপনার মতন নয়। তিনি আপনার সহোদর হ'লে কি হবে,—তাঁর যে যথেষ্ট মর্য্যাদাজ্ঞান আছে,—তিনি জামায়ের এক কপর্দ্দকও দান গ্রহণ কর্ব্বেন না। তা ক'র্লে কি আর আমি আপনার খোসামোদ কর্ত্তে আসতুম?

সুখ। তা জানি নিশীথবাবু—আপনাকে আমি বিশেষ রকমই চিনি
আমি আপনার বাবার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে নিজে দু' একবা
আপনাদের বাড়ীতে গেছি,—আপনি দুটো চারটে কথা কয়ে
মুখ ফিরিয়ে অন্য অন্য লোকদের সঙ্গে ছাইপাঁশ—কাগজ,—
ছাপাখানা—স্বদেশ, স্বরাজের কথায় ব্যস্ত হয়ে প'ড়তেন
পদ্মকে বিয়ে কর্ত্তে গিয়ে আপনি আমাকে, আমার ছেলেকে
আমার গুষ্টিশুদ্ধকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছেন, তাও শুনেছি
বড়লোকের ছেলে হয়ে আপনি আমার মতন একজন বড়লোকে
মর্য্যাদা বোঝেন না,—এ বড় তাজ্জবের বিষয়।

নিশীথ। মাপ ক'র্ব্বেন সুখদাসবাবু—আমার ধৈর্য্য কিন্তু সীমার বাইরে
যাচ্ছে। কি বল্লেন? আপনি বড়লোক? বড়লোক ক'াদের
বলে জানেন? বড়লোক হচ্ছেন তাঁরা,—যাঁদের সকাল বেলা
নাম ক'ল্লে দিন ভাল যায়। বড়লোক তাঁরা,—যাঁরা দেশের
জন্যে—দশের জন্যে, বড় বড় কাজ ক'রে গেছেন—বা
কর্চ্ছেন, যাঁরা বাঙালী হয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে সমগ্র বাঙালী
জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। আপনি বড়লোক? বর্ণজ্ঞান
হীন মূর্খ,—পেটের দায়ে রাঁধুনী বামুন পর্য্যন্ত হ'য়েছিলেন,—
কুড়ি টাকা মাইনের কেরাণীগিরি কর্ত্তেন,—হঠাৎ বড়লোকের
মেয়ে বিয়ে ক'রে—সুদি কারবার ক'রে লোকের সর্ব্বনাশ
ক'রে, কোন রকমে দু' পাঁচলাখ টাকার মালিক হ'য়ে
আজ আমার সামনে বড় গলা ক'রে ব'ল্ছেন,—আপনি
বড়লোক!

নিশীথ। নিশ্চয়ই—এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। এই নরককুণ্ডে ভদ্রলোকে কতক্ষণ থাকতে পারে? সুখদাস মুখুয্যে বড়লোক? What blasphemy! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যার নাম করে না—সুখদাস মুখুয্যে না ব'লে যাকে "দুর্গা দুর্গা মুখযো" ব'লে নির্দ্দেশ করে, সে আবার বড়লোক?

[ নিশীথের সরোষে প্রস্থান ]

সুখ। তোমাদের 'একঘরে' করে তেজ বার ক'চ্ছি। দাঁড়াও ব্যাটা বিলাতফেরতা গোরুখোরের ছেলে, বাপ ব্যাটায় এখন হয়েছেন স্বদেশী। স্বদেশী করা ঘুচিয়ে দিচ্ছি এবার! ভগবৎ সিং!

( ভগবৎ সিংহের প্রবেশ )

ভগবৎ। মহারাজ?

সুখ। দাদাবাবু কোঠীমে আয়া হ্যায়?

ভগবৎ। নেহি হুজুর। আবভিতো নেহি আয়া।

সুখ। কাল কয় বাজে বাহার গিয়া?

ভগবৎ। মালুম হ্যায়—কেয়া পাঁচ বাজে বিকালমে ভালা কাপড়া-উপড়া পিন্‌কে বাহার গিয়া।

সুখ। কাঁহা গিয়া কুছ মালুম হ্যায় তোমরা?

ভগবৎ। নেহি হুজুর। হাম্‌কো তো কুছ বোলকে নেহি গিয়া।

[illegible] ...ইসা বেবহব-

সুখ। তা জানি নিশীথবাবু—আপনাকে আমি বিশেষ রকমই চিনি। আমি আপনার বাবার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে নিজে দু' একবার আপনাদের বাড়ীতে গেছি,—আপনি দুটো চারটে কথা কয়ে মুখ ফিরিয়ে অন্য অন্য লোকদের সঙ্গে ছাইপাঁশ—কাগজ,— ছাপাখানা—স্বদেশ, স্বরাজের কথায় ব্যস্ত হয়ে প'ড়তেন। পদ্মকে বিয়ে কর্ত্তে গিয়ে আপনি আমাকে, আমার ছেলেকে আমার গুষ্টিশুদ্ধকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছেন, তাও শুনেছি। বড়লোকের ছেলে হয়ে আপনি আমার মতন একজন বড়লোকের মর্য্যাদা বোঝেন না,—এ বড় তাজ্জবের বিষয়।

নিশীথ। মাপ ক'র্ব্বেন সুখদাসবাবু—আমার ধৈর্য্য কিন্তু সীমার বাইরে যাচ্ছে। কি বল্লেন? আপনি বড়লোক? বড়লোক কা'দের বলে জানেন? বড়লোক হচ্ছেন তাঁরা,—যাঁদের সকাল বেলা নাম ক'ল্লে দিন ভাল যায়। বড়লোক তাঁরা,—যাঁরা দেশের জন্যে—দশের জন্যে, বড় বড় কাজ ক'রে গেছেন—বা কর্চ্ছেন, যাঁরা বাঙালী হয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে সমগ্র বাঙালী জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। আপনি বড়লোক? বর্ণজ্ঞান হীন মূর্খ,—পেটের দায়ে রাঁধুনী বামুন পর্য্যন্ত হ'য়েছিলেন,— কুড়ি টাকা মাইনের কেরাণীগিরি কর্ত্তেন,—হঠাৎ বড়লোকের মেয়ে বিয়ে ক'রে—সুদি কারবার ক'রে লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে, কোন রকমে দু' পাঁচলাখ টাকার মালিক হ'য়ে আজ আমার সাম্‌নে বড় গলা ক'রে ব'ল্‌ছেন,—আপনি বড়লোক!

সুখ। আপনি আমার বাড়ী থেকে সহজে যাবেন? না—

নিশীথ। নিশ্চয়ই—এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। এই নরককুণ্ডে ভদ্রলোকে কতক্ষণ থাক্‌তে পারে? সুখদাস মুখুয্যে বড়লোক? What blasphemy! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যার নাম করে না—সুখদাস মুখুয্যে না ব'লে যাকে "দুর্গা দুর্গা মুখযো" ব'লে নির্দ্দেশ করে, সে আবার বড়লোক?

[ নিশীথের সরোষে প্রস্থান ]

সুখ। তোমাদের 'একঘরে' করে তেজ বার ক'চ্ছি। দাঁড়াও ব্যাটা বিলাতফেরতা গোরুখোরের ছেলে, বাপ ব্যাটায় এখন হয়েছেন স্বদেশী। স্বদেশী করা ঘুচিয়ে দিচ্ছি এবার! ভগবৎ সিং!

( ভগবৎ সিংহের প্রবেশ )

ভগবৎ। মহারাজ?

সুখ। দাদাবাবু কোঠীমে আয়া হ্যায়?

ভগবৎ। নেহি হুজুর। আবভিতো নেহি আয়া।

সুখ। কাল কয় বাজে বাহার গিয়া?

ভগবৎ। মালুম হ্যায়—কেয়া পাঁচ বাজে বিকালমে ভালা কাপড়া-উপড়া পিন্‌কে বাহার গিয়া।

সুখ। কাঁহা গিয়া কুছ মালুম হ্যায় তোমরা?

ভগবৎ। নেহি হুজুব। হাম্‌কো তো কুছ বোলকে নেহি গিয়া।

সুখ। যাও—চারিধারো ঘুম্‌কে খবর লেও।—তোম্‌লোক এইসা বেকুব-

—কাল রাতসে দাদাবাবু নেহি আয়া, উনকা কুছ তালাস নেহি কিয়া। যাও—যাঁহাসে হোয়—খবর লে আও!

ভগবৎ। বহুৎ আচ্ছা হুজুর। হাম আভি যাতা—

[ ভগবৎ সিংয়ের প্রস্থান ]

সুখ। কাল রাত্রি থেকে বাড়ী নেই! কাণ্ডখানা কি? কোনও বদ সংসর্গে ভিড়লো নাকি? এই যে মামা!

( রামলোচনের প্রবেশ )

সুখ। কিরণের কিছু খবর পেলেন?

রাম। কোন কিরণ?

সুখ। কি আশ্চর্য্য! আমার ছেলে কিরণ। ন্যাকা হ'চ্ছেন কেন?

রাম। ন্যাকা হবার আর অপরাধ কি বাবাজি! যে ঘা-টা বুকে লেগেছে, আমি বলে তাই এখনও উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছি। অন্যলোক হ'লে পক্ষাঘাতে মর্ত্তো।

সুখ। বাজে কথা ছাড়ুন। কাল রাত থেকে কিরণ বাড়ীতে আসেনি, বেলা ন'টা বাজলো এখনও দেখা নেই। কোথা গেছে—ব'লতে পারেন?

রাম। কি ক'রে বোল্‌বো বাবাজি! লোকালয়ে কি আর আমি সেই দিন থেকে মুখ দেখাচ্ছি?

সুখ। আপনাকে কিছু ব'লে যায়নি—কোথা গেছে?

রাম। আমাকে সে বলে যাবে? রাধামাধব! আমার সঙ্গে তার চার পাঁচ দিন কোন কথাই হয়নি।

সুখ। আপনার কাছেই সে থাকে, আপনার সঙ্গেই ফুস্ ফুস্ গুজ গুজ করে। বেড়াতে ট্যাড়াতে প্রায়ই আপনার সঙ্গে যায়। আর আপনি ব'ল্‌তে পারেন না—কোথায় তার যাওয়া সম্ভব? বড় আশ্চর্য্য তো!

রাম। তা বেড়াতে যায় বটে আমার সঙ্গে, কিন্তু—কালতো যায়নি বাবাজি যে, আমি তার রাত কাটানোর ঠিকানা ব'লে দেবো। মটরে চেপে বেড়াতে যাই, শ্যামবাজারের পোলে, বাগবাজারের খালে, নূতন বাজারের চকে—রামবাগানের—এই—( জিব কাটিল )

সুখ। কি বললেন?

রাম। চোরবাগানের রাজিন্দর মল্লিকের বস্তিতে। কোন্ দিন বা বালিগঞ্জের তেমাথা—কোন্ দিন বা শিবপুরের বোটানিকল গারডেন। কোন দিন বা কালীঘাটের পাঁটা বলি দেখতে—

সুখ। এখন একবার সন্ধান করুন—ছেলেটা কোথায় গেল? বাড়ী-শুদ্ধু ভেবে অস্থির।

রাম। তাহ'লে মটর গাড়ীখানা হুকুম করিয়ে দাও—এই সব জায়গায় ঘুরে আসি।

সুখ। তা দিচ্ছি। সফার এখনও আসেনি—একটু অপেক্ষা করুন। হ্যাঁ—ভাল কথা,—নেত্যবাবুর অফিসে গিয়েছিলেন কাল? দাদার বাড়ীখানা দখল নেবার ব্যবস্থা হয়েছে?

রাম। কখন যাবো বাবাজি? সমস্ত দিন তো তোমারই কাজে ঘুরেছি।

সুখ। আমার কি কাজে ঘুরেছেন?

রাম। এই তোমার ছেলের সন্ধানে।

সুখ। আরে সেতো সন্ধ্যের সময় বেরিয়েছে—রাত্তিরে বাড়ী আসেনি। আপনি সমস্ত দিন তার সন্ধানে ঘুরলেন কি রকম ?

রাম। কি আশ্চর্য্যি বাবাজি। আমি যে কাল বেলা দশটা থেকে তাকে খুঁজে পাইনি !

সুখ। বুড়ো হ'য়ে ম'র্ত্তে চল্লেন—তবু মিছে কথা কওয়া অভ্যাসটা গেলনা আপনার ? কত রকমেরই মিছে কথা কইছেন—

রাম। কথার রকম আমার কাছে বেশী পাবে না বাবাজি। কিরণ ভায়া ব'লে গেল,—আমি আজ বদ্যিনাথের মেলা দেখতে বদ্যিবাটীতে যাচ্ছি,—রাত্রে বোধহয় ফিরতে পার্ব্বনা। বাড়ীতে সবাইকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব'লবেন ঠাকুর্দ্দা।

সুখ। চুপ, ক'রে থাকুন ব'লছি মামা—

( ছোট গিন্নির প্রবেশ )

ছোট-গি। কেন বুড়ো মানুষকে ধমক দিচ্ছ বল দিকি ? ওকি তোমার বাড়ীর চাকর-বাকর—না—সরকার তাঁবেদার ? কি ঠাউরেছ ওঁকে ?

রাম। এই যে এসেছ বাছা পুটুরাণী ? দেখ—দেখ—একবার তোমার মামার দুর্গতিটা—দেখ একবার ! জামায়ের ভাত খাই ব'লে কি জমীদার লোকের ইজ্জৎধর্ম্ম নেই।

সুখ। আরে—সকাল থেকে যত মিথ্যে কথা কইতে আরম্ভ ক'রেছে,—তার একটা মাথাও নেই—মুণ্ডুও নেই। উনি নিশ্চয়ই জানেন—কিরণ কোথা ! তবু খোলোসা করে বলবেন না।

া-গি। হাঁ মামা—কিরণ কোথায় গেছে ?

ম। কোন গোয়ব্যাটার শালা জানে বাছা ? তার বাপ চোদ্দপুরুষ ইরুগুষ্টি বিরুগুষ্টি নরকে যাক্ ! যে জানে কিরণ কোথায়—

খ। এইমাত্র ব'ল্লেন যে, কিরণ আপনাকে বলে গেছে, রাত্তিরে সে আস্‌বে না ! ব'ল্লেন না ?

ম। বল্লুমই তো ! এখনও কি না ব'ল্‌ছি ?

া-গি। তোমাকে ব'লে গেছে—তোমাকে ব'লে গেছে ? কোথায়—কোথায় ?

ম। শ্রীরামপুরে এক বন্ধুর বাড়ীতে রাসের নেমন্তন্ন আছে। সেখানে "বিদ্যেস্থন্দর" যাত্রা হবে রাত্রে,—ব'লেছে—হয়তো ফিরতে পার্ব্বে না।

সুখ। সাধ করে কি রাগ হয় ছোট বৌ ! আমাকে বল্লেন যে, বস্তিবাটিতে গেছে—

রাম। গেছেই তো বাবা ! শ্রীরামপুর আর বস্তিবাটি কত তফাত্ ? এপাড়া—ওপাড়া।

ছো-গি। যাক্—তবু কতকটা নিশ্চিন্তি ! আমি সমস্ত রাত ভেবে মরছি ! কত দুঃস্বপ্নই না দেখেছি কাল ! ব'লে গেছে তাহলে তোমায় ?

রাম। গেছে বই কি ? সে কি না বলে যাবার ছেলে ! বল্লে যে, আজ বিকেলে তিনটে পঁয়তাল্লিশের মিনিটের ট্রেণে কলকাতায় আস্‌বে। তাই বাবাজির কাছ থেকে মোটরখানা চাইছিলুম—

সুখ। এই বেলা ৯টার সময় ! যাক্—আপনি মামাশ্বশুর—আপনার কথায় কাণ না দেওয়াই ভাল। হ্যাঁ—ভাল কথা ! পাকা দেখার

খরচের জন্য আপনার ভাগ্নীর কাছ থেকে যে ৫০০৲ টাকা নিয়েছিলেন,—ওকে ফেরৎ দিয়েছেন ?

রাম। হ্যাঁ—সেই রাত্রেই !

ছো-গি। কই—কবে মামা ?

রাম। ঐ ! সে টাকা যে কিরণ ভায়া তোমাকে দেবার জন্য নিলে, ফেরৎ দেয়নি ?

ছো-গি। না—আমাকে দেয়নি তো ! সে যে বল্লে—তোমার কাছে আছে, তুমি বাবুকে দেবো বলে রেখেছ !

রাম। মাইরি—মাইরি—কোন চণ্ডাল মিছে কথা কয় ! সে টাকা কিরণ ভায়া আমাকে ছুঁতেই দেয়নি ! এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি পুঁটুরাণী—

( ছোট গিন্নির পদস্পর্শ করিতে অগ্রসর )

ছো-গি। ছি—ছি—দুর্গা—দুর্গা—কি কর মামা ? ভাগ্নী আমি—

( রামলোচনকে প্রণাম পদধূলি গ্রহণ )

রাম। জামাইয়ের টাকা আমি নিই ? ও গোরক্ত—ব্রহ্মরক্ত—ও—ও—বিষ্ঠে ! ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা ! জামাইয়ের জিনিষ শ্বশুর হয়ে যে স্পর্শ করে, সে শালা বেশ্যেপুত্তর ! সে গাধাকা বাচ্ছা !

( সফার জান মহম্মদের প্রবেশ )

জান। হুজুর ! মোটর হাজীর !

সুখ। জান্ মহম্মদ !—কাল দাদাবাবুকো কাঁহা লে গিয়া থা ?

জান। কাল সাম্‌কো থোড়া আগাড়ী—দাদাবাবুকো মোটরমে লে গয়িথি! ইয়ে বুড্‌ঢা দাদাবাবুভি সাথ্‌মে গিয়া রহা—

রাম। আমি? কাল? কখন? কই না! কাল? না মিঞাজান! আমি না তো—

জান। হাঁ—জরুর! আপনে আর দাদাবাবু গারিজসে যোটর লেকে—উও রামবাগানকা মোড়পর চলা গিয়া! দাদাবাবু হুঁই উতার গিয়া,—আব্‌ মোটরমে চলা আয়া!

সুখ শুন্‌লে ছোটবৌ—তোমার মামার কীর্ত্তি? এত বড় মিথ্যাবাদী পাজী—বদ্‌মায়েস বুড়ো—আমি বাবার বয়সে কখনো দেখিনি! জান মহম্মদ! কোন মোকামমে দাদাবাবু গিয়া—তোম্‌ দেখা?

জান। নেহি বাবু! সো হাম নেহি দেখা!

রাম। কারুর বাড়ীতে যায়নি! ঐ পথ দিয়ে একজন বন্ধুর মড়া নিয়ে যাচ্ছিল—তাদের সঙ্গে—

সুখ। নিকালো—নিকালো আমার বাড়ী থেকে'। আভি নিকালো! তোর মামাশ্বশুরের নিকুচি করেছে। আমারি খাবে—আমারি ছেলের সর্ব্বনাশ কর্ব্বে?

রাম। তা আমি তো কিছু জানিনে বাবা! কিরণ বল্লে—এইখেনে আমার দরকার আছে।

সুখ। বেরোও বলছি—এখুনি বেরোও! কোন কথা আমি শুন্‌তে চাই না। ছোটবৌ—তুমি বাড়ীর ভেতর যাও!

রাম। ওমা পুটুরাণী—বাবাজিকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা কর না! বুড়ো বয়সে কোথায় যাই—

ছো-গি। তা আমি কি করব মামা? যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল! তুমি এত মিথ্যাবাদী তা তো জানতুম না! আমার বাড়ীতে ব'সে— আমারই ছেলের পরকাল খাচ্ছ? যাও—ভাল চাওতো কিরণ কোথায় গেছে—খুঁজে নিয়ে এস!

রাম। যাচ্ছি বাছা, এখনিই যাচ্ছি! যেমন করে হোক্—সন্ধান করে নিয়ে আস্‌ছি!

সুখ। ওকে আমার তিলার্দ্ধ বিশ্বাস নেই! জান্ মহম্মদ্! এ বুড্‌ঢাকো মোটরমে লে যাও! দরোয়ানকো ভি সাথমে লেও! তুম্ ইন্‌কো সাথ ঢুঁড়কে দাদাদাবাবুকো জল্‌দী লে আও।

জান। বহুত আচ্ছা! আইয়ে বুড্‌ঢা দাদাবাবু!

রাম। হায় হায়—বুড়ো বয়সে এত কর্ম্মভোগও অদৃষ্টে ছিল? বিশহাজার বার ছোঁড়াকে বল্লুম যে—ওরে দাদা, ওসব কুপল্লীতে যাস্‌নি —বাবা শুনলে রাগ কর্ত্তে পারে। ছোঁড়া কি হিতকথা শোনে গা? দেখ দিকি আমার কি কর্ম্মভোগ!

[ জান মহম্মদ ও রামলোচনের প্রস্থান ]

সুখ। ছোটবৌ! আমার কথা শোনো—ও বেটা বুড়োকে এখান থেকে তাড়াও—তাড়াও! নইলে, সর্ব্বনাশ কর্ব্বে! তোমার ছেলেটির দফা রফা কর্ত্তে বসেছে!

ছো-গি। বুড়োমানুষ যাবেই বা কোন্ চুলোয়?

সুখ। তা বলে জেনে শুনে কালসাপ ঘরে রাখবে? ছেলেকে কোথায় রেখে এসেছে—বুঝতে পেরেছ? রামবাগানে কোন বেশ্যাবাড়ী

ছো-গি। না—না—বুড়ো মিন্‌সে—আজ বাদে কাল ঘাটে যাবে! ও কি তা পারে গা?

সুখ। আমি দরোয়ানকে—সকলকে বলে দিচ্ছি—খবরদার যেন ও আমার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতে না পায়! এতে তুমি যাই বল—আর যাই কর!

( চীৎকার করিতে করিতে বামুনঠাকুরাণীর বেগে প্রবেশ )

বা-ঠা। গিন্নিমা—গিন্নিমা! বাবু—বাবু! রক্ষে করুন—রক্ষে করুন!

সুখ ও ছো-গি। কি—কি—কি হয়েছে বামুন মা?

বা-ঠা। মেরে ফেল্লে মা,—বৌদিদি মেরে আমার গতর চূর্ণ করে দিয়েছে মা! চাবুকের বাড়ী মেরেছে,—এই দেখনা—পিঠ ফেটে গেছে।

( কাঁদিতে কাঁদিতে পিঠ দেখাইল )

( চাবুক হস্তে লবঙ্গলতার প্রবেশ )

লবঙ্গ। কোথায় গেল হারামজাদী! আজ চাবকে তার পিঠের ছাল তুলে নোবো—

বা-ঠা। বাবু—বাবু—রক্ষে করুন—রক্ষে করুন। আমি এখুনি এ বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছি!

সুখ। ছি—বৌমা—বাইরে এসে এমন কর্ত্তে আছে?

ছো-গি। বলি—হ'ল কি ছাই? অ বৌমা—একটু ঠাণ্ডা হও বাছা! কি—ব্যাপার কি—আমাকে বল দিকি!

লবঙ্গ। অমন ছোটলোক বামনি বাড়ীতে রাখে? আমাকে অপমান করে—ওবেটির এতবড় আস্পর্দ্ধা—

বা-ঠা। কিছু অপরাধ করিনি মা—কিছু অপরাধ করিনি! উনি বিছানায় শুয়ে আমাকে ওপর থেকে হুকুম কল্লেন ; বামুন-দিদি, আমার চা তৈরী করে দিয়ে যাও!

ছো-বৌ। তা—চাটা তৈরী করে দিলে না কেন?

বা-ঠা। চা তৈরী করে দিয়েছিলুম মা! ঝিয়েরা কেউ কাছে ছিল না—আর আমারও রান্না কর্ত্তে কর্ত্তে দেরী হয়ে গেল,—অপরাধের ভেতর চা একটু জুড়িয়ে গিয়েছিল! যেই ব'ছে নিয়ে গেছি—এক চুমুক খেয়েই সেই এঁটো চাটা আমার মুখে চোখে সর্বাঙ্গে ঢেলে দিয়ে বল্লে—"হারামজাদী! এতক্ষণ বাদে ঠাণ্ডা চা নিয়ে এলি?"

লবঙ্গ। আর তুই তার উত্তরে আমায় কি ব'ল্লি—বদ্‌মায়েস্ মাগী?

বা-ঠা। আমি রাগের মাথায় বলেছি মা, "বাছা! মেয়েমানুষের অত তেজ ভাল নয়! শিগ্‌গিরই প'ড়তে হবে"

লবঙ্গ। বল্লি না—"উঃ—যেন লাট সাহেবের বেটি!" তোকে চাব্‌কে আমি আধমরা করে ছাড়তুম। কেবল পালিয়ে বেঁচে গেলি!

সুখ। ছোট বৌ! ওদের বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও। ছিঃ বৌমা—বামুনদিদির গায়ে হাত তুল্‌তে আছে? ও কিরণকে এতটুকু থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে—

লবঙ্গ। আমাকে ত আর কোলেপিঠে করে মানুষ করেনি! আর যদিই বা কর্ত্ত—তাবলে গরীব ছোটলোক—চাকরাণী—দাসী—বাঁদী—মনিবকে অপমান কর্ব্বে? ওকে এখুনি বিদেয় করুন,—নইলে এ বাড়ী থেকে আজই আমি চলে যাব!

া-ঠা। তাড়াতে হবেনা—আমি নিজেই যাচ্ছি।

ছো-বৌ। এ তো তোমার অন্যায় কথা বামুন মা। চলে যাব—বল্লেই কি চলে যাওয়া হয়? আমাদের রান্নাবান্না তাহলে আজকে কে কর্ব্বে? তোমার রাগ হয়েছে বলে—আমরা সাতগুষ্টি উপোস কর্ব্ব নাকি?

বা-ঠা। তা বলে বামুনের মেয়ে হ'য়ে, এই রকম চোরের মার খেয়ে তোমার বাড়ী কাজ কর্ব্ব কি ক'রে মা?

ছো-বৌ। ছেলেমানুষ—যদি রাগের মাথায় এক ঘা মেরেই থাকে,—বুড়ো মাগী হ'য়ে তা কি একদিন সইতে পার না? এত আয়েসী যদি বাছা, তাহলে রাঁধুনীবিত্তি ক'র্ত্তে এসেছ কেন?

বা-ঠা। তা বটে মা। রাঁধুনীবির্ত্তি কর্ত্তে এসেছি ব'লে, চাবুক খেয়ে থাক্‌তে হবে! আমি চাইনে মা—এখানে আর এক দণ্ড থাকৃতে বৌ-দিদি! বেশ ক'রেছ—মেরেছো, আমি দুঃখিনী রাঁড়ি-বাম্‌নি, অনাথা,—পেটের দায়ে বামুনের মেয়ে হয়ে, গতর খাটাতে এসে চাবুক খেয়ে গেলুম! তোমাকে আর কি শোধ দোবো মা? যদি ভগবান থাকেন—তিনিই এর শোধ দেবেন! তেরাত্তির পোয়াবেনা—তেরাত্তির পোয়াবেনা!

[ কাঁদিতে কাঁদিতে বামুন ঠাকুরাণীর প্রস্থান ]

লবঙ্গ। তবেরে হারামজাদী! বাড়ীতে বসে শাপমন্নি দিচ্ছিস! দরোয়ান! পাকড়াও বেটীকো—

সুখ। ছি—ছিঃ মা বাড়ির ভেতর যাও! অতটা রাগ কি বউ-মানুষের ভাল?

ছো-বৌ। চল—চল—বৌমা—আমি চা ক'রে দিচ্ছি! আজ দেখছি আমাকেই হাঁড়ী ঠেল্‌তে হবে।

লবঙ্গ। কেন? তোমাকে হাঁড়ী ঠেল্‌তে হবে কেন? পিসিমা, ছোট্‌ ঠান্‌দি—এঁরা সব বাড়ীতে আছেন কি শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত গেল্‌বার জন্যে? তাঁদের দিয়ে রাঁধাও!

ছো-বৌ। তা'রা কি পার্ব্বে? একজন চোখে দেখ্‌তে পায়না, একজন বুড়ো ঠুক্‌ঠুকে,—নড়ে বস্‌তেই একবেলা কেটে যায়!

লবঙ্গ। তা হোক—তারাই রাঁধবে। নইলে—যে যার পথ দেখুক্‌!

সুখ। আজকের দিনটা ছোটবৌ--তুমিই কষ্ট করে রাঁধো—নইলে দেখছি খাওয়া হবেনা কারুর—

( নেপথ্যে অজয় )—ছোটকাকা—

সুখ। যাও—যাও—বৌমা! বাড়ীর ভেতরে যাও! গিন্নি! তুমিও যাও —অজয়ের সঙ্গে কে রয়েছে বোধ হয়!

[ ছোটবৌ ও লবঙ্গের প্রস্থান ]

সুখ। কে হ্যা—অজয় নাকি? এসো—এদিকে এসো! এই দালানে আমি আছি—

( অজয়ের প্রবেশ )

কি হে অজয়? ব্যাপার কি?

অজয়। ছোট কাকা—সর্ব্বনাশ হয়েছে—

সুখ। কি—কি সর্ব্বনাশ হয়েছে?

অজয়। কিরণ খুনের চার্জ্জে ধরা পড়েছে!

সুখ। সে কি! কিরণ? আমার ছেলে কিরণ? খুনের চার্জ্জে? কবে? কখন্? মিথ্যেকথা—মিথ্যে কথা!

অজয়। মিথ্যে নয় ছোটকাকা—সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ে চালান হয়েছে!

সুখ। চালান হয়েছে? আমার ছেলে? কিরণ? মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা। কবে—কবে?

অজয়। কাল সন্ধ্যের সময়—ফ্লোরা নামে এক বেশ্যার ঘরে—

সুখ। হতেই পারেনা—হতেই পারেনা! আমার ছেলে খুন করেছে? এ সব সাজান—পুলিশ মিছে ক'রে তা'কে ধরেছে!

অজয়। কাবাবাবু। ঠাণ্ডা হোন! খুনের চার্জ্জে তো পড়েছে—এখন আপনি না ব'ল্লে চ'ল্‌বে কেন? Then and there arrest হয়েছে—ছোরা শুদ্ধু! সে ঘরে আর কেউ ছিল না,—কেবল তিনিই উপস্থিত ছিলেন। বিস্তর লোক সাক্ষ্যি জুটেছে! তা'রা ব'ল্‌ছে—কিরণ বাবুই খুন করেছে।

সুখ। (ভূতলে উপবেশন) কি ভয়ানক! অজয়! শেষে—আমারই ছেলেকে arrest ক'ল্লে! কোন দোষের দোষী নয় সে,—নিরীহ ভালমানুষ—

অজয়। আপনি ভাল মানুষ বল্লে শুনেছে কে বলুন? বেশ্যাবাড়ী গিয়েছিলেন,—তার সিন্দুক খুলে হাজার টাকার নোট এক তাড়া নিয়েছেন,—তা শুদ্ধ ধরা পড়েছেন!

সুখ। সে তার নিজের টাকা—কাল বাড়ী থেকে নিয়ে বেরিয়েছিল। তার সাক্ষ্যিও আছে! অজয়। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, পুলিশ

মিছিমিছি তাকে গ্রেপ্তার করেছে! এখন আমাকে ভয় দেখিয়ে তোমরা ২০।২৫ হাজার টাকা বাগিয়ে নিতে এসেছো! হা—হা—হা—হা—আমি সুখদাস মুখুয্যে,—আমি তোমাদের মত অনেক ঘুঘু চরিয়ে খাই—

অজয়। ছোটকাকা! এ আপনি কি ছেলেমানুষী ক'চ্ছেন?

সুখ। তুমি যাও—যাও—অজয়, তোমাদের চালাকি—আমি ট্যাঁকে গুঁজে রাখি। আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ? আমি এখুনি বিনি পয়সায় আমার ছেলেকে খালাস ক'রে আনবো! দেখিয়ে দোবো—সুখদাস মুখুয্যের ক্ষমতা!

অজয়। তাই করুন ছোটকাকা! কিন্তু মনে রাখ্‌বেন, এর পরে একদিন সকলে মিলে পুলিসের পায়ে পড়ে আছাড় খেতে হবে! তখন it will be too late! [ প্রস্থানোদ্যত ]

( বেগে ছোটগিন্নির প্রবেশ )

ছো-বৌ। যাস্‌নি—যাস্‌নি বাবা অজয়—বাবুর ওপোর রাগ ক'রে যাস্‌নি! ওগো—আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো? ওগো? তোমার পায়ে পড়ি—এই বেলা অজয়ের সঙ্গে যাও! ওগো নইলে—আমার এক ছেলে—আমার বংশের দুলাল যে যায় গো—

সুখ। ছেটবৌ! বাড়ীর ভেতরে যাও ব'লছি—এখুনি বাড়ীর ভেতর যাও! আমি এখুনি তোমার ছেলেকে খালাস করে এনে দিচ্ছি! শুধু শুধু তুমি আমাকে পাহারাওলা, ইন্‌স্‌পেক্টারের খোসামোদ কর্ত্তে বল! আমি বড়লোক—আমার কি একটা মান ইজ্জৎ নেই বল্‌তে চাও?

য়। ছোটকাকি! ছোটকাকাকে নিশ্চয় শনিতে ঘেরেছে!

[ অজয়ের প্রস্থান ]

া-গি। ওরে বাবারে—কিরণরে আমার! ওরে তোকে পুলিশে ধরেছে বাবা! খুনী ব'লে হাতে হাতকড়া দিয়েছে—বাপ্ আমার!

র! ছোটবৌ! চেঁচিওনা—চেঁচিওনা—সবাই জান্‌তে পাবে; আমার মাথা কাটা যাবে! চুপি চুপি ঘরে গিয়ে কাঁদ'গে,—আমি এখুনি কিরণকে খালাস করে নিয়ে আস্‌ছি—

া-গি। হ্যাঁগা—পারবে? পারবে? বাছাকে এখুনি নিয়ে আস্‌তে পারবে? বল—বল—আমার মাথা ছুঁয়ে বল—তোমার পায়ে পড়ি—বল!

থ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এখুনি যাবো আর তাকে নিয়ে আস্‌বো!

( লবঙ্গলতার প্রবেশ )

ঙ্গ। হাজার পঞ্চাশেক টাকা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন বাবা,—নইলে কিছুতেই খালাস্ ক'রে আন্‌তে পার্ব্বেন না! এ সময় টাকার মায়া ক'র্ব্বেন না।

থ। কিছু দরকার নেই মা—আমি গেলেই তা'কে নিয়ে আসতে পার্ব্ব? এক পয়সা খরচ হবেনা! তুমি গিন্নিকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও—

( পিসীমা ও ছোটঠান্‌দির প্রবেশ )

উভয়ে )—ওগো—কি সর্ব্বনেশে কথা শুনি গো! ওরে কিরণরে—

সুখ। সর্ব্বনাশ ক'ল্লে দেখছি। গেল—গেল—মানইজ্জৎ সব গেল
গিন্নি! আমি বাড়ী থেকে পালাই—

[ সুখদাসের প্রস্থান]

উভয়ে। ওগো—পুলিশে ধরেছে গো—ওরে কিরণরে—

[ ছোট-গিন্নি পিসী ও ঠানদির ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান

লবঙ্গ। যত ছোটলোকের মরণ হয়েছে এই বাড়ীতে!

[ প্রস্থান

---

## তৃতীয় দৃশ্য

দীনদাসের বাটীর সন্মুখ।

সিধু ও তাহার সহচরত্রয়।

১ম। তোমার মতলব খারাপ—আমি বুঝতে পেরেছি সিধু বাবু!

সিধু। আঃ—চেঁচাচ্ছ কেন বাইরে দাড়িয়ে? চল—ঘরের ভেতর চল।

২য়। ঘরের মধ্যে গিয়ে কি ক'র্ব্ব? শুন্‌তে পাচ্ছি—আজকালে
ভেতর তোমাদের বাড়ী দোস্‌রা লোক দখল ক'র্ব্বে—তোম
বাড়ী ছেড়ে সরে প'ড়বে—

সিধু। না—না—বাজে কথা শুনেছো! এ বাড়ী আমাদের ে
কোন্ শালা—

৩য়। ও সব বুঝিনা আমরা! আমাদের বখ্‌রা যা বাকী আছে,— আজই চুকিয়ে দাও—

সিধু! কি ক'রে আজই চুকিয়ে দেবো? গয়নাগুলো আজও বেচতে পারিনি,—পাঁচ খানা হাজার টাকার নোট রয়েছে— ভাঙানো হয়নি—

১ম। সে আমরা কি জানি? তোমার কাছে সব জিম্মা রেখেছি,— কথা ছিল,—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে—তুমি গয়না বেচে—টাকা ভাঙিয়ে—সব ভাগবাঁটরা করে দেবে—

সিধু। গয়না বেচ্‌তে না পাল্লে কি করে হবে? আর ঐ হাজার টাকার নোট নিয়ে যাই-ই বা কোথা?

২য়। আজ দু'তিন মাসে গয়না বেচা হ'লনা—শালা জোচ্চোর?

সিধু। খবরদার রোস্তোম—মু-সামারকে বাৎ করো—

২য়। আরে যা—যা—শালা চোট্টা বাঙালী! শালা গয়না টাকা লিয়ে ভাগবার মতলব! আমাদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বে? জান্‌সে মার ডালেগা—

সিধু। তবে রে শালা—(২য়ের গলা টিপিয়া ধরিল)

১ম। আরে আরে—এ কেয়া? আরে—ছোড় দেও সিধু বাবু— কেয়া করতা ভাই?

৩য়। আরে এ রোস্তম মিয়া—তোম কি বাউরা হোগিয়া—না কেয়া? (উভয়কে ছাড়াইয়া দিয়া) আপনা আপ্‌নির মধ্যে কেজিয়া কল্লে সব মাটী হয়ে যাবে,—সব গোলমাল হ'য়ে যাবে!

সিধু। বেটারছেলে মিছিমিছি আমার বদনামি ক'চ্ছে দেখ দিকি! আমাকে যদি বিশ্বাস না হয়,—তা'হলে রেখেছিস কেন আমার কাছে শালারা? যা—নিয়ে যা তোদের টাকা গয়না! চল্—এখনি দিচ্ছি—

১ম। আরে না—না—ভাই—তুমি ও পাগলের কথায় গোঁসা করোনা! কোকিনের কারবারের জন্যে কালই ওর দুহাজার টাকার জরুরী দরকার কিনা!

সিধু। টাকা কি আমার বাবার ঘর থেকে দেবো নাকি? গয়না বেচবার কি আমি কম চেষ্টা ক'চ্ছি? এই যে খুচরো টাকা দু'হাজার ছিল, ছোট ছোট কুচো কুচো গয়না ছিল, এ সবের কি পাইপয়সা অব্‌ধি মিটিয়ে দিইনি?

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো ঠিক কথা।

১ম। যাক্ ভাই সিধু বাবু, তুমি একটু বেশী চেষ্টা করে যাতে শিগ্‌গির হয় তা করে দাও। কেন, না আমাদের সকলেরই টাকার বিশেষ দরকার! সে তো তুমি বুঝতেই পাচ্ছ।

সিধু। বুঝছিনি আর? আচ্ছা দেখি; আর একটা উপায় আছে! ঐ যে ভিখিরী বেটী আসে, সে বেটীর অনেক বড়লোকের বাড়ী যাতায়াত আছে! ঐ বেটীর ঘাড় দিয়ে একবার গয়না-গুলো বেচবার চেষ্টা ক'রে দেখি!

১ম। সেকি! বেটি যদি সব ফাঁস ক'রে দেয়?

সিধু। আরে না না! সে বেটির বাবার ওপর ভারী দরদ। তা'কে ভাঁওতা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেই হবে যে, এসব আমার রোজগারের

টাকা থেকে তৈরী। বিয়ে টিয়ে করে সংসারী হবার জন্তে গয়না গুলো গড়িয়েছিলুম, এখন বাবার কষ্ট দেখে গয়নাগুলো বেচে টাকা বাবাকে দেবো ; ব্যস তাহলেই বেটি জল হয়ে যাবে। আর কোন কথা কইবেনা !

৩য়। তা ভাই—যা ভাল বোঝো কর! তুমি ভদ্রলোক—ভাল ঘরের ছেলে,—গয়না বেচা তোমার যত সুবিধা হবে—তত কি আমাদের হবে ? আচ্ছা—আমরা তবে এখন আসি, রাত দশটার পর দেখা ক'র্ব্ব।

[ সহচরগণের প্রস্থান ]

সিধু। আঃ—গয়নাগুলো বেচতে পাল্লে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে! নইলে বাড়ী তো শুন্‌ছি আজ কালের মধ্যেই ছোট কাকা দখল কর্‌বে। ছেলেটা মর্ত্তে ব'সেছে শালার তবু এখনও পয়ের বিষয় ... দেবার মতলব! আঃ কিরণ মুখুয্যের মাম্‌লায় যা' হয় একটা হ'লে হয়! ফাঁসি—দ্বীপান্তর—যা হয় কিছু

[ সিধুর প্রস্থান ]

( মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে বিধুর প্রবেশ )

বিধু। ফ্লোরা বেটি মরেছে—বুকে বড্ড দাগা পেয়েছি বাবা ; যত দোষ আমার মাগ শালীর! হতচ্ছাড়ী পুড়ে মরবার আর দিন পেলেনা! ঐ অজয় শালা গিয়ে খবর না দিলে আমি কি সেখান থেকে চলে আসি? না ফ্লোরাকে আমার খুন করে?

ওঃ, কোন্ শালা খুন্ কল্লে ? ঐ ঐ শালা কিরণ ! বেড়ে হয়েছে—বেড়ে হয়েছে ! এই—কে তোরা ?—ওঃ—পদী !

( বাটির অভ্যন্তরে সদরদ্বার খুলিয়া পদ্ম ও ভিখারিণী দাঁড়াইল )

পদ্ম। কি ব'ল্‌ছ বড়দা !

বিধু। কি বলব আবার ? তুই বেরো ! এই শোন—শোন—গোটা দশেক টাকা দে দিকি ! তুইতো এখন বড়মানুষের মাগ হ'য়েছিস্ —সে শালার ঢের পয়সা—দে—দে গোটা পঞ্চাশেক টাকা—

ভিখা। চল দিদিমণি বাড়ীর ভেতর—এ অবস্থায় ওর সামনে দাঁড়ানো উচিত নয়।

( পদ্ম প্রস্থানোদ্যতা )

বিধু। এই পদী—কোথা যাচ্ছিস্ ?

ভিখা। যাচ্ছে তোমার কাছ থেকে দুশো হাত তফাতে—যাও দিদিমণি ! এখানে দাড়িওনা—যাও ব'লছি !

[ পদ্মর প্রস্থান ]

বিধু। কি বেটি ভিখিরী ! আমার বোনকে তুই আমার সাম্‌নে থেকে যেতে বলিস্ ? ভায়ের কাছ থেকে বোন্ চলে যাবে—তুই এত বড় কথা বলিস্ ?

ভিখা। তোমার এখন যা অবস্থা—এ অবস্থায় তোমার সাম্‌নে থেকে মা-মাসিরা পর্য্যন্ত পালিয়ে যাবে, তা—বোন ! ছিঃ—লজ্জাও করে না ? গলায় দড়ি জোটেনা ! যাওনা—যে পথে স্ত্রী গেছে !

সেই পথে যাওনা,—খানিকটা কেরোসিন তেলের ওয়াস্তা বইতো নয়!

ধু। কি বেটী ভিখিরী—ছোটলোক! আমার বাড়ী বসে আমায় আবার গাল দিচ্ছিস? তোকে সুট ক'র্ব্ব—

খা। ভদ্রলোকের ছেলে—ব্রাহ্মণের ছেলে,—এতদূর অধঃপতন যে তার হতে পারে,—তা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি! পেটে অন্ন নেই,—থাক্‌বার ভিটে নেই,—যত্ন কর্‌বার—'আহা' বল্‌বার একটী লোক সেই! স্ত্রীকে হত্যা ক'রেছ,—মায়ের মরণ ঘটিয়েছ,—বাপকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রেছ,—তবু এখনও চৈতন্য হ'ল না! ভদ্রলোকের ঘরে জন্মেছিলে কেন? হাড়ী মুদ্দোফরাসের ঘরে জন্মাতে পারনি?—

[ ভিখারিণীর প্রস্থান ]

বিধু। না—মাইরি ব'ল্‌ছি আমার রাগ হচ্ছে, এ বেটীকে মারবো—নির্ঘাৎ একদিন পিট্‌বো! বেরিয়ে আয় বেটী—মারেঙ্গা—

( সিধুর প্রবেশ )

এই সিধে! তুই তো আজকাল বড়মানুষ,—দে দিকি একশো টাকা! কাল দেবো—মাইরি—

সিধু। চালাকি পেয়েছ বড়দা'? সে দিন ইসুফ্‌ খাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার করিয়ে দিলুম,—ব'ল্লে "সন্ধ্যের পর দেবো"—আজ ১৪।১৫ দিন হ'য়ে গেল,—বাড়ীও আসনা,—দেখাও দাওনা—টাকা দেবার নামও নেই!

ওঃ, কোন্ শালা খুন্ কল্লে? ঐ ঐ শালা কিরণ! বেড়ে হয়েছে—বেড়ে হয়েছে! এই—কে তোরা?—ওঃ—পদী!

( বাটির অভ্যন্তরে সদরদ্বার খুলিয়া পদ্ম ও ভিখারিণী দাঁড়াইল )

পদ্ম। কি ব'ল্‌ছ বড়দা!

বিধু। কি বলব আবার? তুই বেরো! এই শোন—শোন—গোটা দশেক টাকা দে দিকি! তুইতো এখন বড়মানুষের মাগ হ'য়েছিস —সে শালার ঢের পয়সা—দে—দে গোটা পঞ্চাশেক টাকা—

ভিখা। চল দিদিমণি বাড়ীর ভেতর—এ অবস্থায় ওর সামনে দাঁড়ানো উচিত নয়।

( পদ্ম প্রস্থানোদ্যতা )

বিধু। এই পদী—কোথা যাচ্ছিস্?

ভিখা। যাচ্ছে তোমার কাছ থেকে দুশো হাত তফাতে—যাও দিদিমণি! এখানে দাড়িওনা—যাও ব'লছি!

[ পদ্মার প্রস্থান ]

বিধু। কি বেটি ভিখিরী! আমার বোনকে তুই আমার সাম্‌নে থেকে যেতে বলিস্? ভায়ের কাছ থেকে বোন্ চলে যাবে—তুই এত বড় কথা বলিস্?

ভিখা। তোমার এখন যা অবস্থা—এ অবস্থায় তোমার সাম্‌নে থেকে মা-মাসিরা পর্য্যন্ত পালিয়ে যাবে, তা—বোন! ছিঃ—লজ্জাও করে না? গলায় দড়ি জোটেনা! যাওনা—যে পথে স্ত্রী গেছে!

সেই পথে যাওনা,—খানিকটা কেরোসিন তেলের ওয়াস্তা বইতো নয়!

মধু। কি বেটী ভিখিরী—ছোটলোক! আমার বাড়ী বসে আমায় আবার গাল দিচ্ছিস? তোকে স্যুট ক'র্ব্ব—

ভিখা। ভদ্রলোকের ছেলে—ব্রাহ্মণের ছেলে,—এতদূর অধঃপতন যে তার হতে পারে,—তা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি! পেটে অন্ন নেই,—থাক্‌বার ভিটে নেই,—যত্ন কর্‌বার—'আহা' বল্‌বার একটী লোক নেই! স্ত্রীকে হত্যা ক'রেছ,—মায়ের মরণ ঘটিয়েছ,—বাপকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রেছ,—তবু এখনও চৈতন্য হ'ল না! ভদ্রলোকের ঘরে জন্মেছিলে কেন? হাড়ী মুদ্দোফরাসের ঘরে জন্মাতে পারনি?—

[ ভিখারিণীর প্রস্থান ]

মধু। না—মাইরি ব'ল্‌ছি আমার রাগ হচ্ছে, এ বেটীকে মারবো—নির্ঘাৎ একদিন পিট্‌বো! বেরিয়ে আয় বেটী—মারেঙ্গা—

( সিধুর প্রবেশ )

এই সিধে! তুই তো আজকাল বড়মানুষ,—দে দিকি একশো টাকা! কাল দেবো—মাইরি—

সিধু। চালাকি পেয়েছ বড়দা'? সে দিন ইস্থফ্‌খাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার করিয়ে দিলুম,—ব'ল্লে "সন্ধ্যের পর দেবো"—আজ ১৪।১৫ দিন হ'য়ে গেল,—বাড়ীও আসনা,—দেখাও দাওনা—টাকা দেবার নামও নেই!

বিধু। সে টাকা দিইনি? এ্যাঁ—মাইরি?

সিধু। মাত্‌লামি ক'র্ব্বার আর জায়গা পাওনি? সে টাকা দিয়েছ —জোচ্চোর।

বিধু। কি র‍্যাসকেল! বড় ভাইকে জোচ্চোর? জুতিয়ে শালার ভেঙে দোবো—

( সিধুর গলা ধরিয়া চপেটাঘাত )

সিধু। ভাইকে শালা? আবার তার ওপর গায়ে হাত? তোর দাদা নিকুচি ক'রেছে—( আছাড় মারিয়া বিধুকে মাটিতে ফেলি তাহার বুকের উপর বসিয়া প্রহার )

বিধু। খুন কর্ব্ব—শালার বেটা শালা—

সিধু। ( প্রহার করিতে করিতে ) ফের্ গালাগাল? আজ তোকে যমালয়ে পাঠিয়ে তবে আমার কাজ! দেখি,—তোর কো বাবা রক্ষে করে—

( যাদব, মাধব, সুবোধ, কৃষ্ণ, ললিত, পদ্ম ও ভিখারিণীর বাটীর ভিতর হইতে প্রবেশ )

ভিখা। খুন ক'ল্লে—খুন ক'ল্লে—

পদ্ম। ও ছোড়দা—ও সেজদা—মেজদাকে ধর—ধর—

সুবোধ। ( সিধুকে ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া ) কি ক'রছো মেজদা?

সিধু। ছেড়ে দে আমায়—ওকে আজ যমের বাড়ী পাঠিয়ে তবে আমা কাজ—

ভিখা। দিদিমণি! শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে এসতো—

( পদ্মর তাড়াতাড়ি জল আনিয়া বিধুকে শুশ্রূষা করিতে বসিল, এমন সময় দীনদাসের প্রবেশ )

দীন। বাঃ—সুখের সংসার! সংসারের চরম সুখ ভোগ ক'চ্ছি! চমৎকার! চমৎকার! একটা খুন হয়নি?—একটাও না? আমি মনে ক'ল্লুম—হ'য়ে গেছে! আমার সুখের সংসারে ঐটী বাকী আছে যে—

সিধু। আমার টাকা ধার নিয়ে জুচ্চুরি ক'ল্লে,—আমাকে যাচ্ছেতাই বাপ-মা তুলে গাল দিলে—আবার মাল্লে, আমি ছেড়ে দেবো নাকি?

দীন। বেশ করেছ! বড় ভাইকে মেরেছ,—উত্তম করেছ বাবা! বাঙালীর ছেলে কুস্তি ক'রে—বাদামপেস্তা খেয়ে—রাবড়ী মালাই খেয়ে—গায়ে যে শক্তি হয়েছে,—সে শক্তি জানাবে কি বাইরের লোকের ওপর? বাঙালীর গায়ের শক্তির পরীক্ষা হবে বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, অবলা স্ত্রী, দুর্ব্বল আত্মীয়স্বজন, নিদেন নিরীহ চাকর দাসীর ওপোর! বেশ করেছ বাপ আমার! হা—হা—হা—আমার সকল সাধ মিটেছে! কেবল একটা পরম সুখ বাকী আছে,—এই বুড়ো বয়সে একবার ছেলেদের হাতে প্রহার খাওয়া, ব্যস—ঐ'টী হলেই আমি হাসিমুখে স্বর্গে যাই।

সিধু। যত আক্রোশ কেবল আমারি ওপর! একচোকো ব'লেই এত দুর্গতি তোমার।

[ সিধুর প্রস্থান ]

দীন। মাতালটা কি ওইখানেই জমি নিলেন ?

বিধু। বাবা—সিধে আমায় মেরেছে কি রকম দেখ—আমি নালিশ ক'র্ব্ব ! তোমায় সাক্ষী দিতে হবে—হঁা—

[ ললিত ও যাদবের বিধুকে লইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান ]

দীন। পদ্ম !

পদ্ম। কি বাবা ?

দীন। একটা কথা আমার রাখবি মা ?

পদ্ম। কি বল বাবা ? তোমার কথা রাখবোনা ?

দীন। তুই এ বাড়ীতে আর ঢুকিস্ নি ! ঢুক্তেও বড় বেশীদিন হবেনা জানি,—তবু যে ক'দিন বাড়ীতে থা'কতে পাব—তুই কিছুতেই এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসিস্‌নি।

পদ্ম। অমন কথা বোলোনা বাবা ! বাপের বাড়ী আমার স্বর্গ—

দীন। না—না—না। এ অতি নীচ সংসার—এসব অতি জঘন্য সংসর্গ ! এ সংসারের হাওয়া যেন তোকে না লাগে ! মেয়ে ! তুমিও এসোনা—তুমিও এসোনা। তুমি আমার লক্ষ্মীমেয়ে। অনেকগুলি অনাথ ছেলেপুলের ভরণ-পোষণ কর তুমি,—তোমার প্রতি মা লক্ষ্মীর খুব কৃপা। এখানে আসা যাওয়া ক'ল্লে তুমি হয়তো মা লক্ষ্মীর কৃপা থেকে বঞ্চিত হবে।

কৃষ্ণ। বাবা ! কেন আমাদের সকলের ওপোর রাগ ক'চ্ছ ? আমি, মাধব, সুবোধ—আমরা তিনজনে চাকরির জন্যে তো যথেষ্ট চেষ্টা ক'চ্ছি—

াধব। বাবা—বাবা—আমায় বিশ্বাস করুন—আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল্‌ছি.—আমার—কবিত্বের নেশা ছুটে গিয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি—আমি কি অন্যায় কাজ এতদিন ক'রেছি! গেরোস্তো গরীব কেরাণীর ছেলে আমি,—ঘরে আমার ভাত নেই,—আমি সে কথা একবার ভুলেও না ভেবে—কবি হবার জন্য লালায়িত হয়েছিলুম! আমি পশু,—পশুরও অধম,—আমি উন্মাদ! আমার দুঃখিনী মা আমাদেরই ভাবনা ভেবে ভেবে না খেয়ে মারা গেছেন। বাবা—বাবা—আমরা এই ক'জন কুসন্তান মাতৃহত্যাকারী—নারকী—পিশাচ! বাবা একবার বিশ্বাস করুন। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি যদি চাক্‌রিও জোটাতে না পারি, রাস্তায়—রাস্তায় কুলিগিরি মুটেগিরি করেও এনে সংসারকে দু—পয়সা সাহায্য কর্ব্ব। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন!

সুবোধ। তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি বাবা, আমাদের চোখ খুলেছে। আমরা কভায়ে যেমন করে পারি তোমাকে সুখী কর্ব্বই কর্ব্ব!

দীন। সুখী কর্ব্বে? আমাকে! বটে—বটে! দানদাসকে সুখ কর্ব্বে—ছেলেরা! সেই বরাৎ করে জন্মেছিলুম বটে! হা—হা—হা—

[ দীনদাসের ভিতরে প্রস্থান।

ভিখা। সমস্ত দিন কিছু খান্‌নি—আর একবার চলনা—দুজনে চেষ্ট করিগে—

দাম। চল।

ভিখা। (অন্যান্য ভ্রাতাগণের প্রতি) ও ছুটো ভাই তো খাঁড়ে গোবর হ'য়ে গেল। তোমরা ক'জনে যদি মতিবুদ্ধি ভাল রেখে—বাপের মুখের দিকে চাও,—তাহ'লে পরে ভাল হবে। বুঝছ তো বাপ আর কদিন? চল—একটু বাপের কাছে ব'স্‌বে—

[ সকলের ভিতরে প্রস্থান ]

---

## চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ

স্বদেশসেবিকাগণের গীত।

এমন ক'রে আপন ঘরে—ক'দিন তোমার চ'ল্‌বে ভাই?
হায় বাঙালী—চিরকাঙালী—(তোমার) দুঃখের দশার অন্ত নাই।
(তুমি) আপনবাসে পরবাসী, (ঘরে) অন্ন থেকেও উপবাসী;
যত পরদেশী সর্ব্বগ্রাসী—(তোমার) বাড়া ভাতে দিচ্ছে ছাই"
(তোমার) আয়ের চেয়ে চারগুণো ব্যয়—বাজারদেনার নাই কামাই
(তবু) সেদিকে নেই নজর তোমার, (যত) বদখেয়ালি ক'রেছ সার
(খালি) ভায়ে ভায়ে করছ কোঁদল, মা যে কেঁদে সারা ভাই!
(যত) তুচ্ছ লোকে সবাই মিলে, চোখ রাঙিয়ে যাচ্ছে তাই॥

।ওনা ফিরে দেশের পানে,—জাতির দুঃখ বোঝো প্রাণে,
কোন্‌খানে মূল বিষের গাছের খুঁজেপেতে দেখ তাই;—
তোমরা যদি মানুষ হও, তা'লে আর দুঃখ নাই!
বাঙালী ভাই মানুষ হও—তা'হলে আর দুঃখ নাই॥

---

পঞ্চম দৃশ্য

দীনদাসের বাটীর কক্ষ।

দীনদাস।

ান। কিরণকে শেষে খুনের দায়ে পড়তে হ'ল? যে কাজের যা পরিণাম! বেশ্যাবাড়ী যাতায়াত কল্লে একটা—না—একটা মারাত্মক ফ্যাসাদে পড়তেই হবে! এ আমার বিস্তর জানা আছে। বড়ছেলেটি তো মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মদ খেয়ে,—বেশ্যাবাড়ী গিয়ে, চরিত্র হারিয়ে, পরিণামে—প্রাণ—নিয়ে টানাটানি। বাঃ—তবু কারুর চৈতন্য হয়না!

( গহনা ও টাকার পোঁটলা হস্তে ভিখারিণীর প্রবেশ )

ান। কি মেয়ে? কিসের পোঁটলা হাতে মা?

ভিখা। বাবু! দেকুন দিকি এ গয়নাগুলো কা'র? মা-ঠাকরুণের নয়তো!

দীন। গিন্নির? সেকি? চিরদুঃখিনী ছিল সে, চিরদুঃখী হতভাগা আমি, ছেলেপুলেদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এক একখানি ক'রে নিজের হাতে সব বেচে খেয়েছি! এ সব—সে কোথায় পাবে?

ভিখা। তাহ'লে মেজদাদা বাবুরই নিজের জিনিষ—

দীন। মেজদাদা বাবুর গয়না? এ যে সব ভালভাল গয়না,—এই যে নগদ—টাকাও—চার—পাঁচ হাজার! তোমায় কে দিলে মেয়ে?

ভিখা। মেজদাদা বাবু আমাকে গয়নাগুলো বেচ্‌তে দিয়েছেন! আর ঐ হাজার টাকার বড় নোট ক'খানা ভাঙাতে দিয়েছেন!

দীন। কা'র এ সব ব'ল্লে?

ভিখা। ব'ল্লেন, রোজগারপতি ক'রে, না খেয়ে, না দেয়ে, গয়না গড়িয়েছেন—নগদ টাকা করেছেন, বিয়ে—থা ক'রে সংসারী হবেন ব'লে!

দীন। বেচ্‌ছেন কেন?

ভিখা। বাবা! চিরদিন কি ছেলে মন্দই থাকবে? বাপের দুঃখ দেখে ছেলের সুবুদ্ধি হয়েছে। টাকা আপনাকেই দেবে!

দীন। কোথায় বেচবে তুমি?

ভিখা। শীলেদের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। অত নগদ টাকা আর কা'র ঘরে আছে বাবা?

দীন। এত টাকা সিধু রোজগার ক'রে ফেল্লে?

ভিখা। কার দ্বারা কি হয় কে বল্‌তে পারে বাবা! আপনি তাহ'লে অনুমতি দিন,—আমি আমার ছেলেদের ডেকে এনে, এগুলো নিয়ে যাই। এত টাকার জিনিস তো, একা মেয়ে-মানুষ, রাস্তা দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়—

দীন। পোটলা নিয়ে চল দিকি আমার সঙ্গে! ও ঘরে চস্‌মা আছে—ভাল করে দেখেশুনে নিই!

[ পোঁটলা লইয়া ভিখারিণীর ও দীনদাসের প্রস্থান ও অন্যদিক দিয়া সিধুর পুনঃ প্রবেশ ]

সিধু। মাটি কল্লে বেটী! সাত তাড়াতাড়ি বাবাকে সব দেখাতে গেল! কি দরকার ছিল বাবাকে এসব দেখাবার? বাবা যে রকম লোক—এখনি হয়তো গোলমাল বাধাবে—

( দীনদাস ও ভিখারিণীর পুনঃ প্রবেশ )

দীন। এই যে সিধু! দাঁড়াও কথা আছে —মেয়ে! এক—কাজ কর তো মা! একখানা ভাড়াটে গাড়ী তোমার কোন লোককে দিয়ে ভাড়া করে পাঠিয়ে দাওতো—

ভিখা। কোথায় যেতে হবে?

দীন। আফিস অঞ্চলে, বড় জুয়েলারদের দোকানে! ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া করে দিতে বোলো।

ভিখা। আচ্ছা বাবা।

[ ভিখারিণীর প্রস্থান ]

দীন। বড় উপকাপ কল্লি সিধু, বড় উপকার কল্লি আমার! গয়না-গাটী, নগদ টাকা,—সবেতে প্রায় ১০।১২ হাজার টাকা হবে!

ওঃ! এই দুঃসময়ে এতটা টাকা যে যোগাড় ক'র্ত্তে পেরেছিস,—ভগবানকে খুব ধন্যবাদ! আর আমার দুর্ভাবনা কি? তুই আমার যথার্থই সুপুত্রের কাজ ক'ল্লি! খুব রোজগার করেছিস তো?

সিধু। আমি—আমি—তোমার গে—একা করিনি! আমরা তিন চার জন মিলে করেছি—

দীন। তা হোক্, তবু তো তিন চার হাজার টাকা তোর ভাগে প'ড়বে? আঃ—আঃ—এতক্ষণে, এতদিনে আমার একটা মস্ত দুর্ভাবনা গেল! আমার এমন ছেলে,—এমন রোজগারি ছেলে থাকৃতে আমার দুর্ভাবনা কিসের? তা—তুই ও ভিখিরী বেটীকে এসব গয়না বেচতে দিচ্ছিলি কেন? ও পর,—ওকি এত টাকার লোভ সামলাতে পার্ত্ত? এখুনি—সবশুদ্ধু নিয়ে পালাতো—

সিধু। তা আর পালাতে হয় না! আমি ওর পেছু নিতুম, লুকিয়ে লুকিয়ে ওর আশে পাশে থাকৃতুম—

দীন। তা জানি, তা জানি—খুব চালাক, তুই—খুব বুদ্ধিমান তা জানি। তা চুরি করে না পালাক্—অনেক টাকা দস্তুরি নিত। ২১৲ টাকার সোনাকে ১৪৲ টাকা ব'ল্তো, তুই তা ধর্তে পার্ত্তিস্ না! অনেক টাকা ঠকে যেতিস্!

সিধু। ঠিক্—ঠিক—ঠিক্ ব'লেছ বাবা! বেটি ভিখিরী মহাচোর! কিন্তু কি করি, অন্য কাকেও ফস্ ক'রে বিশ্বাস কর্ত্তে পাল্লুম্ না!

---

* এ নাটক যখন রচিত হয় তখন সোনার দর ঐ রকম ছিল।

[দী]ন। আমায় চুপি চুপি ব'ল্লেই হ'ত! আমার সব বড় বড় সাহেব জুয়েলারদের সঙ্গে অফিসের কাজের দরুণ আলাপ পরিচয় আছে, তা'রা বানিশুদ্ধ ধ'রে দেবে! চল্—চুপি চুপি দুই বাপ বেটায়—গাড়ী ক'রে এ সব নিয়ে বেচে আসি। কেউ জান্‌তে পার্ব্বেনা, কেউ টের পাবেনা!

সিধু। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই চল বাবা! এঃ—এতদিন তোমাকে ব'ল্লে কোন্ কালে কাজ ফতে হ'য়ে যেত!

দীন। যেতোই তো! নগদ টাকাটা সুদে খাটাতে পার্ত্তিস্,—টাকা বেড়ে যেতো! আমি বাপ—আমি তোর ভাল দেখবো না? দেখ্‌বো বই কি! তুই আমার রোজগেরে ছেলে—আমার বড় দুঃসময়ের ছেলে—

[ সিধুর হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান ]

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

### সুখদাসের ড্রইং রুম [ Drawing Room ]

সুখদাস ও নৃত্য এটর্নি।

সুখ। যাক্, যা হবার হবে! যেমন কর্ম্ম করেছে, তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে! হতভাগা নিজেও মোলো,—আমাকেও মেরে গেল! আমায় সর্ব্বস্বান্ত ক'রে গেল! উঃ! কি হ'ল—কি হ'ল! কিরণ! আমার ছেলে কিরণ! ফাঁসি যাবে—ফাঁসি যাবে—উঃ—উঃ—

নৃত্য। ফাঁসি না হ'তেও পারে! Transportation for life হওয়াই খুব সম্ভব!

সুখ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও ও কথা। অন্য কথা ক'ও! অন্য কথা কও! নইলে, আমি পাগল হয়ে যাব! যাক্—যাক্—মনে ক'র্ব্ব আমার ছেলেপুলে কিছুই হয়নি! আমার কেউ নেই—আমার কেউ নেই। পৃথিবীতে আমার কেউ নেই! আমার স্ত্রী নেই—পুত্র নেই—কন্যা নেই—পুত্রবধূ নেই—আত্মীয় নেই—স্বজন নেই—আমি একা! যাক্—যেতে দাও ও কথা!—এবার বল, দাদার বাড়ীটা দখল কর্ব্বার কতদূর কি হ'ল?

নৃত্য। দখল নেবার order হয়ে গেছে! দু'একদিনের ভেতরই orderটা বা'র ক'রে আন্‌ছি—

সুখ। যেমন ক'রে পার—যত শীগগির পার—orderটা বা'র কর! না হয়, আরও দু' পাঁচশ' খরচ হোক্। আর কিছু নয়,—নিশী

বেটাকে অপমান ক'র্ব্ব। বেটা কি ক'রে শ্বশুরের ভিটে রক্ষে করে—একবার দেখে নোবো! বেটা, সেদিন আমায় বড্ড অপমান করে গেছে! একঘরে তো করে এনেছি,—দেখি —কে ওর বাড়ীতে ঢোকে!

নৃত্য। আর বড় জোর Fortnight—একপক্ষ ধৈর্য্য ধরে থাকুন,—তারপর দেখুন—ওর কী হাড়ীর হাল হয়! আমি সব ঠিক ক'রে ফেলেছি,—শীগগিরই ওকে একটা সাংঘাতিক ফৌজদারীতে জড়িয়ে ফেল্‌ছি।

সুখ। পাঁচ হাজার টাকা—তোমাকে, পাঁচ হাজার টাকা বখশিস কর্ব্ব—তা' যদি কোন রকমে পার! ( হঠাৎ পদ্মকে আসিতে দেখিয়া ) ও কে! কে? এখানে? নেত্যবাবু! তুমি একবার পাশের ঘরে যাওতো—

( নেত্যবাবুর প্রস্থান ও পদ্মরাণীর প্রবেশ )

পদ্ম। কাকাবাবু! কাকাবাবু! কি সর্ব্বনেশে কথা শুন্‌ছি।

সুখ। তুমি—তুমি—তুমি এখানে—আমার বাড়ীতে? কেন? তোমার বাপের বাড়ী ছেড়ে দেবার জন্যে অনুরোধ কর্ত্তে এসেছ নাকি পদ্মরাণী? তা' হচ্ছে না,—সেটি মনের কোণেও ঠাঁই দিওনা—

পদ্ম। না—না—কাকাবাবু! তা'র জন্যে আমি আসিনি! কিরণ দাদার বিপদের কথা শুনে—আপনাকে সেই সম্বন্ধে একটা অনুরোধ কর্ত্তে এসেছি! দোহাই কাকাবাবু—আপনি রাগ কর্ব্বেন না!

সুখ। হুঁ—হুঁ—মজা দেখ্‌তে এসেছ, উপহাস ক'র্ত্তে এসেছ? রগড় দেখতে এসেছ? সর্ব্বনাশ দেখে শ্লেষ কর্ত্তে এসেছ?—কিছু কর্ত্তে পার্ব্বিনে রে বেটী, আমার কিছু কর্ত্তে পার্ব্বিনি। আমি সুখদাস মুখুয্যে,—ছেলের জন্যে আমি আত্মহারা হবার পাত্র নই। ছেলে? একটা ছেলের কথা কি বলছিস্? অমন সহস্র ছেলে যদি আমার চোখের সাম্‌নে ফাঁসিকাঠে ঝোলে,—তবু আমি অচল অটল হ'য়ে থাক্‌ব। হা—হা—হা—আরে বেটি। এখনও তোর কাকাবাবুকে চিন্‌লিনি? যা' চ'লে যা, দূর হয়ে যা—

পদ্ম। কাকাবাবু। আমি বাঙালীর মেয়ে, আমি হিন্দুর মেয়ে,—আমি কখনও একটা হীন হতে পারি না যে, বাপের সহোদরের বিপদে উপহাস করতে আস্‌বো। কিরণদাদাকে আমি মার পেঠের ভায়ের মত ভালবাসি,—তাঁর বিপদে আমি এত আত্মহারা যে, আপনি হয়ত আমাকে অপমান ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন ভেবেও, তাঁর মঙ্গলের জন্যে আপনাকে একটা অনুরোধ কর্ত্তে এসেছি। আপনি দয়া ক'রে আমার সে অনুরোধ রক্ষা করুন।

সুখ। না—না—তোমার কোন অনুরোধ শুনতে চাইনা। তুমি চলে যাও—এখনি এখান থেকে চলে যাও। আমার যেন মনে হচ্ছে, তোমাদেরই চক্রান্তে আমার কিরণ মরতে বসেছে। তোমার স্বামী, তোমার ভায়েরা, তোমার বাবা, আর কাল-সাপিনী তুমি, সকলে মিলে কি একটা ষড়যন্ত্র করেই কিরণকে এ খুনের দায়ে ফেলেছ। আমি এর শোধ নোবো।

পদ্ম। না—না কাকাবাবু! এমন কথা ব'ল্‌বেন না—

সুখ। কেন? ভয় নাকি? তোর স্বামীর,—তোর শ্বশুরের দশ বিশ লাখ আছে বলে, তোদের কাছে মাথা হেঁট করে থাক্‌তে হবে নাকি? তোদের সকলকে ভয় করে চল্‌তে হবে নাকি?

পদ্ম। বুঝলুম কাকাবাবু! আপনি সত্যিই জন্মের মতন আমাদের পরিত্যাগ করেছেন! ভাল,—আমি আপনার বাড়ীতে থাক্‌তে আসিনি। আপনি যা ইচ্ছে হয় আমাকে বলুন,—আমার তাতে কোন দুঃখ নেই। তবে আমার মিনতি,—যখন এত কৌন্সিল উকীল কিরণ দাদাকে রক্ষা কর্ত্তে পাচ্ছেন না, তখন একবার চেষ্টা করে, বলে কয়ে, যদি আমার শ্বশুরকে এ মাম্‌লায় দাঁড় করাতে পারেন,—তাহলে আমার স্থির বিশ্বাস কিরণ দাদা এ যাত্রা রক্ষা পাবেন। দেখুন বিবেচনা করে—

[ পদ্মর প্রস্থান ]

সুখ। বেটীকে নিজের হাতে গলাধাক্কা দিতুম! মানে মানে বিদায় হয়েছে,—ভালই হয়েছে।

( নৃত্যবাবুর প্রবেশ )

বঝ্‌লে নৃত্যবাবু—বেটী আমাকে আচ্ছা এক বড়ের চাল দিয়ে গেল! মতলব বুঝ্‌তে পার্ল্লে না! বাপের বাড়ীখানা কোন রকমে আমার হাত থেকে ফিকির করে যদি রক্ষা কর্ত্তে পারে, কি বল,—কথা কইছ না যে?

নৃত্য। মতলব আপনার ভাইঝীর যাই হোক্—কিন্তু—নির্ঘাৎ কথাটা বলে গেছে। Cass হওয়া পর্য্যন্ত আমারও মনে মনে ঐ মতটা খুব তোলাপাড়া কচ্ছিল। শুধু আমার কেন? আমাদের Barএর অন্যান্য Canncil, attorney, উকীল,—সকলেরই ঐ মত, এ কেসে (Case এ) যদি Mr. J. Banerjiকে কোন রকমে একবার দাঁড় করানো যায়, তাহলে Capital punishment তো রদ হবেই,—উপরন্তু আপনার ছেলের বেকসুর খালাসের 90 per cent chance।

সুখ। না—না—তা' কেমন করে হয়? তা কেমন করে হয়? সে আমি কিছুতেই পার্ব্ব না। যোগেন বাঁড়ুয্যে যে নিশীথের বাপ—যাকে একঘরে কর্ব্বার জন্যে এত চেষ্টা কচ্ছি—তাকে খোসামোদ করে কৌন্সিলী দাঁড় করাব কিরণের জন্যে? না—না—তা পার্ব্বনা,—তা কিছুতেই পার্ব্বনা। যাক্ আমার ছেলে হোক্ তার দ্বীপান্তর,—হোক তার ফাঁসি,—তবু আমি যোগেন বাড়ুয্যের দ্বারস্থ হয়ে তার কৃপাপ্রার্থী হতে পার্ব্বনা। কখনই না—কখনই না—

নৃত্য। সে আপনি পার্ব্বেন না বলেই তো—আমি এতদিন আপনাকে বলিনি। থাক—ও প্রসঙ্গে কাজ নেই,—আমি চল্লুম,—দুজন কৌন্সিলের সঙ্গে একটা পরানর্শ আছে।

সুখ। পরামর্শ যা কর্ত্তে হয়—পরে কোরো নেত্য বাবু। সকল কাজ ফেলে দাদার বাড়ীখানা দখলের orderটা যত শীগ্‌গির হয়—করে দাও। আমি তোমার ফী ছাড়া আলাদা বখশিস কর্ব্ব

নত্য। তা'হ'লে আপনার ছেলের মামলার চেয়ে এই মামলাটাই বেশী Important?

সুখ। নিশ্চয়!—ছেলেতো গিয়েছেই! এতকাল মামলা মোকদ্দমা দেখ্‌ছি শুন্‌ছি,—আমি আর বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, ছেলের অদৃষ্টে কি আছে? ও ছেলে গেছে, কিছুতেই আর রক্ষে নেই!

নত্য। আপনি একটু মাথা ঠাণ্ডা করুন—একটু ধৈর্য্য ধরুন! যোগেন বাবুকে কৌন্সিল দিলে—

সুখ। না—তা হবেনা! আমি ধনেপ্রাণে ম'র্ত্তে পার্ব্বনা! আমি বুঝেছি এ সব দিন বুঝে দাঁও ক'স্‌তে এসেছো! ছেলেও যাবে,—মহা-শত্রুর কাছে মাথাও হেঁট হবে। তা হবেনা—কিছুতেই হবেনা!

নত্য। (স্বগতঃ) অদ্ভুত জীব বটে!

[ নেত্যবাবুর প্রস্থান ]

সুখ। যোগেন বাড়ুয্যে আমার ছেলেকে বাঁচাবে, আমি সেই আশায় তা'র বাড়ী গিয়ে—তার খোসামোদ ক'র্ব্ব—তা'র হাতে পায়ে ধ'র্ব্ব? হা—হা—হা—হা—

( ছোট গিন্নি ও লবঙ্গলতার প্রবেশ )

ছো-গি। কেন ধ'র্ব্বে না? ধ'র্ত্তেই হবে! আমরা শাশুড়ী-বৌয়ে জান্‌লায় দাঁড়িয়ে সব শুনেছি! পদ্মর কথা, নেত্য উকীলের কথা, তোমার কথা,—সব শুনেছি! বৌমার বাপ, ভেরেন্না কাল এসে ব'লে গেলেন,—যদি এ সময় যোগেন বাড়ুয্যে

কৌন্সুলী দাঁড়ায়,—তাহ'লে কিরণ আমার নিশ্চয়ই রক্ষা পাবে।
ওগো—তোমার পায়ে পড়ি—তাই কর—তাই কর! লোকে ছেলেকে বাঁচাতে আগুনে পর্য্যন্ত ঝাঁপ দিতে পারে! তুমি এ সামান্য কাজ টুকু পার্ব্বে না?

লবঙ্গ। বাবা—রক্ষা করুন—আপনার দুটী পায়ে ধ'চ্ছি—আমাদের রক্ষা করুন। (পদধারণ)

সুখ। তোমরা কি সবাই—মিলে আমায় পাগল ক'র্ব্বে নাকি?

ছো-গি। তুমি ব'ল্লে যদি তোমার মান নষ্ট হয়—ওগো—আমরা শাশুড়ী বৌয়ে দুজনে গিয়ে তাঁর পায়ে ধ'চ্ছি! তা'তে তোমার মান যাবে কেন?

লবঙ্গ। আমরা আপনার নাম পর্য্যন্ত ক'র্ব্বনা বাবা! আমরা আপনাকে না ব'লে গেছি—তাই জানিয়ে দেবো।

সুখ। খবরদার ব'ল্‌ছি ছোটবৌ,—খবরদার বৌমা,—ভুলেও কখনো অমন কথা মুখে উচ্চারণ কোরোনা! সুখদাস মুখুয্যের প্রতিজ্ঞা বড় ভয়ানক! সমস্ত পৃথিবী ওলোট পালোট হ'য়ে গেলেও তা ন'ড়বে না! আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি,—আমার ছেলে যাক্,—আমার বিষয় আশয় যাক্,—আমার আপনার লোক যে যেখানে আছে সবাই মরুক,—তবু যেমন ক'রে পারি, আমি ঐ নিশীথকে জব্দ কর্ব্ব! যেদিক দিয়ে পারি—ওদের অপমান ক'র্ব্ব! হাল্‌ফিল্‌ দাদার বাড়ীটা দখল কর্ব্বার অর্ডারটা একবার বা'র ক'র্ত্তে পার্ল্লে হয়,—দেখ্‌বে—নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, ঐ দীনদাস মুখুয্যেকে কেমন ক'রে অপমান করি, ঐ বদ্‌মায়েস্‌ নিশীথের

সাম্‌নে ? নিজে হাত ধ'রে দীনদাস মুখুয্যেকে—তা'র গুষ্টি-শুদ্ধু—হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে বা'র ক'রে—তা'র ভিটে দখল ক'র্ব্ব।

( দীনদাসের প্রবেশ )

দীন। তা'র আর দরকার হ'বে না সুখদাস—আমি আজ স্বেচ্ছায় বাড়ী ছেড়ে দিয়ে এসেছি ! যাও ভাই—দখল করগে ! আর ঐ নাও তোমার ছেলে কিরণ,—আমি উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসেছি—

সকলে। এঁ্যা—সেকি—সেকি !—

সুখ। কিরণ—কিরণ—

( কিরণ, নিশীথ, অজয় ও অন্যান্য লোকজনের প্রবেশ )

ছো-গি। কিরণ—কিরণ—বাবা আমার—বাপ আমার—আবার তোকে ফিরে পেলুম ?—

কিরণ। ( পিতা মাতাকে প্রণামপূর্ব্বক ) হঁ্যা বাবা, হঁ্যা মা—এই দেবতা জ্যাঠামহাশয়ের কৃপায়—আমি মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছি ! এস বাবা—এস মা—আমরা সকলে মিলে ঐ দেবতার চরণে প'ড়ে গড়াগড়ি যাই। উনি নিজের ছেলেকে বলিদান দিয়ে, আমাকে বাঁচিয়ে আন্‌লেন—

সুখ। এঁ্যা—এঁ্যা—সেকি ? দাদা—কি ক'ল্লে—কি ক'ল্লে !—

নিশীথ। যা কর্ব্বার নয়,—মানুষে যা' না পারে,—না—না—মানুষে কেন? দেবতারাও যে কাজ পারেনা,—মহাপুরুষ তাই ক'রে এলেন; নিজের সর্ব্বনাশ ক'রে, শত্রুর সর্ব্বরক্ষা কল্লেন।

সুখ। সেকি? আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা! কিরণ—কিরণ—কেমন ক'রে উনি তোকে খালাস ক'রে আন্‌লেন?

দীন। উঃ—বড্ড ছুটে এসেছি—একটু জিরুই—

সকলে। আপনি বসুন—বসুন—ঠাণ্ডা হোন্—

দীন। না বাবা—কোন ভয় নেই। সুখদাস! কিরণ তোমার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী! প্রকৃত অপরাধী ছিল আমার বাড়ীতে। ভগবানের কৃপায়—সে অপরাধীকে আমি বামালশুদ্ধ গ্রেপ্তার করে পুলিশে দিয়ে, তোমার ছেলেকে উদ্ধার করে এনেছি!

সুখ। অপরাধী তোমার বাড়ীতে ছিল?—কে সে?

দীন। আমার মেজ ছেলে সিধু!

সকলে। কি সর্ব্বনাশ!—

দীন। আমি অনেক দিন থেকে সন্দেহ করেছিলুম যে, সে চুরিজোচ্চুরী একটা কিছু নিশ্চয়ই কর্চ্ছে! কাল হাতে হাতে তার প্রমাণ পেলুম! উঃ—আমার ছেলে এমন হ'ল?

( ভিখারিণীর প্রবেশ )

ভিখা। বাবা—বাবা—কি সর্ব্বনাশ আমি তোমার কল্লুম বাবা! কেন আমি সে গয়না তোমাকে দিয়েছিলুম বাবা? মেজদাদাবাবু

আমাকে বিক্রি কর্ত্তে দিয়েছিল—কেন আমি তাকে ফেরৎ দিলুম না ? [ রোদন ]

ীন। কেঁদনা মা ! দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—ভগবানই করেন তুমি আমি উপলক্ষ্য মাত্র—

বজয়। বড়কাকা ! বড়কাকা ! পায়ের ধুলো দিন—আপনার মত প্রাণ যেন সকল বাঙালীর হয় ! পরকে বাঁচাতে নিজের ছেলেকে—উঃ—ভাবতেও পারা যায়না।

ীন। তা জানি না—জান্‌তেও চাই না ! তবে, চক্ষের ওপোর দেখ্‌ছি যখন যে, একজন নির্দ্দোষী ফাঁসীকাঠে ঝুল্‌তে চলেছে, আর যে প্রকৃত অপরাধী,—সে তার পাপসহচরদের নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে দিব্যি বুক ফুলিয়ে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, এদৃশ্য দেখে যে বাপ চুপ করে থাক্‌তে পারে থাকুক্, দীন দরিদ্র দীনদাস মুখয্যে পারে না। বুকে পাষাণ বেঁধে ছেলেকে স্তোক-বাক্যে ভুলিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নিজে তা'কে পুলিশের হাতে সঁপে দিলুম। প্রাণের দায়ে সে হতভাগা হাউ হাউ ক'রে চীৎকার করে কাঁদতে লাগ্‌লো। কর্ণপাত কল্লু্ম না, কাণে আঙুল দিয়ে তার কাছ থেকে সরে এলুম। আর সেখানে স্থির হয়ে থাক্‌তে পাল্লু্ম না, ছুটে পালিয়ে এলুম—উঃ—উঃ ভগবান।

[ ভূতলে বসিয়া রক্তবমন করিতে করিতে দীনদাস শুইয়া পড়িলেন। সকলে তাঁহার সেবা করিতে ব্যস্ত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইল। ]

সকলে। কি হ'ল—কি হ'ল—

( পদ্মর প্রবেশ )

পদ্ম। বাবা—বাবা—( দীনদাসের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল )।

নিশীথ। কাকে ডাকছ পদ্ম ? তোমার দেবতা পিতা ঐ স্বর্গে—দেবতার আশ্রয়ে গেছেন ! ওঁর দেবতার মত অলৌকিক কার্য্যকলাপ দেখে আজ গর্ব্বে আমাদের বক্ষ স্ফীত হচ্ছে যে,—আমরা এই মহাপুরুষের জাতি—"বাঙালী"।

—সমাপ্ত—

শিবমস্তু